

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬





পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mowr.gov.bd

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم



আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুশাসনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে এ মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আবহমান কাল থেকে এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জনগণের চাহিদা পরিপূরণে এর আহরণ, উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন লাগসই পরিকল্পনা।

দেশের প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ হেক্টর ভূমির (নদী ও বনভূমি বাদে) মধ্যে প্রায় ৬৩.৪০ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। ৮০১টি সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ফলে বছরে প্রায় ৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হওয়ায় খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার একমাত্র ফসল বোরো আগাম পাহাড়ী ঢলে প্রায়শঃ বিনষ্ট হয় যা বর্তমানে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল জলাভূমির অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর হাওর অঞ্চল ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জলাভূমিসমূহের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার আলোকে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা পুনরুদ্ধারে 'ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৬.৫০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। দেশের নদ-নদীর নাব্যতা, পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সারা বাংলাদেশে নদ-নদী খননের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বর্তমানে ৮৬৪ কিঃমিঃ নদী খনন কাজ চলছে এবং ভবিষ্যতে নদী খনন কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঢাকার পূর্বাঞ্চল-কে বন্যামুক্ত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'ঢাকা সমন্বিত বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ-কাম-বাইপাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। এর ফলে ঢাকার পূর্বাঞ্চল সম্পুর্ণ বন্যামুক্ত হওয়ার পাশাপাশি দেশের উত্তর বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের (চট্টগ্রাম ও সিলেট) যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রতিরোধ, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৭টি পোল্ডারে বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্থতা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশনের জন্য Costal Embankment Improvement Project (CEIP-1) চলমান রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে উপকূলবর্তী সকল পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন করা হবে।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ সকল কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم



মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি প্রতিষ্ঠানের সারা বছরের কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটে। এ প্রতিবেদন জনগণের তথ্য জানার অধিকারকেও অধিকতর নিশ্চিত করে যা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। দেশের মানুষকে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে রক্ষা করে তাদের মুখে হাসি ফোটানো এবং একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা ছিল বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছেন। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন আমাদের অঙ্গীকার। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজই দেশের অর্থনীতিকে উন্নত করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আবর্তিত।

এদেশের মানুষের জীবন আর জীবিকার সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে নদী। কৃষিপ্রধান ও নদীমাতৃক এ দেশে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন আর বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এ ৫টি সংস্থা ছাড়াও ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক ২টি পাবলিক ট্রাস্ট এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়টি জনকল্যাণে কাজ করছে। পানি সম্পদ সংক্রান্ত নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন এ মন্ত্রণালয়ের রেগুলেটরী কাজগুলোর অন্যতম। এ মন্ত্রণালয় নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা পূর্বাভাস, সেচ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নদী-ভাঙ্গনরোধ, বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্সে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরাসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ করে থাকে। দেশের সকল জলাভূমির অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর হাওর অঞ্চল ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জলাভূমিসমূহের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বাস্তবয়নের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৯টি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসহ সর্বমোট ৬৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় প্রধান প্রধান নদীসমূহ যেমন, গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, মেঘনা, গড়াই নদীসহ বিভিন্ন নদী ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা রক্ষার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। উপকূলীয় এলাকার বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও বিদ্যমান বাঁধ উঁচু করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ মন্ত্রণালয়ের কাজের গুরুত্ব ও পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমি আশা করছি এবং এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, বীর-প্রতীক)
প্রতিমন্ত্রী



রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি.
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীদারিত্বমূলক স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে এ প্রতিবেদন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক সাফল্য জনগণ তথা দেশবাসীকে অবহিত করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধান নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা এবং নদী ভাঙ্গনরোধকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ প্রকল্প গ্রহণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত ট্রাস্টসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক দেশ। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গনরোধ ও নদী শাসন, বন্যার আগাম পূর্বাভাস, উপকূলীয় বাঁধসহ বিভিন্ন ব্যারেজ নির্মাণ, জলাবদ্ধতা নিরসন প্রভৃতি কার্যক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে খাদ্যে সয়ম্ভরতা অর্জন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকার্য।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিষয়ে অবহিত রয়েছে এবং সময় সময় প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে প্রভূত অবদান রেখে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত স্থায়ী কমিটির ২০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়াও, এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ ও সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনতে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন রূপকল্প ২০২১ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন এম.পি.)
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

بسم الله الرحمن الرحيم



ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মুখবন্ধ

পানি আবহমানকাল যাবৎ এ দেশের মানুষের জীবন জীবিকার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দেশের পানি সম্পদের কার্যকর ও সফল ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদী ভাঙ্গন রোধ, নদীর নাব্যতা রক্ষা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ রক্ষা, হাওর-বাঁওড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উন্নয়ন মন্ত্রণালয় হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের বিগত এক বছরের গৃহীত কার্যক্রম, অর্জিত সফলতাসহ অধীনস্থ সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কর্মপরিধি সম্বলিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রতি বছরের মত প্রকাশিত হলো।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঁচটি সংস্থা রয়েছে। এগুলো হলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর। এছাড়া রয়েছে দুটি ট্রাস্টি বোর্ড, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)-তে ৯টি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসহ সর্বমোট ৬৬টি বিনিয়োগ প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও নির্দেশনায় প্রধান প্রধান নদীসমূহ যেমন, গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, মেঘনা, গড়াই নদীসহ বিভিন্ন নদী ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।এ লক্ষ্যে ১১টি উচ্চ খনন ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেজারসহ অন্যান্য সহযোগী জলযান ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নেয়ার কার্যক্রম চলছে। এ সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ সুরক্ষায় সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখবে। 'গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পূনর্বাসন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা জেলার সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের অধীনে ৪ কিঃ মিঃ নতুন ড্রেজিং করাসহ ১৬ কিঃ মিঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে 'চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প ১,২ ও ৩ এর আওতায় ইতোমধ্যে ১১,২৯৮ টি পরিবারের জন্য ১৫,৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭৮.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিত করাসহ উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৬৬৬৭টি পরিবারের জন্য ৮০০০.৪০ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করে WARPO ক্লিয়ারিং হাউজের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। WARPO'র প্রকল্প পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী সমীক্ষা ও আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে যাতে পরিবেশ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। ভারতের সাথে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে তিস্তা ও ফেনী নদীর অন্তবর্তীকালীন পানি বন্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চুড়ান্ত করা হয়েছে যা স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে অল্প খরচে নদীর ভাঙ্গন রক্ষামূলক কাজ পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
দেশের সকল জলাভূমির অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়াপোযোগী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর হাওর অঞ্চল ও দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জলাভূমিসমূহের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

IWM পানি সম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুণগত মানোন্নয়নে গাণিতিক মডেল প্রযুক্তিতে পরামর্শ সেবা প্রদান করছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য CEGIS, পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র পাওয়া যাবে। এ সকল কার্যক্রম ও পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন রূপকল্প ২০২১ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

(ড. জাফর আহমেদ খান)

প্রকাশক
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৬

প্রকাশনা কমিটিঃ

১।	মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
২।	মোঃ মজিবুর রহমান মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	-সদস্য
৩।	প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
৪।	কাজী ওবায়দুর রহমান যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৫।	শামীম আরা খাতুন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬।	কাজী শাখাওয়াত হোসেন যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৭।	মন্টু কুমার বিশ্বাস যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৮।	মোঃ জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর সদস্য, যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ	-সদস্য
৯।	ডঃ প্রকৌঃ মোঃ লুৎফর রহমান মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	-সদস্য
১০।	মোঃ সারাফত হোসেন খান মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	- সদস্য
১১।	কাজী তোফায়েল হোসেন চীফ মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-সদস্য
১২।	মোঃ মোতাহার হোসেন উপ-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১৩।	ইঞ্জিঃ মোঃ ওয়াজি উল্যাহ নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	-সদস্য
১৪।	ডঃ মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	-সদস্য
১৫।	মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১৬।	মোঃ খলিলুর রহমান যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য-সচিব

সার্বিক গ্রন্থণা ও সহযোগিতা
মোঃ সরফরাজ ওয়াহেদ
উপদেষ্টা, সিইজিআইএস

ডিজাইন ও গ্রাফিক্স
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস
(সিইজিআইএস)
বাড়ি ৬, সড়ক ২৩/সি, গুলশান ১, ঢাকা - ১২১২

মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

প্রকাশনা সহায়ক বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ হুমায়ুন কবীর
অতিরিক্ত সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ খলিলুর রহমান
যুগ্ম-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

হাওলাদার জাকির হোসেন
উপ-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

হামিদা চৌধুরী
উপ-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ মোতাহার হোসেন
উপ-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মোঃ আশরাফ আলী খান
ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ উন্নয়ন)
আইডব্লিউএম

ড. মোঃ নূরুল আলম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
পরিচালক
যৌথ নদী কমিশন বাংলাদেশ

আরিফ ইকরামুল আজিম
সিস্টেম অ্যানালিস্ট
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মোঃ ইকরাম উল্লাহ
মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

কাজী রেজাউল করিম
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

ফারজানা ইয়াসমিন
গ্রাফিক্স ডিজাইনার (কনসালন্টেট)
সিইজিআইএস

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ১-৪
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১
ভূমিকা ১
কর্মপরিধি ১
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ..... ২
সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২
প্রশাসন অনুবিভাগ ২
উন্নয়ন অনুবিভাগ ২
পরিকল্পনা অনুবিভাগ ৩
বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ ৩
২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত অর্গানোগ্রাম ৩
জনবল ৪
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণঃ ৪
২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয় ৪
প্রশিক্ষণ ৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ১১-৫৫
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১১
ভূমিকা ১১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ১১
জাতীয় পানি নীতির পটভূমি ১১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০ ..... ১১
পরিচালনা পরিষদ ১২
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ১২
সাংগঠনিক কাঠামো ১২
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ১৩
জনবল ১৪
পদ সৃজন ১৪
জনবল নিয়োগ ১৪
মানব সম্পদ উন্নয়ন ১৫
অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ ১৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ১৫
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ১৫
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ১৫
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ১৬
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ ১৭
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ১৮

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ২১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কার্যক্রম ২১
সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে প্রকল্প/কার্যক্রম ২১
নদী শাসনে চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম ২২
জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্প/কার্যক্রম ২৪
জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম ২৪
উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারে প্রকল্প/কার্যক্রম ২৫
হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম ২৬
জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প/কার্যক্রম ২৭
দনদী শাসনের মাধ্যমে তীর সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম ২৮
২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ২৯
বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খস্ড়া পরিকল্পনা ৩১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ৩৩
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম ৩৩
পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ৩৫
ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৫
যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৬
অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৬
শৃংখলা পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৪৭
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৪৭
জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ৪৭
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ৪৮
e-GP কার্যক্রম ৪৮
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৫০
ইনোভেশন কর্মকান্ড ৫০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন ৫০
এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান ৫১
২০১৫-১৬ অর্থবছরে সারাদেশব্যাপী নির্মিত ও উন্নয়নকৃত বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো/কর্মকান্ডের বিবরণ ৫২
এক নজরে জুন, ১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো / কর্মকান্ডের বিবরণ ৫৩
উপসংহার ৫৩
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন ৫৫

তৃতীয় অধ্যায় ৫৯-৭১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৫৯
ভূমিকা ৫৯
পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি ৫৯
জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) - এর নির্বাহী সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ ৬০
উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৬০
বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ ৬০
জনবল ৬১

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৬২
২০১৪-১৫ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট ৬২
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সারসংক্ষেপ ৬২
ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন বিগত বছরের কার্যক্রমসমূহ ৬৩
২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসরে কম্পিউটার ও তথ্য শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ৬৪
সংস্থার ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬৬
নিজস্ব স্থায়ী ভবনে কার্যকর ও সহায়ক তথ্য সেবা নিয়ে ওয়ারপোর "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" ৬৮
ক্লিয়ারিং হাউস হিসাবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন ৬৮
বিগত বছরে গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬৯
বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম সমূহ ৬৯
২০১৫-১৬ অর্থবছরে ওয়ারপোর প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ ৬৯
ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ৭১

চতুর্থ অধ্যায় ৭৫-৮৬
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই),ফরিদপুর ৭৫
পরিচিতি ৭৫
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী) ৭৫
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো ৭৫
নগই পরিচালনা বোর্ড ৭৬
নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল ৭৬
নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৭৬
হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ৭৬
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কাজ ৭৯
হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজসমূহ ৮২
জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ ৮২
প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর ৮৪
বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ৮৫
নগই'র সুবিধাদি ৮৫
নগই'র প্রকাশনা ৮৬

পঞ্চম অধ্যায় ৮৯-১০০
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ৮৯
ভূমিকা ৮৯
গঠন ও জনবল ৮৯
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৬ অনুযায়ী) ৯০
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো ৯০
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী ৯১
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ ৯১
গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি ৯১
তিস্তা নদীর পানি বণ্টন ৯৪
ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন ৯৪

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা ৯৫
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প ৯৫
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ৯৬
বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা ৯৬
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা ৯৬
অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ৯৭
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ৯৮
প্রশিক্ষণ ৯৮
অন্যান্য কার্যক্রম ৯৮
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১০০

ষষ্ঠ অধ্যায় ১০৩-১০৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ১০৩
প্রারম্ভিক কথা ১০৩
সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ ও উদ্বোধন ১০৩
কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস সংস্কার ১০৩
নেত্রকোনা আঞ্চলিক অফিস ভবন স্থাপন ১০৩
বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত ১০৪
অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১৫ প্রণয়ন ১০৪
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ১০৪
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১০৫
হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১০৫
হাওর মহাপরিকল্পনাভূক্ত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি ১০৮
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ১০৯
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ই-সেবা কার্যক্রম ১০৯
জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন ১০৯
জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদির ভান্ডার স্থাপন ও হালনাগাদ করণ ১০৯
বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন ১০৯
জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার ১০৯

সপ্তম অধ্যায় ১১৫-১২৫
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং ১১৫
ভূমিকা ১১৫
ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১১৫
Deed of Trust অনুসারে **IWM Trust** এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ ১১৫
অধিক্ষেত্র ১১৬
আইডব্লিউএম এর জনবল ১১৬
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবলের বিবরণ ১১৭
কাজের পরিসর ১১৭
গাণিতিক মডেলিং ১১৭
DSS / জরীপ ১১৭

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা ১১৭
গবেষণা ও উন্নয়ন ১১৯
কতিপয় উল্লেখযোগ্য সদ্য সমাপ্ত ও চলমান গবেষণা সমীক্ষা ১১৯
আইডব্লিউএম এর নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ শুরু ১২০
আইডব্লিউএম গ্রাহক-সেবা সম্মেলন-২০১৫ (ইউজারস কনফারেন্স) অনুষ্ঠিত ১২১
উল্লেখযোগ্য কর্মশালা ১২৩
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১২৩
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ১২৪
মানব সম্পদ উন্নয়নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণের তালিকা ১২৪
আন্তর্জাতিক সেমিনার / কর্মশালায় অংশগ্রহণ ১২৫

অষ্টম অধ্যায় ১২৯-১৪৫
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস ১২৯
পটভূমি ১২৯
পাবলিকট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১২৯
অধিক্ষেত্র ১২৯
কাজের পরিসর ১৩০
জনবল ১৩০
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর জনবলের বিবরণ ১৩১
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৩১
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ ১৩১
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহ ১৩৩
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ১১টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৩৫
মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১৪৩
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ ১৪৩
কর্মশালা ১৪৪
সিইজিআইএস কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র ১৪৫

পরিশিষ্ট:

পরিশিষ্ট-১: ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ ১৫১
পরিশিষ্ট-২: ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী ১৬৩
পরিশিষ্ট-৩: ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ১৬৯
পরিশিষ্ট-৪: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা ১৮৯

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

www.mowr.gov.bd



প্রথম অধ্যায়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূতপূর্ব সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। মন্ত্রণালয়ের ৮/৯০(অংশ-১)/৬১৮, তারিখঃ ১৪-০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ স্মারক অনুযায়ী ভূতপূর্ব সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়কেপানি সম্পদ মন্ত্রণালয়হিসেবে নাম করণ করা হয় ।এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা এবং আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব–দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন,বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
২. সেচ,বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৩. সেচ, বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর উপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকায় জরুরী সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ;
- জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;
- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

জাতীয় পানি নীতির আলোকে বাংলাদেশ পানি আইন বিগত ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে একজন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। সরকারি রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথা: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়া, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের সকল কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ, (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন উপসচিব, ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও ০১ জনপ্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৪ জন উপ-সচিব এবং ০১ জন সহকারী সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-প্রধান ও ০৪ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ০১ জন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-সচিব ও ০১ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন।

২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত অর্গানোগ্রাম

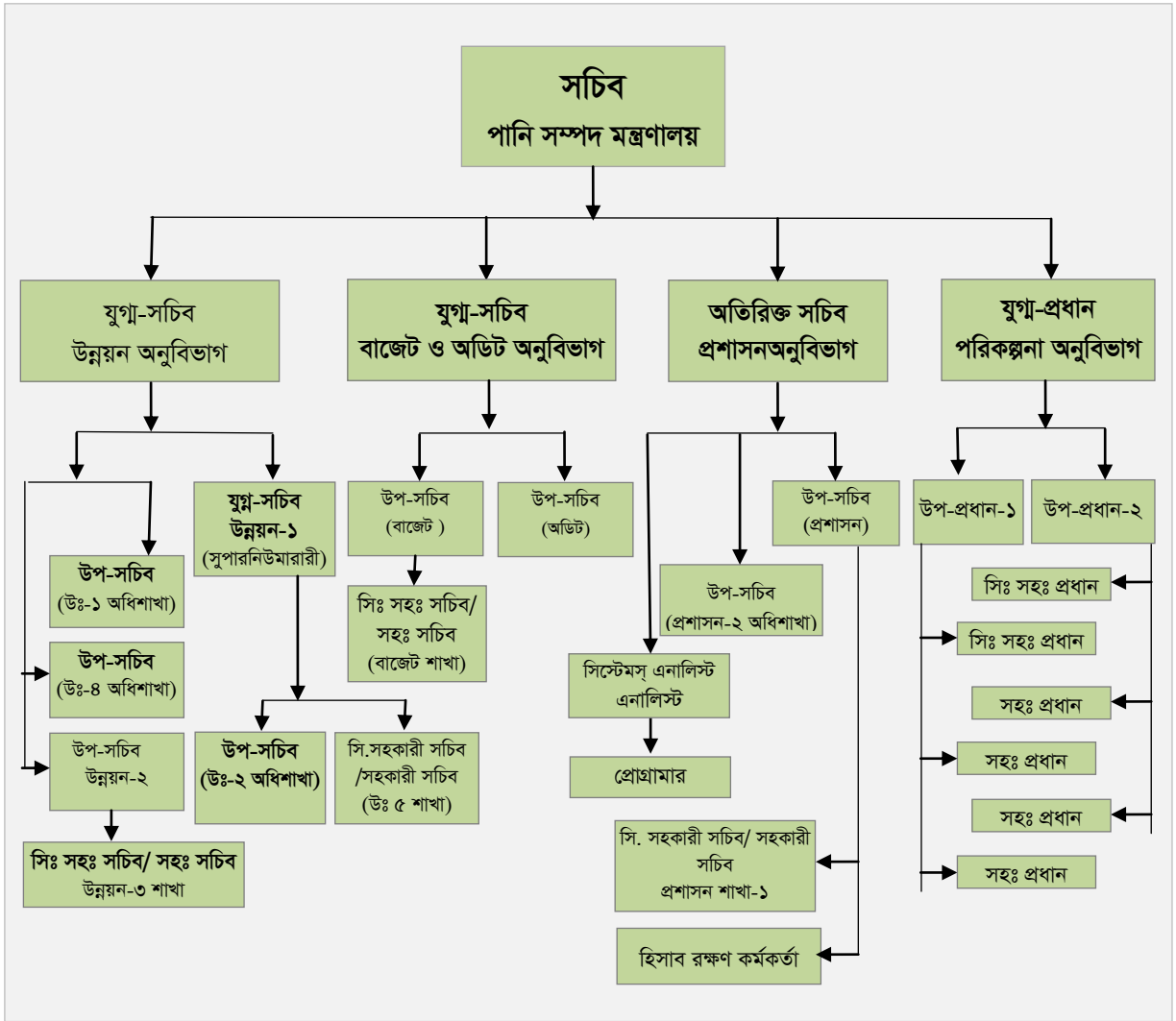

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১০১ জন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদ ৩০ টি, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার পদ ২২ টি এবং তৃতীয় শ্রেণির পদ ২৩ টি ও চতুর্থ শ্রেণির পদ ২৬ টি রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণঃ

ক্রমিক সংখ্যা	পদবী	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত পদসংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
১.	সিনিয়র সচিব	১	১	-
২.	অতিরিক্ত সচিব	১	২ (১ টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৩.	যুগ্ম-সচিব	২	৪ (২টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৪.	যুগ্ম-প্রধান	১	১	-
৫.	উপ-সচিব	৪	৮ (৪টি পদ সুপারনিউমারারি)	-
৬.	উপ-প্রধান	২	২	-
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১০	৩	-*
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৬	৪	২
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-
১০.	প্রোগ্রামার	১	১	-
১১.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-
১২.	দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা	২২	২১	১
১৩.	তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী	২৩	১৬	৭
১৪.	চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী	২৬	২৩	৩
মোট		**১০১**	**৮৮**	**১৩**

* ৭ জন উপ-সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১৫-১৬ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৩০২৫.২৯	২৮৬১৩৩.০০	৯১৩১০.৮২	২৭২৮২৪.০০	
	সর্বমোট	৯৩০২৫.২৯	২৮৬১৩৩.০০	৯১৩১০.৮২	২৭২৮২৪.০০	

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯৫.৩৫% ।

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দেশে ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ৪৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশেঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের
আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহের ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানিন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করা হয়।

জাতীয় পানি নীতির পটভূমি

১৯৭২ সালে International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) এবং ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) এর আওতায় (১৯৯০-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত) সম্পাদিত সমীক্ষার আলোকে প্রণীত Bangladesh Water and Flood Management Strategy (BWFMS) এর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি অনুমোদিত হয় এবং তদনুযায়ী ২০০১ সালে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারী করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংশ্লিষ্ট ৪ (চার) টি মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;

৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;

৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমণ;

৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

১. বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

২. পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণও বিতরণ;

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

৪. বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

৫. বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মাঠ পর্যায়ে ৯টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৭৮টি বিভাগ, ২০১টি উপ-বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী দপ্তর রয়েছে যা বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

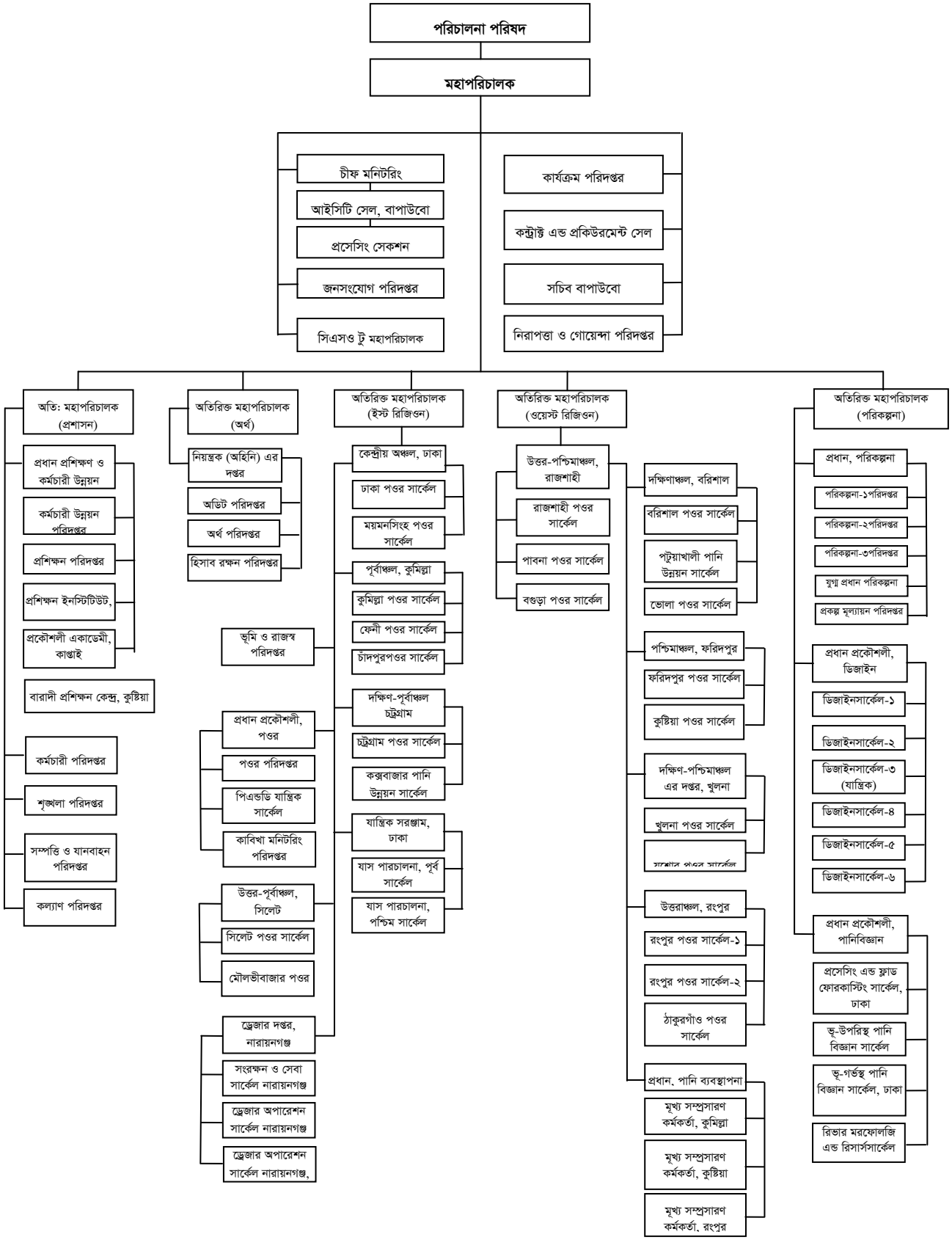

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনবল ছিল ২৪,৩৬৮ জন। সংস্থাটি সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে উক্ত সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে ১৮০৩২ জন অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ ৯৮৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণী কর্মকর্তার পদ ৮২০টি, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৩১২৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ৪০০৬টি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করায় পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে মোতাবেক ২০১১ সালে ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Basedজনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভূক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-১২০২২, যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এম ই) পরিদপ্তর-৪২৫ এবং ড্রেজার পরিদপ্তর ১১৪১) এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৪৯৯টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৪টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২২৯টি। বর্তমানে Need Basedজনবল কাঠামো চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৯
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	**১৮০৩২**	**৮৯৩৫**	**১৩৫৯৪**	**১৩২২৯**

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	শ্রেণী	গেজেট'৯৮ সেট-আপভুক্ত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০১৫-২০১৬ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর' ১৬ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা
১	১ম শ্রেণী	৯৮৬	৭৮৭	৯	১৯৯	৮২
২	২য় শ্রেণী	৮২০	৬৩৭	১০২	১৮৩	১৫
৩	৩য় শ্রেণী	৩,১২৩	১,৯৩৯	০	১,১৮৪	৪৪২
৪	৪র্থ শ্রেণী	৪,০০৬	৩,৪৫৪	৩২৪	৫৫২	২৫২
	মোট	**৮,৯৩৫**	**৬,৮১৭**	**৪৩৫**	**২,১১৮**	**৭৯১**

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডনিম্নরূপঃ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১	২০১৫-২০১৬	৩০ টি	৭৪৮	৬৯৪৬

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১	ভারত	৯	৪২	৯৯৮
২	জাপান	৬	১৭	২১৪
৩	ফিলিপাইন	১	২	৬
৪	নেদারল্যান্ড	৮	১৫	১৬৮
৫	চীন	২	৪	৬৪
৬	থাইল্যান্ড	২	৯	৪৩
৭	ফ্রান্স	১	৮	৪৮
৮	ভিয়েতনাম	১	৮	৪০
৯	নেপাল	৩	৫	১৯
১০	আমেরিকা	২	৩	১৪
১১	মালেশিয়া	১	৩	১২
১২	জার্মানী	৩	১৪	২৪২
১৩	যুক্তরাজ্য	১	৮	৪৮
১৪	কোরিয়া	২	৪	৩০
১৫	অষ্ট্রেলিয়া	২	২	১০
১৬	তানজানিয়া	১	১	১৩
১৭	সুইডেন	৩	৩	৪২
১৮	ইটালী	৩	২৩	১১৫
	মোট	**৫১**	**১৭১**	**২,১২৬**

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গেছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বাপাউবো'র উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলি হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ৬৬টি (আরডিপিতে ১৭টি নতুন এবং ১টি পূর্বের অসমাপ্তকৃত এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তিসহ) (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১)। তন্মধ্যে সবগুলোই বিনিয়োগ প্রকল্প (৫৭টি জিওবি, ৯টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট)। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৮৫৮.৯০ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.৩৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৪১%। ১১টি প্রকল্প (১টি সেচ প্রকল্পসহ) সমাপ্ত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১)। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
স্থানীয়	২১৪৫.৯১	২১০৬.৭১	৯৮.১৭%
প্রকল্প সাহায্য	৭১২.৯৯	৬২০.৮৭	৮৭.০৮%
মোট	২৮৫৮.৯০	২৭২৭.৫৮	৯৫.৪১%

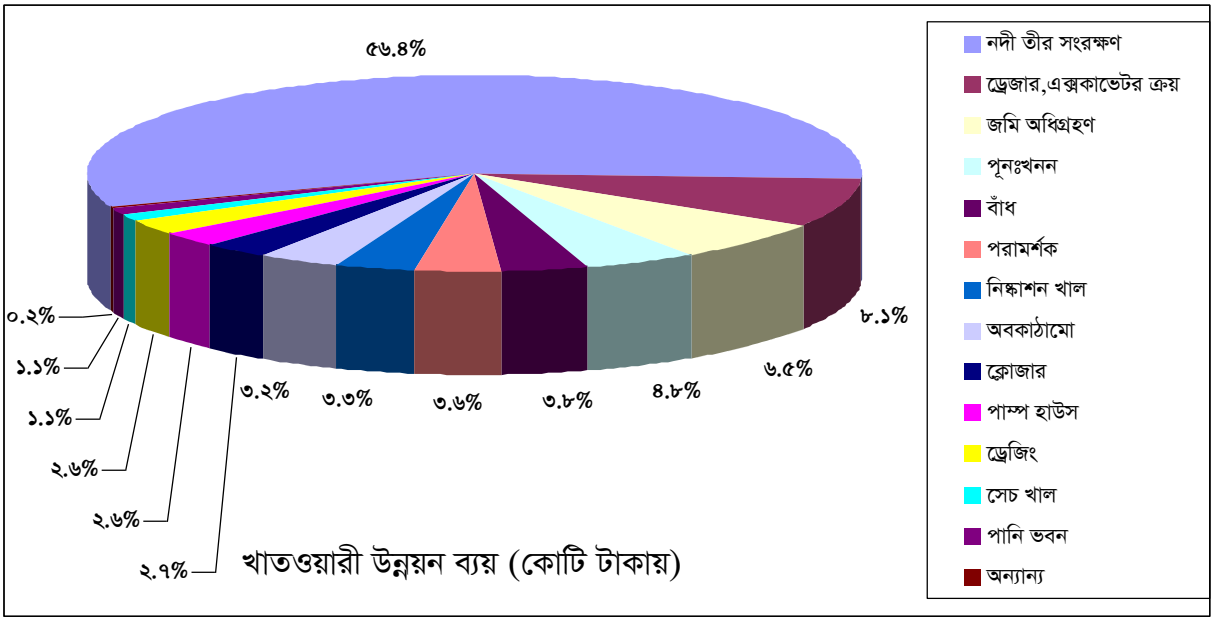

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ৮৯১.৫৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৮৭৮.৩৬কোটি টাকা। অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
১	সংস্থাপন	৪৩৫.৮৯	৪২৩.২৪
২	পৌরকর	২.২৫	২.১১
৩	ভূমিকর	৪.৭০	৪.৬৭
৪	জরিপ	৯.১১	৮.৮৮
৫	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	৪৪.৯৫	৪৪.৯৩
৬	মেরামত মঞ্জুরী	৩৭২.৬৫	৩৭২.৫৮
৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	২২.০০	২১.৯৫
	মোট	**৮৯১.৫৫**	**৮৭৮.৩৬**

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২৫৬.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি আরএডিপিভূক্ত প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		১৫-১৬ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৪০০.০০	১৩৯১০.৬১	৯৬.২১
২	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন,২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৪৫০০.০০	১৬৭৬৯.২৭	৯৯.৯৩
৩	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯২.২০	৫৫৮.০০	১১১৩৭.৭৫	৯৯.২০
৪	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (০১-০১-১২ হতে ৩০-০৬-১৬)	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	১২৭০২.০০	২২৫২৩.৯৩	৯৯.৩০
৫	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-১৩ হতে ৩০-০৬-১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৫৭১.০০	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০
৬	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-১১ হতে ৩০-০৬-১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২৬৩৭.০০	৭৬৯১.৪৫	৯৯.৫০
৭	২৮	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৬২৭.৭৫	৮৭০৪.৯৬	৮৬.০০	১৯২৩.০০	১০৫৯০.২১	১০০.০০
৮	২৫	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-১২ হতে ৩০-০৬-১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	৬১৮৯.৫০	৪৫.০০
৯	২৩	যশোহর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-১২ হতে ৩০-০৬-১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	১.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২
১০	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	৬০.০০	১৩৪.৮৯	৬৮.০০

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		১৫-১৬ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
		projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-১৩ হতে ৩১-১২-১৫)						
১১	৫৩	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৬)	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৭.৭০	৯৯.৫০	২৫৯.০০	৪৫২৯.৪২	১০০.০০
		মোট	১২২০৫৯.৬০	৭৪৯২২.৬৫		২৭৬১১.০০	১০১৯১৪.৪০	

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➢ আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০০১ হতে ৩০-০৬-২০১৬
প্রকল্প এলাকা ঃ সিলেট
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ১৪৪.৫৮ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ১৩৯.১০ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

জমি অধিগ্রহণ	৪০.২৪৩	কিঃ মিঃ
বাঁধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ	৪৩৫.২২৫	কিঃ মিঃ
রেগুলেটর নির্মাণ	১৬	টি
নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	৪৮.৫০	কিঃমিঃ
সেচ খাল পুনঃখনন	৩৯.৫০	কিঃমিঃ
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	২০	টি
পাম্প হাউজ নির্মাণ	১	টি

(রহিমপুর পাম্প হাউজ : ৪টি পাম্প স্থাপন এবং ৩২৫ মিটার ইনটেক চ্যানেল ও তীর সংরক্ষণ কাজসহ)

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জটিলতা ঃ

প্রকল্পটি জুলাই, ২০০১ মাসে আরম্ভ হলেও মূল প্রকল্প প্রস্তাবনায় বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে পাম্প ক্রয় এবং পাম্প হাউজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান না পাওয়া যাওয়ায় প্রকল্পের কাজ প্রথম ৫ (পাঁচ) বছর থেমে থাকে। পরবর্তীতে প্রকল্প প্রস্তাবনায় সংশোধন এনে পুরো প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সময় জমি অধিগ্রহণ জটিলতা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের চাহিদার প্রেক্ষিতে পাম্প হাউজের সাইট পরিবর্তন করে রহিমপুর পাম্প হাউজের নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে পাশ্ববর্তী দেশ ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর আপত্তির কারণে পাম্প হাউস নির্মাণে ধীর গতির কারনে প্রকল্প সময় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে শেষ পর্যন্ত পাম্প হাউস নির্মান সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের সুফল ঃ

- প্রকল্পটি বর্তমান বাস্তবায়িত অবস্থায় প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর এলাকাকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। পাম্প হাউস চালুর ফলে এই সুবিধা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।
- ৪০০০ হেক্টর এলাকা ইতোমধ্যে সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। রহিমপুর পাম্প হাউজ চালু হওয়াতে আরো অতিরিক্ত এলাকায় সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটবে তথা কৃষি উৎপাদন বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে।
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে দারিদ্রতা নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।
- প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা পাচ্ছে।
- মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

➢ বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০১-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬

প্রকল্প এলাকা ঃ বগুড়া

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৩৪.৭৪ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ২২৫.২৩ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ

প্রকল্পের সুফল ঃ

- বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীরে সারিয়াকান্দি উপজেলার কামালপুরে ২৮০০ মিটার এবং ধুনট উপজেলার বড়ইতলীতে ৭০০ মিটার ও পুকুরিয়ায় ২০০০ মিটার এবং ব্রহ্মপুত্র ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অংশ বিশেষ মিলিয়ে সর্বমোট ৬০০০ মিটার দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে।
- এর মাধ্যমে প্রায় ৮১২.৮৫ কোটি টাকা আর্থিক মূল্যমানের সম্পদ/সম্পত্তি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধের ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি ও মৎস্য চাষের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্রতা বিমোচন হয়েছে। এছাড়াও, পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস পেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে।

➢ নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬

প্রকল্প এলাকা ঃ নওগাঁ

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৮০.০৮ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ৭৬.৯১ কোটি টাকা

অবকাঠামো ঃ

জমি অধিগ্রহণ	০.৪৬৮	হেক্টর
বাঁধ	৬.৯৫৮	কিঃমিঃ
নদী তীর সংরক্ষণ	৭.৭৩৮	কিঃমিঃ
আউটলেট নির্মাণ	৯০	টি
সিড়ি ও ঘাট নির্মাণ	২০	টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- নওগাঁ শহর এলাকাকে বন্যা প্লাবন হতে রক্ষা করা হয়েছে।
- নওগাঁ শহরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হয়েছে।
- নওগাঁ শহর সংলগ্ন প্রকল্প এলাকা, নওগাঁ পোল্ডার-১ উপ-প্রকল্প তুলশীগঙ্গা বামতীর উপ-প্রকল্প ও রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কীমসমূহের ১৩০০ হেক্টর ফসলী জমি ছোট যমুনা নদীর ভাঙ্গন ও বন্যার হাত হতে রক্ষা করা হয়েছে।
- বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ নওগাঁ শহর এলাকা ও তৎসংলগ্ন প্রকল্প এলাকাসমূহে অর্থনৈতিক প্রকৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে।

➢ ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেস ব্যারেজ প্রজেক্ট

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৬

প্রকল্পের ধরণ ঃ সমীক্ষা প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৫.৫৭ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ৪৫.০৯ কোটি টাকা

মূল ব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্পের পটভূমি ঃ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সমন্বয়ে গঠিত ব-দ্বীপ এলাকায় বাংলাদেশ অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, যা সমগ্র দেশের মোট এলাকার ৩৭ শতাংশ, এই গঙ্গা নদীর পানির উপর নির্ভরশীল। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই অঞ্চলে (বৃহত্তর কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা এবং রাজশাহী জেলা) বসবাস করে। গঙ্গা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২২০০ কিঃমিঃ, যার মধ্যে বাংলাদেশ অংশ ২৪০ কিঃমিঃ। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে এবং সিল্ট পাসিং এর উদ্দেশ্যে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলি-ভাগীরথি নদীতে ৪০ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করার জন্য ১৯৭৫ সালে ভারত গঙ্গার উজানে ফারাক্কা নামক স্থানে ব্যারেজ চালু করে। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে ভাটিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গার প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি, মৎস্য চাষ, বন, নৌ-চলাচল, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত পানির ব্যবহার এবং বিভিন্ন শিল্পের প্রসার দারুণভাবে ব্যাহত হয়। গঙ্গার পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়াতে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে।



গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রস্তাবিত বোট পাস



ব্যারেজ সংলগ্ন প্রস্তাবিত হাইড্রোপাওয়ার প্ল্যান্ট

বিগত (১৯৯৬-২০০০) বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ত্রিশ বছর মেয়াদী একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে প্রাপ্ত গঙ্গার পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বৃহত্তর জেলাসমূহ যথা রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের ব্যাপক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষান্তে রাজবাড়ী জেলার পাংশাতে মূল ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূল প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ ঃ

- ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাপ্ত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করে, গঙ্গা নির্ভর নদ-নদীসমূহের এবং প্রকল্প এলাকায় লবণাক্ততার মাত্রা কমানো ও Saline front কে ভাটির (সমুদ্রের) দিকে ঠেলে দেয়া;
- সুন্দরবনের বনজ সম্পদ ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা;
- এলাকার বিশেষতঃ মিঠা পানির মৎস সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রসার;
- উপকূলীয় নদীগুলির তলদেশে পলি ভরাট হ্রাস;
- এলাকার নদ-নদীগুলির তীর ভাঙ্গন হ্রাস;
- সুপেয় পানি সরবরাহ বৃদ্ধি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ হ্রাস;
- গঙ্গা নির্ভর এলাকার প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যতা সৃষ্টি ও অক্ষুন্ন রাখা;
- উপকূলীয় অঞ্চলে পোল্ডারসমূহে ব্যাপক জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন;
- গঙ্গা নির্ভর নদ-নদীগুলোর প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধি;
- জলবিদ্যুৎ উৎপাদন;

- গঙ্গা ব্যারেজের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন স্থাপন;
- শিল্প প্রসারের ভিত্তি রচনা;
- সড়ক সংযোগের মাধ্যমে দেশের পশ্চিম অংশে উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের সরাসরি ও দ্রুত যোগাযোগ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সেবা খাতসমূহের উন্নয়ন; এবং বৃহত্তম জেলা কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা ও রাজশাহী জেলার ৪.৬৯ মিলিয়ন হেক্টর গ্রস এলাকা এবং ২.৮৪ মিলিয়ন নেট এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করে গঙ্গা নির্ভর এলাকায় বসবাসরত দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জন্য জীবন জীবিকার প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

মূল প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল ঃ

প্রস্তাবিত মূল ব্যারেজটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হতে ৮২ কিঃমিঃ ভাটিতে এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ/পাকশী ব্রিজ ও রুপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প হতে ৫২ কিঃমিঃ ভাটিতে অবস্থিত। বাংলাদেশে গঙ্গার পানি নির্ভর এলাকা ৪৬,০০০ বর্গ কিঃমিঃ গ্রস উপকৃত এলাকা ৫১.৮৮ লক্ষ হেক্টর, চাষযোগ্য এলাকা ২৮.৭৭ লক্ষ হেক্টর ও সেচযোগ্য এলাকা ১৯ লক্ষ হেক্টর)। গঙ্গা ব্যারেজ ২৯০০ মিলিয়ন ঘন মিটার পানি ধারণযোগ্য একটি বিশাল জলাধার সৃষ্টি করবে। জলাধারটি পাংশা থেকে পাংখা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে-যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৫ কিঃমিঃ। গঙ্গা-নির্ভর এলাকায় ১২৩টি আঞ্চলিক নদীতে পানি পৌঁছে দেয়া হবে। জলাধারের পানি প্রকল্প এলাকায় সারা বৎসর সেচ, ইলিশ সহ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (১১৩ মেগাওয়াট), নৌ-পরিবহণ, লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন এবং প্রকল্প এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার সহ সুন্দর বনের জীববৈচিত্র্য ও বনজ সম্পদ রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হবে।

সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম ঃ

সমীক্ষার আলোকে ব্যারেজ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের বিস্তারিত নকশা তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

- ব্যারেজ নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে প্রকল্পের জন্য প্রায় ৩১,৪১৪ কোটি টাকার একটি প্রিলিমিনারী ডিপিপি (পিডিপিপি) ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তার আওতায় গত ২০-০৮-২০১৫ তারিখে PowerConstruction Corporation of China (POWER CHINA) এর সাথে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২ (দুই) বছর মেয়াদী একখানা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কার্যক্রম

২০০৯-১০ অর্থ-বছর হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির অনুকূলে প্রকল্পের সংখ্যা মোট ৫০টি। এর মধ্যে প্রকল্প অনুমোদন ও অন্যান্য অর্থায়নে কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা মোট ৩৪টি (পরিশিষ্ট-২)। জুন/২০১৬ পর্যন্ত ২২ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩ টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১৫ টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২)।

সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ **পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খানন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বাপাউবো অংশ) (২য় সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭ (সম্ভাব্য সমাপ্তিকাল ঃ ৩০-০৬-২০১৮)
প্রকল্প এলাকা ঃ পাবনা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩৯৪.১৯ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৪০.০৭%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকার মোট ৪৫,৭০০ হেক্টর জমির মধ্যে সুজানগর উপজেলায় রয়েছে প্রায় ২৭,০০০ হেক্টর আয়তনের বিশাল গাজনার বিল। উক্ত বিলের সম্পূর্ণ জমি চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যে বাদাই নদী ও এর শাখা খাল সমূহ পুনঃখনন করে প্রথমতঃ নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, দ্বিতীয়তঃ শাখা খাল সমূহে পানি নিয়ন্ত্রণ/নিস্কাশন অবকাঠামো নির্মাণসহ তালিমনগর নামক স্থানে একটি পাম্প হাউজ নির্মাণ করে ১৭,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় এনে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- প্রকল্প এলাকার কৃষিপন্যের সহজতর পরিবহনের লক্ষ্যে সাব-মার্জিবল রাস্তা নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- ছোট ছোট বিল, নদী ও শাখা খালে মাছের চাষ বৃদ্ধি করাসহ অভায়শ্রম তৈরী করে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্প এলাকার প্রাণী সম্পদের উন্নয়ন করা, সামাজিক বনায়ন বৃদ্ধি করা, পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করাও প্রকল্পটির উদ্দেশ্য।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

তালিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ	১	টি	(আংশিক ৩৪.২৪%)
শাখা খাল পুনঃখনন	২০.০০	কিঃমিঃ	(আংশিক ৫০%)
পাম্প স্টেশনের জন্য পাম্পের সরবরাহ গ্রহণ	৮	টি	

নদী শাসনে চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম

পানি সম্পদ উন্নয়নে মূলতঃ ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবহার অপরিহার্য। পানি প্রাপ্যতার নিরিখে বছরব্যাপী পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পানির প্রবাহ বজায় রাখা ও পানি সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীই একমাত্র আধার। পানি সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্তে পানির সংরক্ষণ, সুষ্ঠু বিতরণ ও নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য। নদী ভাঙ্গন ও নদীর তলদেশে পলিভরণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে এক প্রকট সমস্যা। এর প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী। এ যাবৎ বাপাউবো নদী শাসনের নিমিত্তে নদী ভাঙ্গনরোধে শুধুমাত্র তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। কিন্তু তাতে নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদে ক্ষমতাসীন থাকাকালীন এবং বর্তমান মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে নদী শাসন প্রক্রিয়ায় নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতঃ নদীভাঙ্গন ও পলিভরণ রোধকল্পে নদী শাসনে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে একদিকে যেমন নদী শাসনে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাবে। অপরদিকে ড্রেজিংয়ের ফলে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশনের মাধ্যমে বন্যার দুর্ভোগ হ্রাস পাবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে সকল নতুন অনুমোদিত বা গৃহীতব্য নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পে প্রতিরক্ষা কাজের পাশাপাশি প্রবাহিত নদীতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ড্রেজিং কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এসেছে।

➢ বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৪-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০২০
প্রকল্প এলাকা ঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১১২৫.৫৯ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১৩.৮৬%




বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ড্রেজিং কার্য্যক্রম, টাঙ্গাইল

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- শুষ্ক মৌসুমে বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পানির গুনগতমান বৃদ্ধি;
- বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীতে সারা বছরব্যাপী নৌযান চলাচলের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় গভীরতা নিশ্চিত করা;
- সেচ ও মৎস্য উন্নয়ন;
- সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী ড্রেজিং	৪.০০ কিঃমিঃ
রক্ষণাবেক্ষন ড্রেজিং	১৬.০০ কিঃমিঃ

➢ বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১০ হতে ৩১-১২-২০১৬
প্রকল্প এলাকা ঃ সমগ্র বাংলাদেশ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১২৫৩.৫৩ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৪৫.৮৯%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অগ্রাধিকার প্রদত্ত নদী ড্রেজিং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে বাপাউবো'র ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়।

৬৫০ মিলি মিটার (২৬ ইঞ্চি) কাটার সাকশন বিশিষ্ট ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৭ সেট
৫০০ মিলি মিটার (২০ ইঞ্চি) কাটার সাকশন বিশিষ্ট ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৪ সেট
২৫০ মিলি মিটার (১০ ইঞ্চি) কাটার সাকশন বিশিষ্ট ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	১০ সেট
এক্সকাভেটর ক্রয়	১৮ টি
টাগবোট ক্রয় (১০০০ হর্স পাওয়ার- ৩টি, ৬০০ হর্স পাওয়ার- ৩টি, ৪৫০ হর্স পাওয়ার-৬টি)	১২ টি
ক্রেন ক্রয়	৬ টি
স্পীড বোট ক্রয়	২ টি
ফর্ক লিফট	৩ টি

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি (২৬ ইঞ্চি কাটার সাকশন বিশিষ্ট ড্রেজার)	৩ টি

জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮
প্রকল্প এলাকা ঃ খুলনা ও নড়াইল
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৮১.৯০ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৩৩.২৯%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য মিঠা পানির জলাধার নির্মাণ;
- এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণসহ নদীর নাব্যতা বজায় রাখা;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- লোনা পানির অনুপ্রবেশ রোধ করণ।





ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে চিত্রা নদীর ড্রেজিং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী চিত্র

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ	১.৭০ কিঃমিঃ (আংশিক ৬৩%)
চিত্রা নদী খনন	৪.১৫ কিঃমিঃ (আংশিক ৪৫%)
আঠানোবাকি নদী পুনঃখনন	৪৯.২৫ কিঃমিঃ (আংশিক ২৭%)
খাল খনন	২২.০০ কিঃমিঃ
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১ টি (পূর্ণ),
	২ টি (আংশিক ৮৫%),
	১ টি (আংশিক ২৫%)

জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮
দাতা সংস্থা ঃ রাজকীয় নেদারল্যান্ডস সরকার
প্রকল্প এলাকা ঃ খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা ও পটুয়াখালী
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫৬৩.৪৯ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ২৮.২৫%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ জনগণের দারিদ্রতা দূরীকরনের লক্ষ্যে আরো দক্ষ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও পোল্ডার সমূহে ফসল, মাছ ও গবাদী পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করে সার্বিক উন্নয়ন সাধন।

- পোল্ডার সমূহের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সৃষ্টি ও সমবায় কর্মসূচীর মাধ্যমে জীবন-জীবিকার উন্নয়নের সহায়তা প্রদান। উপকূলীয় এলাকায় বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- উৎপাদন খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে (কৃষি, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য) এবং প্রতিটি পোল্ডারের Business Development Plan প্রণয়ন ও এর ভিত্তিতে কৃষকের আয় বর্ধন এবং জীবিকা সুসংহত করণ।
- পরিবেশগত উন্নয়ন এবং পানীয় জল, জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

অবকাঠামোগত ঃ

Water Management Group (WMG)গঠনের সংখ্যা	৮১ টি
Water Management Association (WMA) গঠনের সংখ্যা	৮৮ টি
Water Management Association (WMA) নিবন্ধন	৮ টি
Farmer's Field School (FFS)	১৭৬ টি

কাঠামোগত ঃ

বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ৩৮.০০	কিঃমিঃ (পূর্ণ),	১১.০০	কিঃমিঃ	(আংশিক ৮৫%)
নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	১৫.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ),	৭.৫০	কিঃমিঃ	(আংশিক ৯৬%)
নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ		২	টি	(আংশিক ৫৫%)
নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত	৯৮ টি (পূর্ণ),	৬৫	টি	(আংশিক ৮০%)

উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশরোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধারে প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (বাপাউবা অংশ) (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৬ (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল ঃ ৩১-১২-২০১৮)
দাতা সংস্থা ঃ IFAD
প্রকল্প এলাকা ঃ নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৭৮.৭৪ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৪.২৬%



চর উন্নয়ন ও বসতি প্রকল্পে রেগুলেটর লেআউট কাজ



চর উন্নয়ন ও বসতি প্রকল্পে স্লুইচ নির্মাণ কাজ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সিডিএসপি-৪ এ প্রস্তাবিত কর্মসূচীসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন;
- উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত ও জ্ঞান সংগ্রহ করা ও ব্যাপ্তি ঘটানো (disseminate); এবং
- টেকসই পদ্ধতিতে উপকূলীয় চর এলাকার দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরি ভাবে উন্নয়ন সাধন করা।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

বাঁধ নির্মাণ	৬.১৯৭	কিঃমিঃ			
বাঁধ মেরামত	১.৫০৫	কিঃমিঃ (পূর্ণ),	১.৯২০	কিঃমিঃ	(আংশিক)
স্লোজার নির্মাণ	১	টি			
নিষ্কাশন খাল খনন	১৫.৭১৯	কিঃমিঃ (পূর্ণ),	৭০.৮০০	কিঃমিঃ	(আংশিক)
নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	৫.১৩৩	কিঃমিঃ (পূর্ণ),	২.১৮৫	কিঃমিঃ	(আংশিক)
নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ			১	টি	(আংশিক)
নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত			৫	টি	(আংশিক)

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নে প্রকল্প/কার্যক্রম

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ সকল এলাকায় ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সহ ৭টি জেলার ছোট বড় মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে। হাওর সসার আকৃতির নীচু ভূমি। এই অঞ্চলের প্রায় ২৫% ভাগ এলাকা এ সকল হাওড়ের অন্তর্ভূক্ত। হাওড় এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর। বিভিন্ন ধরনের ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো প্রতিবছর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ফলে হাওড় এলাকার প্রায় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর জমির একমাত্র বোরো ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে হাওর এলাকাতে বাস্তবায়নাধীন ৩টি প্রকল্প- ক) হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয়-৭০৪.০৭ কোটি টাকা), খ) "কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয়-৬৩৩.৭২ কোটি টাকা) এবং গ) হাওর বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প ব্যয় ৯৯৩৩৭.৭২ কোটি টাকা) আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্প তিনটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হলে হাওর অঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

➢ কালনী কুশিয়ার নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৪-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬ (সমাপ্তিকাল ঃ ৩০-০৬-২০২০)
প্রকল্প এলাকা ঃ কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬৩৩.৭২ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ১৭.২০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- কালনী-কুশিয়ার নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা।
- নদীর দীর্ঘমেয়াদী সুস্থিত অবস্থার (Stability) উন্নতিসাধন এব উন্নয়নের জন্য সুস্থিত পরিবেশ তৈরীকরণ।
- প্রাক মৌসুমী বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ষা উত্তর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির ক্ষতি কমানো।
- ভূমিহীন ১,২৫০ পরিবারের জন্য বন্যামুক্ত নতুন নিরাপদ গ্রাম গড়ে তোলা।
- শুষ্ক মৌসুমে কালনী-কুশিয়ারা নদীতে নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়।
- অর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ এলাকার নিরাপত্তা ও জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- নদী ভাঙ্গনের ফলে উদ্ভুত পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরপ প্রভাব রোধকরন।
- দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরন।





কালনী কুশিয়ার নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে ড্রেজিং কার্য্যক্রম পরিদর্শন

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

জমি অধিগ্রহণ	১০৬.২৮	হেক্টর
ইছাপুর লুপকাট খনন	২.৭৯	কিঃমিঃ (৪০ মিটার বেডপ্রস্থে)
কাটাখাল স্লোজার নির্মাণ	১	টি
কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	৬	টি (আংশিক ৪৫%)

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প/কার্যক্রম

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও কতিপয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

➢ উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (সিইআইপি-১)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২০

প্রকল্প এলাকা ঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৩২৮০.০০ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৫.২৮%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- উপকুলীয় অঞ্চলের পোল্ডার সমূহকে সামগ্রীকভাবে পুনর্বাসন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জন করা
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শস্য, প্রাণিসম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস;
- ঘূর্ণিঝড় ও সাইক্লোনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় Recovery time কমিয়ে আনা;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সময় সৃষ্ঠ জলোচ্ছাস প্রতিরোধ করা ক্ষমতা উপযোগী বাঁধ উচুকরণের মাধ্যমে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশ রোধের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি; ও
- জরুরী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

জমি অধিগ্রহণ	২.৩০	হেক্টর
বাঁধ নির্মাণ	০.৭৫	কিঃমিঃ (আংশিক)
বাঁধ পুনঃনির্মাণ	১.৫০১	কিঃমিঃ (আংশিক)

➢ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এতে ঘন ঘন ঘুর্নিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটছে, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্র ও নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজণিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষায় এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৬ টি প্রকল্প চুড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৪০.৯২ কোটি টাকা। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকুলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার নির্মাণ, পুরাতন পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন, ভুমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষন, খাল খনন ইত্যাদি।

বাপাউবোতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অনুমোদিত ১৩৬ টি প্রকল্পের মধ্যে জুন'২০১৬ পর্যন্ত

- মোট ২৭২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে ;
- মোট ৭৮২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯২ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন বর্তমানে চলমান আছে;

এছাড়া বৈদেশিত অর্থায়নে গঠিত 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেন্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড' (BCCRF) এর আওতায় বাপাউবোতে একটি সমীক্ষা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

দনদী শাসনের মাধ্যমে তীর সংরক্ষণে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৪-২০১৪ হতে ৩১-১২-২০১৮
প্রকল্প এলাকা ঃ টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ও পাবনা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৮২৮.৫৬ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ২৪.৩৩%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- নদী ভাঙ্গনপ্রবন এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন;
- বন্যা এবং নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে বন্যা এবং নদী তীর ভাঙ্গনের ঝুঁকি সহনীয় পর্যায়ে উন্নতিকরণ;
- বেশী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

জমি অধিগ্রহণ	১০৭.০০	হেক্টর (আংশিক-৭০%)
	(৯৫.১৯	হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে)
নদী তীর সংরক্ষণ	৮.৮০	কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৮.৪০ কিঃমিঃ (আংশিক)

➢ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭
প্রকল্প এলাকা ঃ চাপাইনবাবগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৭৪.১৮ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৪১.৫১%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- পদ্মা নদীতে ড্রেজিং এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন আলাতুলী এলাকা রক্ষা করা।
- এছাড়া সরকারী এবং বেসরকারী স্থাপনা রক্ষা করে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা
- নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করে পরিবেশের ভারসাম্য করা।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার শাহজাহানপুর, আলাতুলী, দেবীনগর ও তদসংলগ্ন এলাকার মূল্যবান স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ (সরকারী/বেসরকারী) রক্ষা পাবে যার আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ৫৪৮৯৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ	০.৯০	কিঃমিঃ (পূর্ণ),	৫.৩২ কিঃমিঃ (আংশিক)

ঞ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনে গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম

➢ পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ ০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৬ (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল ঃ ৩০-০৬-২০১৭)
প্রকল্প এলাকা ঃ গোপালগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১২২.১৩ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৭৩.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ;
- লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ;
- সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;
- বন্যা মৌসুমে পানির গভীরতা হ্রাসের মাধ্যমে টি আমন উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- কুমার দনদী, বলুগ্রাম তেতুলিয়া খাল, তালতলা হাতিয়াড়া খাল সহ অন্যান্য খাল পুনঃ খননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নিষ্কাষণ ও সেচ সুবিধা প্রদান;
- এমবিআর চ্যানেলের ভাংগন প্রবণ এলাকায় নদী তীর র্সরক্ষণ মূলক কাজ বাস্তবায়নের ফলে জনগণের বসতবাড়ী , কৃষি জমিসহ সরকারী বেসরকারী সম্পদ রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও প্রাক-বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানি প্রবেশ রোধের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বরো ধান নিশ্চিত করা;
- পোল্ডারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ দ্বারা সারা বৎসর বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;
- মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে চান্দার বিলের মত অন্যান্য বিলের উন্নয়ন করা।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী/খাল পুনঃখনন ১৫২.৫৩কিঃমিঃ (আংশিক-৯০%)

নদী তীর সংরক্ষণ	২.৩৫	কিঃমিঃ (পূর্ণ),	০.৭০০	কিঃমিঃ (আংশিক ৮১%)
সাবমার্জিবল বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	১০.৫০	কিঃমিঃ (আংশিক-৯৮%)		
এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ	৭.৫০	কিঃমিঃ		
বিদ্যমান অবকাঠামোর পুনর্বাসন	১০	টি		

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➢ কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮
প্রকল্প এলাকা ঃ কক্সবাজার
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৫৯.৭৬ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বঙ্গোপসাগরের উচ্চ জোয়ার, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস এবং উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা ও ঢেউয়ের কারণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ কক্সবাজার জেলার অর্ন্তগত পোল্ডার নং- ৬৪/২বি, ৬৬/১, ৬৫, ৬৭/বি, ৬৯ (নর্থ/ইষ্ট), ৭০ এবং ৭১ সমূহের বেড়ী বাঁধ সমূহ পুর্নবাসন করা।
- ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ী বাঁধ সমূহকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে পোল্ডার সমূহের কাঙ্খিত সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

- মাতামুহুরী নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য (চর) ড্রেজিং করা।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

বাঁধ পুনঃনির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ	৩১.৭০ কিঃমিঃ (আংশিক ১২%)
ঢাল সংরক্ষণসহ বাঁধ নির্মাণ ও বিদ্যমান বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ	৩.৩৪ কিঃমিঃ (আংশিক ৩%)

➢ কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পাশ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮

প্রকল্প এলাকা ঃ কুষ্টিয়া

প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৮০.৬৮ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ০.৭০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে পদ্মা ডান তীরে ৩৭২০ মিটার দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।
- প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল শিলাইদহ উপজেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে নিরাপদ রাখা। এর মাধ্যমে উক্ত এলাকায় বিশাল পরিমাণে আবাদী জমি ও মূল্যবান স্থাপনাসমূহকে সুরক্ষা প্রদান করা।
- প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে প্রায় ৬৭৫১৭.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের স্থাবর-অস্থাবর সরকারী-বেসরকারী সম্পত্তি নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা পাবে।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

প্রকল্পটির আওতায় ৩.৭২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি দরপত্র পদ্ধতি (ডিপিএম) পদ্ধতিতে বাংলাদে সেনাবাহিনী পরিচালিত সংস্থা বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিঃ (বিডিপিএল) এর ক্রয় প্রস্তাবনা অতি সম্প্রতি সিসিজিপি অনুমোদন লাভ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর হতে প্রকল্পটি ভৌত কাজের বাস্তবায়ন আরম্ভ হবে।

➢ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২

দাতা সংস্থা ঃ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)

প্রকল্প এলাকা ঃ ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাগুড়া, গোপালগঞ্জ

প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৮২.১০ কোটি টাকা

বাস্তব অগ্রগতি ঃ ০.১৮%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সুবিধাভোগিদের সংগঠিত করে Water Management Group (WMG), Water Management Association (WMA) শীর্ষক সংগঠন তৈরী;
- প্রশিক্ষনের মাধ্যমে WMA/WMG সমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি;
- হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত এলাকায় অংশিদারীত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশিদারীত্ব (Participation) বৃদ্ধি ও আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; এবং
- প্রকল্প পূণর্বাসন পরবর্তীতে এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সুবিধাভোগিদের সংগঠন, WMAএর হাতে ন্যস্ত করে সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

- প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- মাঠকর্মী (CF, SF & WMO Monitor) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে Supporting জনবল নিয়োগ চলমান আছে।

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খস্ড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) এবং mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources)বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান রূপকল্প, উদ্দেশ্য, দেশের বর্তমান পানি নীতি ও কৌশল, প্ল্যান(National Water Policy (NWP) (1999), BWDB Act (2000), National Water Management Plan (NWMP) (2004), Coastal Zone Policy (2005), Coastal Zone Strategy (2006), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (2009), Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021), National Sustainable Development Strategy (2010-21), Sixth Five-Year Plan (2011-15) ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলোর শ্রেণীবিভক্ত করে (সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) একটি অগ্রাধিকার তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন র‍্যাংকিং-এ বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার র‍্যাংকিং-১ অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমসমূহ আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে র‍্যাংকিং-২ ও ৩ এর আওতার কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমসমূহ সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করে তালিকা হালনাগাদ করা যেতে পারে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা নেই অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে সেগুলো বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে নতুন করে সমীক্ষা করা যেতে পারে।

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	র‍্যাংকিং
ক	**সেচ প্রকল্প**	
ক.১	**নতুন প্রকল্প**	
১	Kurigram Irrigation Project (North Unit)	১
২	Kurigram Irrigation Project (South Unit)	১
৩	North Rajshahi Irrigation Project	১
৪	Irrigation Projects in Eastern hill	২
ক.২	**পুনর্বাসন প্রকল্প**	
৫	Karnafuli Irrigation Project (Halda & Irrigation Unit)	১
৬	Fatikchari FCDI Project	১
৭	Dhurang Irrigation Project	১
৮	Mandakini Irrigation Project	১
৯	Nishchintapur Irrigation Project	১
১০	Halda Irrigation Project	১
১১	Boalkhali Irrigation Project	২
খ	**সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প**	
১২	Ganges Barrage Project	১
১৩	Integrated Water Resources Management in Chalan Bill area including Bill Halti Development Project	২
১৪	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin	১
১৫	Feasibility Study and Detailed Design of Brahmaputra Barrage	২

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	র‍্যাংকিং
১৬	Brahmaputra Barrage Project	২
১৭	Feasibility Study and Detailed Design of Meghna Barrage	৩
১৮	Meghna Barrage Project	৩
১৯	Dharla Barrage and ancillary works	২
২০	Dudhkumar Barrage and ancillary works	৩
২১	Mahananda Barrage and ancillary works	৩
২২	Kangsa Barrage and ancillary works	৩
২৩	Kushiyara Barrage and ancillary works	৩
২৪	Khowai River Barrage and ancillary works	৩
২৫	Dhaka Coordinated Flood Control Embankment-cum-Easter Bypass	১
২৬	Old Brahmaputra Integrated River Management Project	১
২৭	Basin wise Integrated Water Resource Assesment in Major Rivers	২
২৮	Drainage Improvement and Sustainable Water Management of the Bhairab River Basin (February, 2016- June 2021)	১
২৯	Flood Control & Drainage Improvement Project for Removal of Drainage Congestion in Noakhali Area	১
৩০	Conservation of Sweet Water in the Canals for Irrigation in Coastal Polders in Barguna District by Re- excavation of Canals & Maintenance of Reguletors	
৩১	Development Study on formulating Master Plan for Promoting Integrated Water and Natural Resource Management and improving Disaster Resilience in Greater Chittagong area	১
গ	**জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও বাস্তু পুনরুদ্ধার (Ecosystem Restoration) প্রকল্প**	
৩২	Bhairab River Restoration Project	২
৩৩	Ghaghot River Restoration Project	২
৩৪	Nabaganga River Restoration Project	২
৩৫	Restoration of four rivers around Dhaka city	১
৩৬	Restoration of Dhaleshwari River (New)	১
৩৭	Hisna River Restoration Project	২
৩৮	Mathabhanga River Restoration Project	২
৩৯	Arial khan River Restoration Project	৩
৪০	Lower Boral River Restoration Project	২
৪১	Up gradation and Modernization of National Hydrological services in Bangladesh for integrated water resources management in the context of climate changes	১
৪২	Impact of Climate Change on Groundwater Resources of Bangladesh	২
ঘ	**ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন প্রকল্প**	
৪৩	Urirchar - Noakhali Cross Dam Project	১
৪৪	Hatiya– Dhamarchar-Nijhumdwip Integrated Development Project	২
৪৫	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project	২
৪৬	Sandwip Jahaizar char cross dam project	৩
৪৭	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	১
৪৮	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project	৩
ঙ	**নদী তীর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প**	
৪৯	Preparation of Master Plan for River Dreadging	১
৫০	Stabilization of Brahmaputra Left and Right Embankment	১
৫১	Stabilization of Left & Right Bank of Padma River	২
৫২	Stabilization of Left & Right Bank of Lower Meghna River	২
৫৩	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	১
৫৪	Re-excavation of Madaripur Beel Route	৩
৫৫	Re-excavation of Kumar River	২
৫৬	Re-excavation of Lower Kangsha (Ghulamkhali & Updakhali) River	৩
৫৭	Re-excavation of Bhogai River	৩
৫৮	Re-excavation of Modhumati River	৩
৫৯	River /Channel / Char Dredging Projects in Bangladesh	২
৬০	Bank Protective work of Sangu River, Dalu, Tankabati, Hungar, Katakhali, Haad and Sukchari Khal in Satkania and Lohagara upazila in Chittagong District	১

৬১	River Bank Protection Work for Protection of Tajumuddin Upazila Sadar in Bhola District from the erosion of the Meghna River	১
চ	**উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের উন্নয়ন**	
৬২	Rehabilitation of Polder 59/3C Noakhali	১
৬৩	Rehabilitation of Polder 63/1A Anowara and 63/1B Anowara & Patiaya)	১
৬৪	Rehabilitation of Polder 64 Banshkhali	১
৬৫	Rehabilitation of Polder 64/2A Banshkhali	১
৬৬	Imprvement of Polder 65 Cox's Bazar	২
৬৭	Rehabilitation of Polder 66 Cox's Bazar	২
৬৮	Rehabilitation of Polder 67 Teknaf	২
৬৯	Rehabilitation of Polder 61/1 Sitakundu	১
৭০	Rehabilitation of Polder 61/2 Miresarai	১
৭১	Rehabilitation of Polder 72 Sandwip	১
৭২	Rehabilitation of Polder 62 Patenga	
৭৩	Disaster Risk reduction enhencement project	১
৭৪	Improvement of Water Management Infrastructure of Damaged Polders under Chittagong-Cox's Bazar District Project	১
ছ	**হাওর উন্নয়ন প্রকল্প**	
৭৫	Pre-monsoon Flood Protection and Drainage Rehabilitation in Haor Areas	১
৭৬	Flood Management in Haor Areas	১
৭৭	Village Protection Against Wave Action in Haor Areas	১
জ	**অন্যান্য প্রকল্প**	
৭৮	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	১
৭৯	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	১
৮০	Development of consiolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes	১
৮১	Strengthening Hydrological Monitoring and Forecasting and Institutional Capacity	১
৮২	Impact study of the interventions of transboundary river system	১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম

২০১৫-২০১৬ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

২০১৫-১৬ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ২৩.১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৪২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১৬, পর্যন্ত ২২.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল আবাদ ও ৯.৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃ	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৮	১৫৬৮৪৩	১০৮৬২১	৩৩৪২৫০	৩৩২৪৫৬	২০২৬৪৭	১৫৭১২৭	১০০৮১৩	৯৪৩১৯
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৯	১৫৮২৫২	১০১৩৪১	২৫৮৪৫৮	২৫৯৩৯০	১৬৩৬৫৮	১৫০২১২	৮৮৬০১	৭৮৫১৯
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৬	১৩৩০১৮	১০২৬২৭	২৭২৭৫৬	২৪৯৬৯১	৯৭৫৬৩	৮২৬০৫	৫৯৩৯৮	৫৯৬০৩
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪	১৫৩৪৩৫	১০৪৪৩৭	২৯৮৭৫৭	২৯৩৪২০	১৮১৯৩৫	১৭৭৫২৬	১০৪০৭০	১০৩২১১
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৬	৪৯৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৮১৮৪০	৪৮২২৪৫	১০২৫৫৫	১০৩৪৪০	৮২৪৫৫	৮৩৭৪০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫০	২৪২৪৯৮	১৭১৪২৭	৩৫২৫৮০	৩৫২১৫৪	১৭১০৩৫	১৭১৩৪১	১৬৮৮৬৫	১৬৯১৪৬
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৬	১৪২৭৯৮	৬৩৯৯৪	১৬৫৮৮৪	১৪১৩৯২	৭৯১০২	৬৫০৮৪	৫৪৮৭২	৪৪৯৯৫

ক্রঃ	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
৮।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট	১	২২৬৭২	১২১৪৬	৩১৬৭৮	৩১৬২৮	১০৫৫০	১০৫৫০	১০৫৫০	১০৫৫০
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১৭	৬৯৯৪৪	৪৩৭০৮	১১৪৮৬৫	১১০৬৬৫	৩৩৫৮৫	৩১৭০৮	৩৩৫৮৫	৩১৭০৮
	সর্বমোট	**১১৭**	**১৫৭২৪৭১**	**৮৬২৯৬৫**	**২৩১১০৬৮**	**২২৫৩০৪১**	**১০৪২৬৩০**	**৯৪৯৫৯৩**	**৭০৩২০৯**	**৬৭৫৭৯১**

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে (১) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প (২) চাঁদপুর সেচ প্রকল্প (৩) সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প (৪) মুহুরী সেচ প্রকল্প (৫) কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (৬) হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প (৭) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৮) তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৯) এন এন আই প্রকল্প (১০) জিকে সেচ প্রকল্পসমূহ সেচ সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া বুড়ি তিস্তা প্রকল্প সেচ সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হলেও কোর্টে মামলা থাকায় এবং টাংগন বাঁধ প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির অভ্যন্তরীন কলহের কারণে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা সম্ভব হয়নি । বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০১৬ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
			১৪-১৫	১৫-১৬	১৪-১৫	১৫-১৬	জুন,১৫ মাসের আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৬+৭)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৪৫.২৩০	২০.০০০	১২.১১০	৪.৫২০	২.২০০	১৬.৬৩০
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০০	৫.০০০	৪.৮৯০	৩.৮৫০	০.৪৮২	৮.৭৪০
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৬৮	০.২২২	০.২১৭	০.৭৫৬	০	০.৯৭৩
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	৩.০০০	৩.০০০	০.৭০০	০	০	০.৭০০
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	২.৭০০	২.৩০০	২.০০৭	১.৩৫০	০.৭৬০	৩.৩৫৭
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.০৫০	০.০০০	০.০০০	০.০৫০
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	১১.১৭০	১৫.৫৫০	২.৬৯০	০.৩২০	০.১২০	৩.০১০
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম)	২১.২৩০	১৬.২০০	১৩.৪০০	১০.১৯৫	০.১০০	২৩.৫৯৫
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প[১]	০	০	০	০	০	০
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প[২]	০	০	১.১৭৩	০	০	১.১৭৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	৮.০০২	৭.৮৯১	০.৮০৩	০.৩২৯	০.৩৪৬	১.১৩২
৬।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	২২.০০০	২৫.৮৫০	১০.৫৪০	৬.০৭০	১.১৯০	১৬.৬১০
	মোট		**১১৮.৮৫০**	**৯৬.২৬৩**	**৪৮.৫৮০**	**২৭.৩৯০**	**৫.১৯৮**	**৭৫.৯৭০**

১. প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির অভ্যন্তরীন কলহের কারণে সেচ সার্ভিস চার্জ এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা সম্ভব হয়নি
২. প্রকল্প এলাকায় মামলা থাকায় উক্ত কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত ২০১৪-২০১৫ সালের মোট সার্ভিস চার্জ লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাপ্তি এবং বর্তমান বছরের (২০১৫-২০১৬) সেচ সার্ভিস চার্জ লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়ের অগ্রগতি জুন/২০১৬ মাস পর্যন্ত নিম্নরূপঃ

২০১৪-১৫ সালে		২০১৫-১৬ সালে	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
১১৮.৮৫০	৪৮.৫৮০	৯৬.২৬৩	২৭.৩৯০

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী. পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে ৪০ বৎসরের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সমুহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সমুহ সংগ্রহ করছে।

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৪৩	দিনে ৫ বার
২.	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১১৮	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ	১৮	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	১০০	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৫.	পলি প্রবাহ	২৬	সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত	২৬৯	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া	৩	দৈনিক
৮.	বাষ্পায়ন	৩৯	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৫২	বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১৯৩৮	সাপ্তাহিক
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০	দৈনিক
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে)	৭৫০	বাৎসরিক
১৩.	এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য	৩১৭	
১৪.	বোরহোল লিথলজি	১১৬৬	

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় ০৪টি বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের মধ্যে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় ৪টি পরিমাপ বিভাগ অবস্থিত। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা অফিস রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের এই দপ্তরগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৬০টি নদীতে ৩৪৩টি পানি সমতল গেজ স্টেশন, ১১২টি নদীতে প্রবাহ পরিমাপ স্টেশন, ১১৮টি টাইডাল ও নন টাইডাল, ২৬টি পলি প্রবাহ পরিমাপ, ১৮টি স্টেশনে ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ, ২৬৯টি বারিপাত, ৩৯টি বাস্পায়ন এবং ৩টি আবহাওয়াতত্ত্ব স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ ছাড়া গঙ্গা সমীক্ষা জরীপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি স্টেশনে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস জোয়ার ভাটা প্রবাহ পরিমাপ এবং ১০০টি স্টেশনে লবণাক্ততা মনিটরিংসহ অন্যান্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদানুযায়ী গংগা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারী হতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথ প্রবাহ পরিমাপ গ্রহণ করা হয়। ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে ৪৮টি নদীতে ৭৩টি পয়েন্টে প্রবাহ পরিমাপ করা হয় এবং বাকী ৯টি নদী হাইড্রোলজিক্যাল নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে থাকায় প্রবাহ পরিমাপ গ্রহণ করা হয় না।

অত্র দপ্তরের আওতাধীন মোট ১৪৪টি স্টেশনের পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ৯০টি পানি সমতল স্টেশনে সকাল ০৬০০ ঘটিকায় এবং ৫৯টি বারিপাত স্টেশনে সকাল ০৬০০ ঘটিকা পর্যন্ত প্রতিদিনের বারিপাত টেলিফোন/মোবাইল/বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে বন্যা তথ্য কেন্দ্র, ওয়াপদা ভবন ঢাকায় প্রতিদিন সকাল ০৯০০ ঘটিকার মধ্যে প্রেরণ করতে হয়। মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং গেজ পাঠককে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া অছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিধায় সঠিকভাবে বন্যা তথ্য কেন্দ্রে উপাত্ত প্রেরণ করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটর করতে হয়।

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

ডেটা সেন্টার/ হাইড্রোলোজিক্যাল নেটওর্য়াক স্থাপন ঃ

ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, দ্বিতীয় তলা, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকায় একটি অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার/ হাইড্রোলোজিক্যাল নেটওর্য়াক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সম্পুর্ণ স্বয়ংক্রিয় ভাবেGSMপদ্ধতিতে (Mobile Network) real time data এবং মেনুয়াল datasমুহ row dataহিসেবে Acquisition serverএ সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে সফটওয়ার এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ভাবে error checkingকরে প্রসেস করা ডেটা সমুহ Application server এ সংরক্ষণ করা হয়। ওয়েব সার্ভারের মাধ্যমে data availability, graphical view, userকর্তৃকdata request এবংdata downloadএর facility সমুহ সম্পূর্ণ করা হয়েছে । ডেটার নিরাপত্তার জন্য WAPDA Building এর 2nd Floor, মতিঝিলে একটি Backup serverস্থাপন করা হয়েছে।





চিত্রঃ **WMIP**এর আওতায় প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলে স্থাপিত**Server**সহ**Data Centre**কক্ষ

Security and power backup system of Data center

i. Fire detection
ii. Door access control
iii. IP Camera
iv. Core Firewall and VPN Router
v. Two dedicated Internet broad band connection with real IP
vi. Dehumidifier

Power Backup System

i. Two Redundant power supply for each server
ii. 5 KVA Online UPS
iii. 6 KVA Online UPS

Automatic Control Panel (ACP)দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুটিComfort Air Conditioner, IP control Power Switch, Manageable switch

উপরোক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবোর আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত সারাদেশের হাইড্রোলজিক্যাল (যেমনঃ ভূপরিস্থ, ভূগর্ভস্থ ও রিভার মরফোলজিক্যাল) তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবেগুণগতমানপরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাত করণ করা হয় । এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করা এবং সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত স্টেশন সমূহে প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে (ক) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কার্যক্রম পরিচালনা (খ) ভূ-পরিস্থ পানি সমতল মনিটরিং (গ) ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ (ঘ) নদ-নদীর বিভিন্ন স্থানে এরোসন ও ডিপোজিসন হার নির্ণয় ও পর্যবেক্ষণ (ঙ) ভূ-গর্ভস্থ পানির বিভিন্ন স্তরের গুণাগুণ পর্যালোচনা করা হয়।



স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ডেটা কালেকশন

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Water Management Improvement Project (WMIP) এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম ঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে Water Management Improvement Project (WMIP) এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশের ১৯ টি জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৯ টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) Station এবং ১ টি Automatic Weather Stationস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত Stationসমূহের Real Time Data সরাসরি প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল দপ্তরে স্থাপিত Data Centreএবং HKH-HYCOS Server (WAPDA Building, 2nd Floor) এর Server দ্বয়ের মাধ্যমে একই সাথে গৃহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ARTDAS Station সমূহের Installation, Maintenance, Operation ইত্যাদি বিষয়ে সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও পরিচালনার জন্য Hands onপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত প্রশিক্ষণে Field visit এর ব্যবস্থা করা হয়।

উপরোক্ত দুটি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড Hydrological Data collectionআধুনিকায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করছে যার মাধ্যমে সনাতন গেজ রিডার ছাড়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর Data collectionকরা সম্ভব । এ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে ব্যাপক আকারে Hydrological Data collectionআধুনিকায়ন ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখবে। এখানে উল্লেখ্য যে, Hydrological Data collectionআধুনিকায়ন করায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

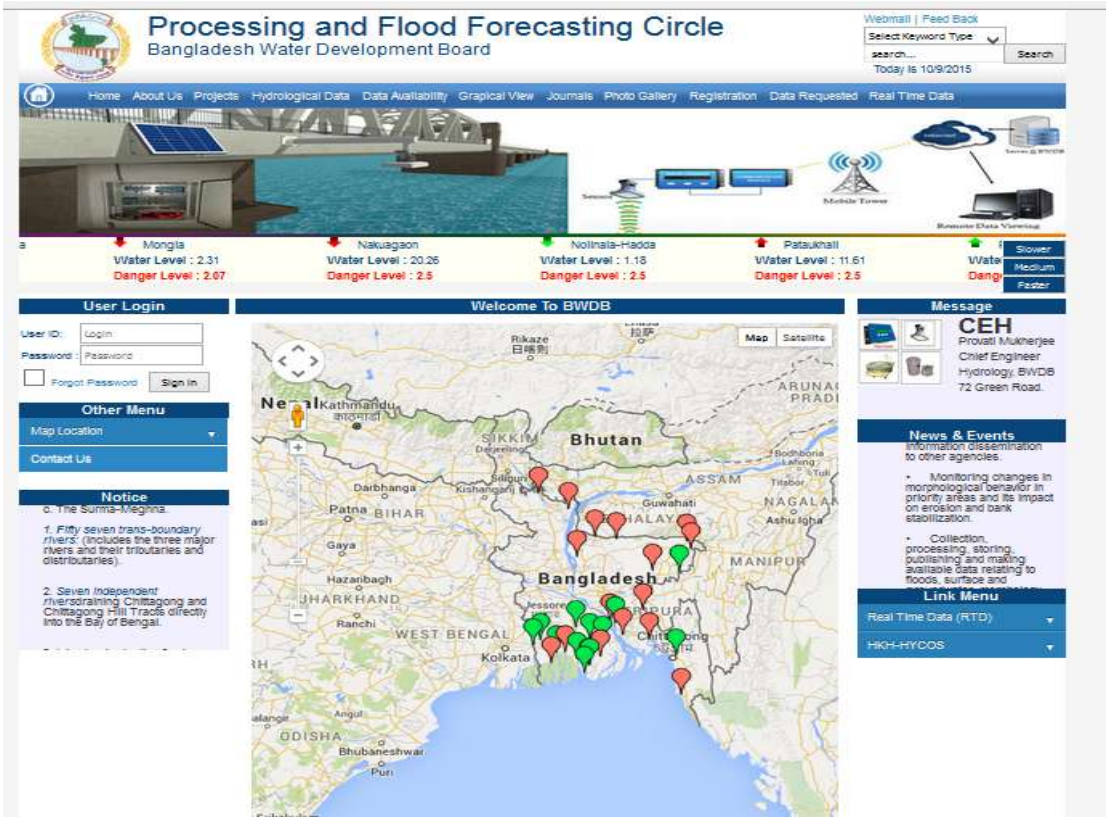

একইসাথে অন্য দরপত্র প্যাকেজের আওতায় অত্র দপ্তরে উপরোল্লিখিত ARTDAS Station-সমূহেরReal Time Data-সমূহ গৃহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষন করার জন্য একটি Server সহData Centre স্থাপন করা হয়েছে।

এই প্যাকেজের আওতায় ViSea-DAS, AQUARIUS, RIVERMorph এবং MODFLOW-Hydro Geo Analystনামক ৪ টি Hydrological Software ক্রয় করা হয় এবং বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের Software গুলো সম্পর্কে সম্পক ধারণা প্রদান ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার ফলে বাপাউবোর বিভিন্ন কর্মকর্তাদের পক্ষে উল্লেখিত Software গুলোর মাধ্যমে Hydrological Data সমূহ বিশ্লেষণ করতঃ নতুন Productতৈরী করা সম্ভব হবে।

Development of Hydrological Web Portal t

Hydrological Databaseসংক্রান্ত একটি Web PortalএরDevelopment কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যার Web addressহলোwww.hydrology.bwdb.gov.bd.এই Web Portalএর মাধ্যমে Hydrologicalতথ্য-উপাত্ত সমূহের প্রাপ্যতার বিবরণ দেয়া থাকবে এবং বিভিন্ন দেশী বিদেশী সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্প বাস্তাবায়নে, দেশের উন্নয়নমূলক, বাণিজ্যিক, গবেষণামূলক, শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্তসমূহ নিজে নিজেই downloadকরতঃ ব্যবহার করতে পারবে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে ভুমিকা পালন করবে এবং বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে সহায়ক হবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) "বন্যা তথ্য কেন্দ্র" সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল এবং মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে। গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR)পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, কমিউনিটি, জেলা-উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইত্যাদি সকল পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।



উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে জুন/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৯টি নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রচলন করা হয়েছে। ২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের আগাম সম্ভাব্য বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা কেয়ার-বাংলাদেশ পরিচালিত সৌহার্দ-২ প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় কমিউনিটির কাছে বাংলায় SMSও E-mail-এর মাধ্যমে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

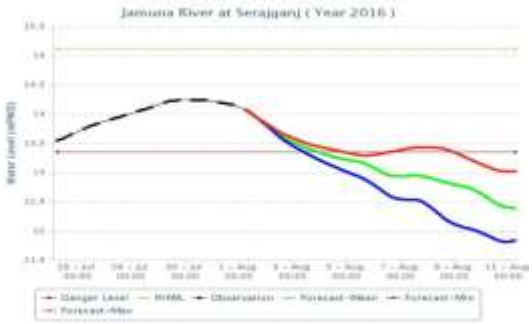

১০ দিনের সাম্ভাব্য পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র



স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য স্থাপন কৃত

আগস্ট/২০১৩ হতে (ক) ঢাকা মাওয়া রাস্তা (খ)Brahmaputra Right Embankment (BRE)(গ) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বাঁধ এবং (ঘ) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের বাঁধ বরাবর দৈনিক পানিসমতল এবং গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে পরবর্তী ৫(পাঁচ) দিন পর্যন্ত দৈনিক পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয় করে তা প্রচার করা হয়। ২০১৩ খ্রীঃ হতে সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলার কয়েকটি স্থানে পাইলট ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২-দিনের আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) পূর্বাভাস প্রণয়ন এবং প্রচার করা হয়। জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMSকরে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। UKaid-এর আর্থিক সহায়তায় এবং ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় এ কার্যক্রমের আওতায় গেজপাঠক সহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ২৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান

করা হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাস কাজে তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত সকল গেজ পাঠকদের মধ্যে সিম সহ মোবাইল ফোন, ছাতা, রেইনকোট, টর্চলাইট, গামবুট ও লাইফ জ্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৬ বন্যা মৌসুমে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী এবং বেলকুচি উপজেলার বন্যা প্রবণ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনিটি পর্যায়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বন্যা সতর্কবার্তা সম্বলিত বাংলা ভয়েস মেসেজ পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসন ও এনজিও সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা ও আবহাওয়া সংক্রান্ত দূর্যোগ বার্তা নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত এই দুই উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নস্থ ডিজিটাল সেন্টারে "ডিজিটাল ডিসপ্লে" ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর এবং FFWC হতে প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।





মাঠ পর্যায় হতে গেজ পাঠক কর্তৃক SMS-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয় ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA হতে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা উপগ্রহ কর্তৃক সংগৃহীত পানিসমতল তথ্য ব্যবহার করে জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ হতে যমুনা ও পদ্মা নদীর ৯টি স্থানে ৮ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমেServir programme NASA, University of Washington, Seattle, USAএবংIWM-ঢাকা কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে, এতে বাংলাদেশ সরকারের কোন আর্থিক বিজরন নেই। FFWC-র বিদ্যমান কারিগরী জনবল এই পদ্ধতিতে ৮-দিনের বন্যা পূর্বাভাস দেয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে। জুলাই ২০১৬ এ USAIDএর আর্থিক সহায়তায় University of WashingtonওIWM-ঢাকা কারিগরী সহায়তায় দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার সাথে জড়িত Professional-দের নিয়ে"Regional Training Program for Scaling up of Satellite-assisted Flood Forecasting Systems in South and Southeast Asian Nations" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে নেপাল ও ভিয়েতনামের Professional-দের বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয় ।



২০১৬ খ্রিঃ সনের বন্যার আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা Deltares and HKV-the Netherlands, RIMES Ges FFWC ও স্থানীয় NGOএরসহায়তায় সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী এবং বেলকুচি উপজেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকার জনগণের নিকট বন্যা পূর্বাভাস তথ্য সহজে প্রদান করার লক্ষ্যে Local level বন্যা পূর্বাভাস দেয়া হয়। জনগণ এ তথ্য ব্যবহার করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সহায় সম্পদ রক্ষা করতে এবং ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সমর্থ হয়েছে। যেমন, মাছ চাষী বন্যা পূর্বাভাস তথ্য অনুযায়ী যে উচ্চতার পানি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল তারচেয়ে কিছু বেশি উচ্চতার জাল দিয়ে ঘের দিয়ে পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। ১০-দিনের সম্ভাব্য আগাম পানি বৃদ্ধির পূর্বাভাস পাওয়ার পর কৃষক জমিতে সার-কীটনাশক দেয়া, আগাছা দমন অথবা জমিতে আমন রোপন করা থেকে বিরত থেকেছে এবং তাঁতী বুনন-যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় উচ্চতায় স্থাপন করে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে। বন্যা পূর্বাভাসের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছু পরিবার, খাদ্য সামগ্রী, সহায়-সম্পদ, গরু-ছাগল, হাস-মুরগী ইত্যাদি সহ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে।

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পর্যায়েFFWC কর্তৃক প্রদত্ত বন্যা পূর্বাভাস বিষয়ক সেবা প্রশংসিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সংকলিত "সরকারি প্রতিষ্ঠানে উত্তম চর্চা (best practices)" বইতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রদত্ত সেবাসমূহ স্থান পেয়েছে।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFADএর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP) প্রকল্পের Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP) componentএর আওতায় Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladeshশীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । বর্তমানের ১১ টি স্হানের আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাসের সাথে আরো ১৩ টি স্হানের অর্থাৎ মোট ২৫ টি স্থানে আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাসের প্রদান করা হবে ।

রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল :

রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধিনস্থ কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মর্ফলজি বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাপিং সেল (বিভাগ) কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৫৮ টি নদীর ১৮৭৬ টি ক্রস সেকশন পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভের (প্রস্তচ্ছেদ জরীপ) কাজ করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১০ টি নদী, দুই বছর পরপর ১৩ টি নদী, তিন বছর পরপর ৪০ টি নদী, চার বছর পরপর ৩৭ টি নদী এবং পাঁচ বছর পরপর ৫৮ টি নদীর প্রস্তচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্তচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উক্ত সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীণরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্ফলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনস্থ তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত মোট ৪৬ টি নদীর ৫৬৪ টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

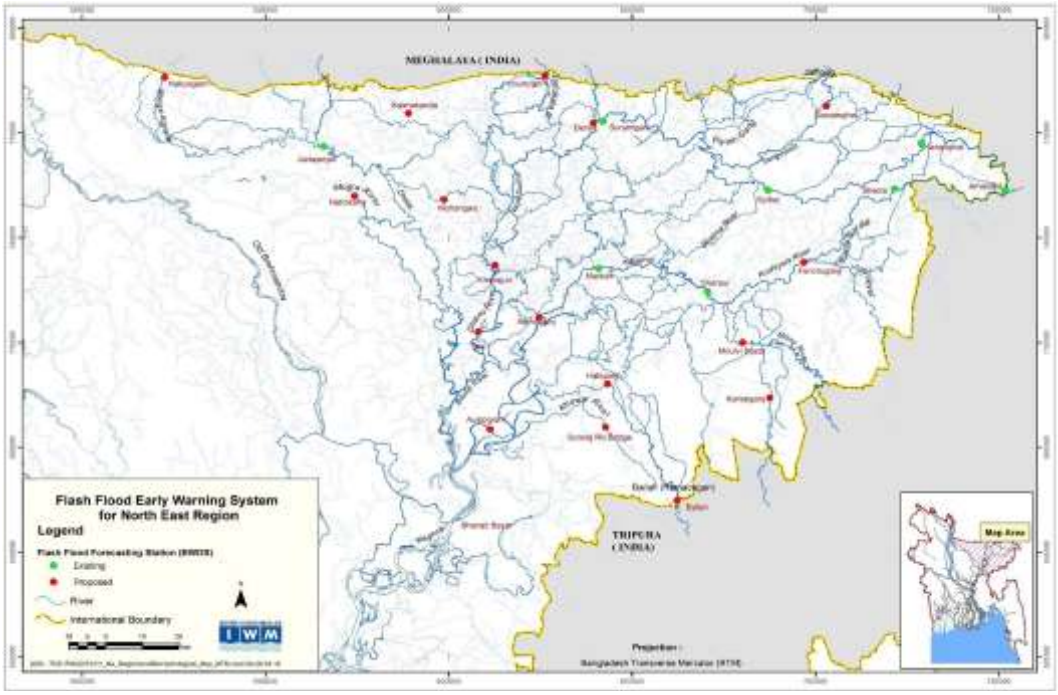

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস প্রদানের জন্য নির্ধারিত ষ্টেশন সমূহ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত বিবরনী ঃ

কাজের নাম	নদীর নাম	নদীর অবস্থান (জেলা/ উপজেলা)	জরীপকৃত প্রস্থচ্ছেদের সংখ্যা
নদ-নদীর প্রস্থচ্ছেদ উপাত্ত সংগ্রহ ও জরীপ কাজ	১) লোয়ার মেঘনা	গজারিয়া মুন্সিগঞ্জ, কালিপুরা, চাঁদপুর, হাইমচর, নড়িয়া, রামগতি, হিজলা, মোহনগঞ্জ, ভোলা, সখিপুর, ঘোষেরহাট, মেহেন্দীগঞ্জ বোরহান উদ্দিন, দৌলতখাঁন তজিমউদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন, মরপুরা।	১৬ টি
	২) কর্নফুলী	দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর, বাঘাইছড়ি, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, বোয়ালখালি, পটিয়া, চট্রগ্রাম।	৮ টি
	৩) বাঁকখালী	নাইখংছরি, বাইশারী, রামু, কক্সবাজার, বান্দরবান।	৮ টি
	৪) লোয়ার ফেনী	সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া, ফেনী।	৬ টি
	৫) কাকরী	চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	৪ টি
	৬-৭) বালু ও বুড়িগঙ্গা	টঙ্গী, রুপগঞ্জ ও ডেমরা, গাজীপুর, ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ, মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, লালবাগ, কামরাঙ্গীর চর, কেরানীগঞ্জ, ফতুল্লাহ, নারায়নগঞ্জ ও ঢাকা।	১৭ টি
	৮-৯) টঙ্গী ও তুরাগ	টঙ্গী, সাভার,কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	১৬ টি
	১০) শীতলক্ষা	শ্রীপুর, কাপাসিয়া, পলাশ, কালিগঞ্জ, রুপগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ ও নরসিংদী।	১৯ টি
	১১) ধলেশ্বরী	ভূয়াপুর, নাগরপুর, টাইঙ্গল, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ, সাভার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ।	২৩ টি
	১২-১৩) গোমতী ও সালদা	কুমিল্লা সদর-বুড়িচং-দেবীদ্বার-মুরাদনগর-দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	২০ টি
	১৪-১৫) এলানজানী ও লোয়ার বংশী	টাঙ্গাইল	১৫ টি
	১৬) ধর্মজানী	মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।	৩ টি
	১৭) বাগের ডোনা	সুর্বণচর, রামগতি, লক্ষীপুর, নোয়াখালি।	৬ টি
	১৮) গঙ্গা	কিশোরপুর বাঘা রাজশাহী হতে পাকুড়িযা, রাজবাড়ী।	২২ টি
	১৯) পদ্মা	আরিচা, শিবালয়, মানিকগঞ্জ হতে শিলয়, মুন্সিগঞ্জ	১৬ টি
	২০-২১) গড়াই-মধুমতি	তালবাড়িয়া, কুষ্টিয়া হতে মাটিভাঙ্গা কলেজ পিরোজপুর।	৪২ টি
	২২) গড়াই-মধুমতি-কালি গঙ্গা	মালিখালি, মেঘপাল, কাউখালি, পিরোজপুর।	৮ টি
	২৩) শিবসা	শিববাড়ী, পাইকগাছা, কলারোয়া, দাকোপ, খুলনা।	৬ টি
	২৪) কচা-বলেশ্বর	কাউখালি, পিরোজপুর হতে রায়েন্দা বাগেরহাট।	১২ টি
	২৫) কপতাক্ষ আপার	চৌগাছা, যশোর হতে কুমির তালা, সাতক্ষীরা।	১৮ টি
	২৬) কপতাক্ষ লোয়ার	বাওয়াখুলা, তালা, সাতক্ষীরা হতে কয়া, খুলনা।	১৭ টি
	২৭) লোয়ার ভৈরব	সর্দারপাড়া, অভয়নগর, যশোর হতে মাতাভাঙ্গা, কতোয়ালী, যশোর।	৯ টি
	২৮) মাদারীপুর বিলবুট	সিংদিয়াঘাট, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ হতে মধুপুর, মানিকহার গোপালগঞ্জ।	৮ টি
	২৯) টিয়াখালী	আমতলী, বরগুনা হতে পটুয়াখালী সদর।	১৩ টি
	৩০) ব্রক্ষপুত্র-যমুনা	মানিকগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল,জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম।	৩৪ টি
	৩১) আপার মেঘনা	হবিগঞ্জ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর।	৪২ টি
	৩২) বংশী আপার	টাঙ্গাইল, মধুপুর, মির্জাপুর।	১৭ টি
	৩৩) ফুল কুমার	ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, রায়গঞ্জ, কুড়িগ্রাম।	৭ টি
	৩৪) পাথরাজ	বোদা, দেবীগঞ্জ, সুন্দরদিঘী, পঞ্চগড়।	৭ টি
	৩৫) সুটাং	চুনারুঘাট, লাখাই,হবিগঞ্জ।	১৪ টি
	৩৬) দুধ কুমার	ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, নুনখাওয়া, কুড়িগ্রাম।	৩ টি
	৩৭) পুংলী	টাঙ্গাইল, কালিহাতি, মির্জাপুর।	২০ টি
	৩৮) কুশিয়ারা	জকিগঞ্জ, বালাগঞ্জ, সিলেট।	১৫ টি

কাজের নাম	নদীর নাম	নদীর অবস্থান (জেলা/ উপজেলা)	জরীপকৃত প্রস্থচ্ছেদের সংখ্যা
	৩৯) খোয়াই	চুনারুঘাট, মদনা,হবিগঞ্জ।	১২ টি
	৪০) নরসুন্দা	হোসেনপুর, ইটনা, কিশোরগঞ্জ ।	১২ টি
	৪১) জাদুকাটা রক্তি	তাহেরপুর, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।	৭ টি
	৪২) বৌলাই	নেত্রকোনা জেলার ঠাকড়াকোনা ইউনিয়ন হতে সোনাই ইউনিয়ন পর্যন্ত।	১০ টি
	৪৩) কাস্তি	মাদবপুর, শরনভদ্রা, হবিগঞ্জ।	৮ টি
	৪৪) ধলা	ভোলাগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, ছাতক, সিলেট।	৮ টি
	৪৫) মনু	কমলগঞ্জ, মনুমুখবাজার, মৌলভীবাজার।	৭ টি
	৪৬) বানার আপার	জামালপুর সদর-ত্রিশাল-নিকলী।	৯ টি
	মোট		**৫৬৪ টি**

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের রয়েছে দেশব্যপী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক। দেশব্যাপী ১৯৫৮ টি পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ১২৫০ টি কূপ হতে পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তদুপরি ১১৭ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ ও রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমাণ, লবণাক্ততা ইত্যাদি) নির্ণয় করা হয়।





মাঠ পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি নমুনা সংগ্রহ ও এক্যুইফার পাম্প টেস্ট হতে উপাত্ত সংগ্রহের চিত্র

উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় ও নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সংকট বিবেচনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়-এর আর্থিক সহযোগীতায় উপকূলবর্তী এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত ও পরিমাণগত অনুসন্ধানসহ ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং এর বর্তমান ও ভবিষ্যত বিস্তৃতি মূল্যায়নে সম্প্রতি 'জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ সময়কালে বাস্তবায়িত উক্ত প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ১৯টি জেলার প্রায় সকল উপজেলায় ভূগর্ভস্থ পানি তথা পানি সম্পদের পর্যবেক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ৬৩৩ টি পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করতঃ প্রকল্প মেয়াদে পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যা অব্যাহত রাখতে প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিসিটিএফ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ১২৩ টি কূপ হতে পানি সংগ্রহ করতঃ পূর্ববর্তী ১১৭ টি কূপের ন্যায় প্রতি বৎসর শুকনো ও বর্ষা মৌসুমে এবং অবশিষ্ট ৫১০ টি কূপ হতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর পানির রাসায়নিক মান নির্ণয়ে প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নে অত্র দপ্তরের অধীনে পানি নমুনা সংগ্রহ এবং পানির গুণাগুণ বিশ্লেষণের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় সহ একটি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরসমূহের পানি ধারণ ও পরিবাহী গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test ও Slug Test সহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও

পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩০০ মিটার গভীরতায়৬ সুপেয় ও নিরাপদ পানিস্তরে স্থাপিত ৪৩ টি পর্যবেক্ষণ কূপ সমীক্ষা শেষে এলাকাবাসীর ব্যবহারকল্পে উন্মুক্ত করা হয়েছে যেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ঐসকল এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে।




প্রকল্পের আওতায় পানি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য সংগৃহীত Atomic Absorption Spectrometer এবং UV-VIS Spectro-Photometer

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরী। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পানেয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়নও জরুরী।

ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম অত্র পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রম এর আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ছকঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় অদ্যাবধি সম্পাদিত কর্মকান্ডের তালিকা

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম ও স্টেশন	সংখ্যা
১	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১৯৩৮ টি কূপ
২	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০ টি কূপ
৩	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ	৭৫০ টি কূপ
৪	একুইফার পাম্প টেস্ট	৩২৫ টি
৫	বোরহোল লিথলজি (খননকৃত পরীক্ষণীয় কূপ হতে)	১২২০ টি

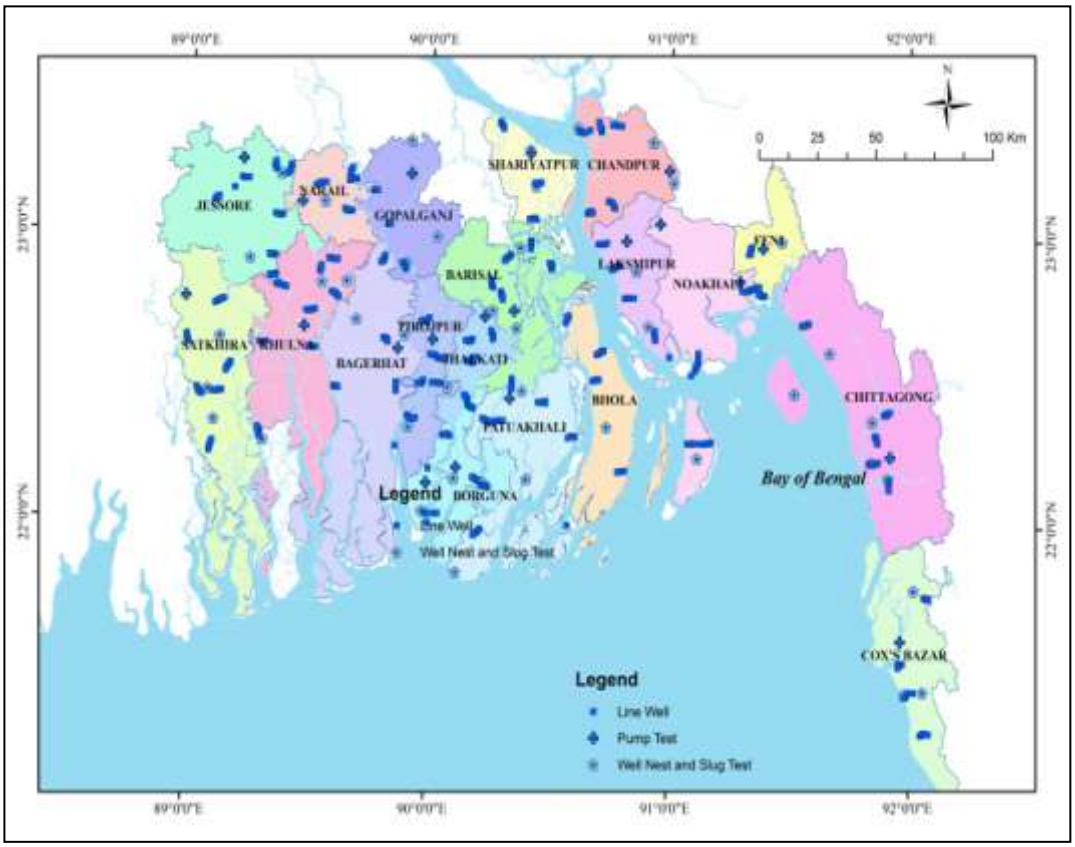

চিত্র: সম্প্রতি বিসিসিটি প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ১৯টি জেলায় ৩৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত স্থাপিত ভূ-গর্ভস্থ পানির পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্কের মানচিত্র।

ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম

নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এ উপমহাদেশে (বাংলাদেশ) ড্রেজার ব্যবহার শুরু হয়। বাপাউবো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্তির পর থেকে ড্রেজার পরিদপ্তর No profit No loss ভিত্তিতে স্ব-আয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৫১.৭৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করে পরিদপ্তরের আয় হয় প্রায় ৫২ কোটি টাকা এবং ড্রেজিং কাজের জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক ব্যয় সহ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পরিশোধে এই অর্থ ব্যয় করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে সম্পাদনকৃত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্ব ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস। এ আয় দ্বারা ড্রেজার পরিদপ্তরের সংস্থাপন, পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩৪টি (৫টি ২৬", ২টি ২০", ১৬টি ১৮" এবং ১১টি ১২" ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার ও ২টি বুস্টার পাম্প রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য ৩২টি সহযোগী জলযান রয়েছে। এছাড়া পাউবো'র প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২") এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ও পূনর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮" ও ১টি ১২") কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ১২" ডায়ার কাটার সাকশান ড্রেজারগুলি ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সালে সংগ্রহ করা হয়। এগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। নিয়মিত দক্ষ জনবলের অভাবে ড্রেজার পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইজে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে; কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাবে কারখানাটি অচল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলির বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ৩২৪.৮৯ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বের্ডের আওতাধীন ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর মধ্যে জি-কে ইনটেক চ্যানেল খনন, কালনী কুশিয়ারা ড্রেজিং প্রকল্প, লংগন নদী ড্রেজিং ও গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করা হয়। এ ছাড়া বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার ড্রেজিং প্রকল্প, আড়িয়াল খাঁ নদী খনন প্রকল্প, বেমালিয়া

নদী খনন প্রকল্প ও রক্তি নদী খনন প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে ডাইভারশন চ্যানেল খনন প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত করে চ্যানেলOpen করা হয়েছে। এ ছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন গৃহীত জামালপুর ব্রহ্মপুত্র নদে ডাইভারসন চ্যানেল খনন কার্যক্রমও অব্যাহত আছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে 'Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১১টি উচ্চ খনন ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেজারসহ অন্যান্য সহযোগী জলযান ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নেয়ার কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে ২টি ২০" ও ৫টি ২৬" ড্রেজারের সরবরাহ পাওয়া গেছে এবং বাকি ৪টি ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলে ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখিত নতুন ৭টি ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, আরও ১০টি ১০" ড্রেজার দ্রুততম সময়ে ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অধিকন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ছোট বড় আরও ৪৫টি ড্রেজার ক্রয়ের নিমিত্ত ডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্পগুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এবং বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তায় ড্রেজার পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বিভিন্ন পওর বিভাগের চাহিদামত পানি কাঠামো (Regulator) এর গেট তৈরী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। এছাড়া পদ্মাসেতুসহ দেশে উন্নয়ন কাজে খনন যন্ত্রসহ জলযান ভাড়ায় নিয়োজিত আছে। নিম্নে অর্থ বছরের (২০১৫-২০১৬) আয় ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলোঃ

লক্ষ টাকায়

আয়	১।	যন্ত্রপাতি ভাড়ার আয়	৪২০.০০
	২।	জলযান ভাড়ার আয়	২২৬.০০
	৩।	ফেব্রিকেশন কাজ হতে আয়	৫৩২.০০
	৪।	বিবিধ আয়	২১.০০
	মোট		১১৯৯.০০

ব্যয়	১।	প্রশাসনিক ব্যয় বেতন-ভাতাদিসহ	২৮৩.০০
	২।	পরিচালন ব্যয় বেতন-ভাতাদিসহ	৯৬০.০০
	মোট		১২৪৩.০০

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম

বাপাউবো নীরিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১৬ পর্যন্ত)ঃ

কোটি টাকায়

অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		মন্তব্য
সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ	সংখ্যা	সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ	সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ	
৩৬৭টি	২,০৮৫.২২	২২৪টি	২১০টি	৫৪৩.৯৫	১৫৭টি	১,৫৪১.২৭	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সিএন্ডএজি'র অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি এবং নিষ্পত্তির শতকরা হার ৫৭.২২%

শৃংখলা পরিদপ্তরের কার্যক্রম

বাপাউবোর শৃংখলা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১৬ পর্যন্ত)ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত			২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি		
১	২	৩	৪	৫	৬
৫০	২	১১	১১	২৪	২৬

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাপাউবোর মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১৬ পর্যন্ত)ঃ

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৩৬	৭৪	৩০	১৪০	১১৯

জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১ মোতাবেক বোর্ড-এর সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ মোতাবেক ১০০১ থেকে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহের পরিচালনা সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হবে।

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হয়েছে।

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন-এ ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সমিতিসমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বাপাউবো এর অধীন নিবন্ধিত করা হচ্ছে।

বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১৬ পর্যন্ত)ঃ

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভূক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠনের / নিবন্ধনের অগ্রগতি		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) গঠনের / নিবন্ধনের অগ্রগতি		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) গঠনের / নিবন্ধনের অগ্রগতি	
		গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
১২৬	১৬৮৭৩২৫	১৬৭৮	১৪৪৬	১২৬	৯৬	-	-

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০১৫-২০১৬ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৯৮৫.৩২৮ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে।

২০১৪-১৫ সালের জের (Carried over)	= ৩৩৭.৯৫৮ হেঃ
২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	= ৬৪৭. ৩৭ হেঃ
মোট	= ৯৮৫.৩২৮ হেঃ

(ক) জুন' ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৯৪৭.৮৭	৯৬.২০%
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৯৪৭.৮৭	৯৬.২০%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৪৫৩.৩৮	৪৬.০১%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	২৮৮.৩২	২৯.২৬%
৫।	তহবিল প্রদান	২৮৮.৩২	২৯.২৬%
৬।	দখল প্রাপ্ত	২৮৮.৩২	২৯.২৬%

(খ) জুন' ২০১৬ পর্যন্ত পেন্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	৪৮৩.১৩	৪৯.০৩%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৪০.১৯৮	৪.০৮%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১৭৩.৬৮	১৭.৬৩%
	মোট	**৬৯৭.০০**	

e-GP কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এ ২০১৫-১৬ অর্থ বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM)e-GP পদ্ধতিতে আহ্বান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ১৭৬০ টি OTM এবং ৫৭৭ টি LTMদরপত্রe-GP পদ্ধতিতে আহ্বান করা হয়। ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত OTMপদ্ধতিতে আহ্বানকৃত দরপত্রগুলোর অগ্রগতি নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	আহ্বানকৃত দরপত্রগুলোর অবস্থা	দরপত্র সংখ্যা
১.	চুক্তি সম্পাদিত	৭৭০ টি
২.	NOA প্রদান	৪৭৪ টি
৩.	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন	২৩০ টি
৪.	দরপত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন	৯০ টি
৫.	পুন: দরপত্র আহ্বান	১৪৭ টি
৬.	দরপত্র cancel	১৭ টি
৭.	দরপত্র Reject	৩২ টি

নিচের লেখচিত্রে Public procurement Reform Project II (PPRPIIAF)২এর আওতায় ২০০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে বাপাউবো এর e-GP লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনের চিত্র এবং ব্যবহার প্রবণতা বর্ণিত হলোঃ

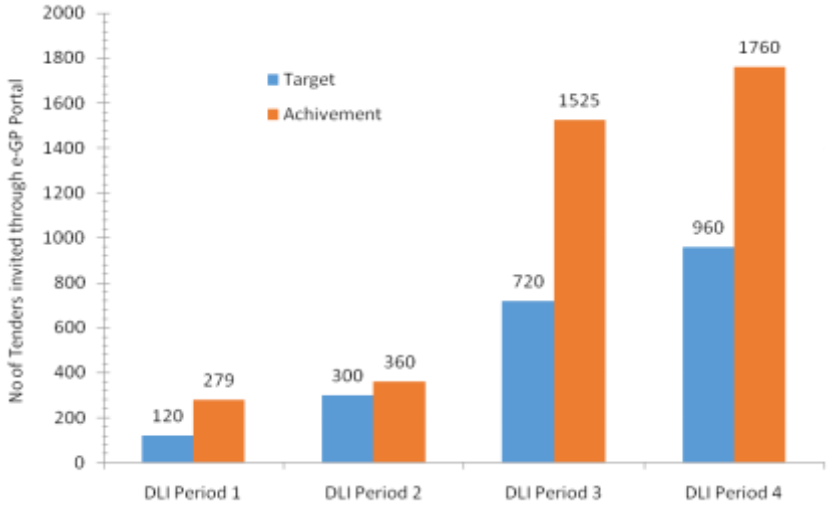

লেখচিত্রঃ বাপাউবোর e-GP লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRPIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatecপরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোরProcuring Entity এবং ঠিকাদারগনকে e-Tenderingসংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

বাপাউবোর e-GP সংক্রান্ত কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনতে PPRPIIAF প্রকল্পের আওতায় কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল হতে মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহে ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে এবং জোনাল/জেলা পর্যায়ে ০৯টি e-GP Training Labএ ৯৯ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ০৫ টি ল্যাপটপ, ০৯ টি ফটোকপিয়ার এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সাউন্ড সিস্টেম সরবারহ করা হয়েছে।

ব্যবহারকারীদের সক্ষমতা এবং e-GP কর্মকান্ডের কলেবর বৃদ্ধির জন্য PPRPIIAF প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো এর কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল দপ্তরে স্থাপিত e-GP Training Labএ বাপাউবোর ক্রয়কারী/নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের জন্য মোট ১৭ টি ব্যাচে ২৬৭ জন কর্মকর্তা এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দপ্তরের জন্য ১ টি ব্যাচে ১২ জন কর্মকর্তা এবং ০৪ টি ব্যাচে ৫৭ জন ঠিকাদারকে e-GP এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাপাউবোর জোনাল/জেলা পর্যায়ে স্থাপিত ০৯টি e-GP Training Lab এ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১১ টি ব্যাচে মোট ১১০ জন ঠিকাদারকে e-GP এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাপাউবো এর বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন কর্মকর্তাকে Electronic Government Procurement Management এর উপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



কর্মকর্তাগণের e-GP Trainingএর উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব



বরিশাল এ ঠিকাদারগণের e-GP প্রশিক্ষনের উদ্বোধনী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, FFWC, GIS based MIS of Completed Project, Finger Print Based Online Attendance System এবং Online Hydrological Data Sale System বাস্তবায়ন করাহয়েছেএবং On-line Recuitment, Personnel Management Information System(PMIS) এর Upgradation, APR Automation, Discipline Management System, Law Management system, Geogaphic Information System(GIS) Based Digital Land Information System, File Tracking System, Online Poject Monitoing System, Online Disaster Damage Reporting Systemএর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকান্ডে ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাবে।

ইতোমধ্যে বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পে-রোল পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা সহ ২৫টি আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্রে (RAC) Accounting systemবাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgradingএবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advancesপ্রক্রিয়াকরণে Application softwareস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সম্পাদিত হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেয়া সম্ভব হবে।

ইনোভেশন কর্মকান্ড

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ইনোভেশন টিম এর সুপারিশে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আইন বিষয়ক তথ্যাদির ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (LMIS) নামে বাপাউবোর আইন বিষয়ক তথ্যাদি সংরক্ষণ, পরিমার্জন, পরিচালন ও রিপোর্টিং এর জন্যে একটি অটোমেশন সফট্ওয়্যার এবং Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System on BWDB Acquire Land in Dhaka City and its Surroundingনামে বাপাউবোর অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্যাদি সংরক্ষণ, পরিমার্জন, পরিচালন ও রিপোর্টিং এর জন্যে আরেকটি অটোমেশন সিস্টেমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াওবাপাউবোর ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল এবং উৎসাহিত করার জন্যে বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন সময়ে সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিবেদন

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System- GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (development priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Businessও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে মন্ত্রীপরিষদ সচিবের সঙ্গে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বিগত ১৫/১০/২০১৫ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision ''ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা'' কে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ জোরদারকরণ; সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন; হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়নই প্রধান উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য এবং দেশের প্রায় ২০.০০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বাড়তি খাদ্য চাহিদা যোগানসহ জীবনমান উন্নত করণের লক্ষ্যে পানি সম্পদের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত, নিষ্কাশন খাল খনন ও পুনঃখনন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের ফলে মোট ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৯ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। মোট বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন যোগ্য ১১৮ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ৬৫.৭২ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে বন্যামুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ মেরামত, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচির ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার ঝুঁকিপূর্ণ ২৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ১৩.২৮ লক্ষ হেক্টর এলাকা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে প্রতিবছর ৯৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান

পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৮০১টি ছোট বড় প্রকল্প বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প সমূহের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ২৩টি জেলা শহরকে নদী ভাঙ্গন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ড্রেজিং কার্যক্রমের জন্য দেশে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি নদ নদীর নব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ড্রেজিং মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো বিগত ৫৭ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৩.৪০ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫১৬০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১১,৪৩৬ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরেপ্রায় ৯৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছর বাপাউবো'র জন্য সাফল্যের বছর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বিগত বছরসমূহে একাদিকবার প্রচেষ্টার পর অবশেষে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মুছাপুর ক্লোজার নির্মাণ করে ছোট ফেনী নদীর মূল প্রবাহ বন্ধ করে নির্মিত ২৩ ভেন্ট রেগুলেটরের মাধ্যমে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে সর্বোতভাবে মুছাপুর ক্লোজার নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়। ফলে ক্লোজারের দেশকূলের বিশাল এলাকা বন্যামুক্ত করার পাশাপাশি পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ড বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ২০০১ সন হতে চলমান "আপার সুরমা কুশিয়ারা" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভূক্তকরণের পাশাপাশি ৪০০০ হেক্টর এলাকায় ভূ-পরিস্থ সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটেছে। নওগাঁ শহর রক্ষা, ভোলা শহর রক্ষা এবং সিরাজগঞ্জ জেলার তীব্র নদী ভাঙ্গন কবলিত চৌহালী উপজেলা রক্ষার মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার আর্থিক মূল্যমানের স্থাবর অস্থাবর সরকারী বেসরকারী মূল্যবান অবকাঠামো ও সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজের পূর্ণাঙ্গ নকশা এবং সমীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং এরই প্রেক্ষিতে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণকে সরকারের পরবর্তী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মেগা প্রজেক্ট হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য দেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ হবে বাপাউবো'র জন্য একটি বড় অর্জন, যা তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণের মত একটি মাইলফলক হবে নিঃসন্দেহে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সারাদেশব্যাপী নির্মিত ও উন্নয়নকৃত বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো/কর্মকান্ডের বিবরণ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৫-১৬ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	বড় নিষ্কাশন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	৩১	২০
২	বড় সেচ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	৪	
৩	বড় নিষ্কাশন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	১৮৩	১৪৬
৪	বড় সেচ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)		
৫	ছোট নিষ্কাশন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)	৫২	৫
৬	ছোট সেচ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (সংখ্যা)		
৭	ছোট নিষ্কাশন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	৬৮	
৮	ছোট সেচ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত (সংখ্যা)	১৭৭	
৯	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	২৯.৬৮২	৮.১০০
	ডুবন্ত বাঁধ		
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৩.৬১৬	১৩.২৯০
১০	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	৮৮.০৬৪	১৩.৫০০
	ডুবন্ত বাঁধ	২৪.১১৫	৩২৫.৮৫৯
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৬১.১২৬	৯৪.৮৪০
১১	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	৪০.২৪৬	৭৯.৪০০
১২	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	২১৫.৯১৩	২৭৩.০৯০
১৩	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)		২৭.৮৭৫
১৪	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৪৯.৭৮	১০.০০
১৫	জমি অধিগ্রহণ (হেঃ) পূর্ণ ঃ দখলপ্রাপ্ত, আংশিক ঃ চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্ত	১৩৯.২১	৯৫.১৯
১৬	নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ (কিলোমিটার)	৭১.১৪২	১০৯.০৩৬
১৭	ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	১.৯৭৬	
১৮	ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রাপ্তি (সেট)	৩	
১৯	টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	৩	
২০	অ্যাক্ষিবিয়াস এক্সকাভেটর সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	৩	
২১	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন (কিলোমিটার)		
	মূল নদী ড্রেজিং	২৩.২০৫	
	লুপকাট খনন	২.৯০০	
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং	৪৯.৯১০	

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৫-১৬ অর্থবছরে নির্মিত	
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী খনন	৪০.৪৫০	১১২.২৫০
২২	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা) (রহিমপুর ও তালিমনগর পাম্প হাউস)	১	১
২৩	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা) (তালিমনগর পাম্প হাউস)	৮	
২৪	ক্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)	২	২
২৫	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৮	১
২৬	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	১০.৮৯৪	
২৭	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেঃ)	৪০০০	
২৮	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেঃ)	৩০০০০	

এক নজরে জুন, ১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো / কর্মকান্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৮০১	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৩.৪০	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১২০টি সেচ প্রকল্প)	১৫.৮৯	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০২০	বর্গ কিলোমিটার
শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২৩	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	৯৭৭	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২২০	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	৯	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১১৪৩৬	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৩৯টি পোল্ডার) খ) ডুবন্ত বাঁধ (৫২টি হাওর) গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৫১৬০ ২১৩০ ৪১৪৬	কিলোমিটার কিলোমিটার কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫৩৩৭	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৪৬৫	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৪৮২৭	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২১	টি
ক্লোজার	১৩৮১	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৬৫১	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কহুয়া, বাগগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৩৯	সেট
নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন	৩৪৭	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৮১	কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দেশের দুর্ভিক্ষ পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে উপ-মহাদেশের এ অংশে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের ৪০ বছরে ১২ বার এবং ১৯০০ সালের পর ৭ বার দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে । এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন হতে শহররক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিরক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হয়েছে, সেখানে ২০১১-১২

অর্থবছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৬১.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন (Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh, 2012)। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় ৯৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।

হাওর এলাকায় বাঁধ দেয়ার ফলে আগাম বন্যা থেকে হাওর অঞ্চলের ফসল রক্ষা করে বাপাউবো দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বাপাউবো সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী ড্রেজিং করে ড্রেজিং এর মাটি দিয়ে ক্রসবার তৈরীর মাধমে ভূমি পুনরুদ্ধার করে শিল্পপার্ক স্থাপন ও জনগণের বসবাসের যোগ্য করে তুলেছে। ঢাকা শহরের অদুরে গোড়ানচাটবাড়ী পাম্পহাউস আধুনাকায়ন করার ফলে ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে বাপাউবো বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ঢাকা শহরের ভিতর হতে ট্যানারী শিল্প প্রতিস্থাপনে সহায়তা করে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাপাউবো ৫ দিনের আগাম বন্যা ও বৃষ্টিপাতের তথ্য প্রদান করে ফসল রক্ষা, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কূয়াকাটায় বেড়ীবাঁধের কাজ পরিদর্শন



সড়ক পরিবন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়গণের মূছাপুর স্লোজার পরিদর্শন



বাপাউবোর কর্মকর্তাদের বিশখালী নদীর প্রতিরক্ষা কাজ পরিদর্শন



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব, বাপাউবোর মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সিলেটের রহিমপুর পাম্প হাউজ পরিদর্শন



বাপাউবোর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কিশোরগঞ্জের ইছাপুরের ড্রেজিং কার্য্যক্রম পরিদর্শন



বাপাউবোর মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লংগন-বেমালিয়া প্রকল্প পরিদর্শন

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

www.warpo.gov.bd



তৃতীয় অধ্যায়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতায় নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এ সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্ধ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওয়ারপো সৃষ্টি হয়। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্লাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও-কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একীভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশল এর ভিত্তিতে ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;

৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;

৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;

৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;

৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;

৯. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

২০০১ সালে ওয়ারপো কর্তৃক প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি)-তে ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুসারে ওয়ারপোকে আইন বাস্তবায়নে আরও অধিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এরই আলোকে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ হালনাগাদ করা হচ্ছে।

জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি) - এর নির্বাহী সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপোর প্রধান দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক, কারিগরি ও আইনগত সহায়তা প্রদান;

২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি- কে পরামর্শ প্রদান;

৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;

৪. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইজ (এনডব্লিউআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদকরণ;

৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভূক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি-এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসির চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;

৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য মূল সংস্থায় (WARPO) একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট (আইসিজেডএম)-এর নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা এর প্রধান দায়িত্ব;

২. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমনঃ অর্থ, পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

৩. সংশ্লিষ্টসকল সংস্থায় Focal Pointস্থাপন করা, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

৪. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর দায়িত্বসমূহ

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

২. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান করা;

৩. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত করা;

৪. সময় সময় আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

৫. এ আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৬. পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

জনবল

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারীসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারী	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	শূন্য পদ
কর্মকর্তাঃ			
গ্রেড ১-৯	৪২	২৭	১৫
গ্রেড ১০	২	২	-
গ্রেড ১১-২০	৪৩	৪২	১
সর্বমোটঃ	**৮৭**	**৭১**	**১৬**

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে ওয়ারপো-কে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে ওয়ারপো-র সম্প্রসারণসহ সামগ্রিক জনবল বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বলবৎকরণে Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর আর্থিক সহায়তায় "Institutionalization of Integrated Water Resources Management (IWRM) Process in Compliance with Bangladesh Water Act, 2013" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ওয়ারপো-র Reform কার্যক্রম চলছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় একজন Institutional Expert নিয়োগ করা হয়। তিনি পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২; জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯; জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০০৪; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫; উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ সমূহে বর্ণিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার Mandates পর্যালোচনা পূর্বক পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সমন্বিত Mandates নির্ধারণ করে Mandates-এর বিপরীতে প্রয়োজনীয় জনবল, দক্ষতা, বাজেট সংক্রান্ত ওয়ারপো-র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত খসড়া রিপোর্ট ডিসেম্বর ২০১৫ প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে খসড়ার উপর ওয়ারপো-র সকল শাখার কর্মকর্তাদের মতামত এবং Organizational Development Plan-2016 এর আলোকে খসড়াটি জানুয়ারি ২০১৬ তে পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত খসড়ার উপর ওয়ারপোর মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ওয়ারপোর সকল শাখার কর্মকর্তা, প্রকল্পের স্থানীয় বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগীদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শক এবং Swiss Red Crossও DASCOH-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিগত ১৯ মার্চ ২০১৬খ্রিঃ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ মোতাবেকReform activities Considering Institutional Strengthening of WARPO for effective Implementation of BWA ২০১৩ নামে পুনর্গঠন করা হয়। এ পুনর্গঠনে ওয়ারপোর বর্তমান অনুমোদিত জনবল ৮৭ এর সাথে আরো অতিরিক্ত ১৯০ (স্বল্পমেয়াদী ০ থেকে ৪) জনবলের প্রস্তাব করা হয়েছে, এছাড়া আঞ্চলিক (মধ্যমেয়াদী ৫ থেকে ৮) পর্যায়ে মোট ১৮২ ও জেলা পর্যায়ের জন্য (দীর্ঘমেয়াদী ৯ থেকে ১২) মোট ১১৫২ জনবল প্রস্তাব করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহারকে কার্যকর করার লক্ষ্যে দেশের পানি সম্পদ পরিকল্পপনা খাতকে আরো কার্যকর করার প্রয়োজনে ওয়ারপোকে আরো গতিশীল করারজন্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, 2013 প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ওয়ারপোকে নির্বাহী কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পানি আইন, 2013 প্রণয়নের পূর্বে নেদারল্যান্ডস্ সরকারের আর্থিক সহায়তায় Twinning Mission পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, 1992; জাতীয় পানি নীতি, 1999; জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, 2004; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি,2005 বর্ণিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর mandatesও দেশে বিদ্যমান পানি খাতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন পর্যালোচনা করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিষদভাবে আলোচনাক্রমে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্গঠনেOrganizational Development Plan (ODP)-2008 প্রণয়ন করে।

প্রস্তাবিত ODP তে ওয়ারপোর mandates পুনর্গঠন ও পুনর্গঠিত mandates অনুযায়ী ওয়ারপোর নতুন জনবল প্রস্তাব করেন। Twinning Mission কর্তৃক প্রস্তাবিতODP তে ওয়ারপোর ১২০ জন অতিরিক্ত জনবলসহ সর্বমোট জনবল২০৭ জন জনবলের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত জনবলের প্রস্তাব Review এর নিমিত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মঞ্জুর হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ওয়ারপোর কার্যপরিধি ও Twinning Mission কর্তৃক প্রস্তাবিত জনবলের আলোকে ওয়ারপোর mandates পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অতিরিক্ত জনবল

১২০-এর পরিবর্তে ৯৩ জন সহ সর্বমোট ১৮০ জন জনবলের সুপারিশ করেন, যা ২৩-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে বিবেচনার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ পানি আইন, 2013 এর আলোকে ওয়ারপোর mandates পুনর্গঠন ও জনবলের পুনঃ Assessment করার প্রয়োজনীয়তায় প্রস্তাবিত জনবলের পূর্বের কার্যক্রম স্থগিত রাখার অনুরোধ করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়।

বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৪-১৫ সালের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১৫-১৬ অর্থবছর	জুন ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	উৎস
পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)	**৫২০.০০**	**৪৪৭.৫৭**	**বিশ্বব্যাংক**
পানি আইন	**১২০.০০**	**৮৫.০০**	**এসডিসি**
অনুন্নয়ন			
বেতন ভাতাদি	৩৭৭.৪৮	৩৭৭.৪৮	**জিওবি**
অন্যান্য	৩২৮.৫৮	৩১৮.০০	
উপমোট	৭০৬.০৬	৬৯৫.৪৮	
সর্বমোট	**১৩৪৬.০৬**	**১২২৮.০৫**	

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	কাজের নাম এবং বিগত বছরের অর্জন	মন্তব্য
১।	বাংলাদেশ পানি আইন, বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় কর্মকান্ড চলছে। প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন হালনাগাদ অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়েছে।	চলমান
২।	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর স্থায়ী নিজস্ব অফিস ভবনের কাজ ৪র্থ তলা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং সংস্থাটি নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে এছাড়া নতুন ভবনের সংস্থার কার্যক্রম চলছে।	চলমান
৩।	ক্লিয়ারিং হাউস কর্মকান্ডের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪৭ (সাতচল্লিশ) টি এবং নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২ (দুই) টি সহ মোট ৪৯ (উনপঞ্চাশ) টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রদান করা হয়েছে।	চলমান
৪।	জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এর আওতায় এযাবৎ কালে সর্বমোট আইসিআরডিতে ৫৫৯ (পাঁচশত উনষাট) টি নতুন ডাটা লেয়ার ও (এনডব্লিউআরডি) তে ৫৪৩ (পাঁচশত তেতাল্লিশ) টি নতুন ডাটা লেয়ার সংযোজিত হয়েছে।	চলমান
৫	পানি সম্পদের হালনাগাদ অবস্থা বিশ্লেষণঃ প্রকল্পটি ২০১৪ সালে শুরু হয়। শুরু থেকে (মে, ২০১৬) সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ে সমীক্ষায় গাণিতিক মডেল ব্যবহার পূর্বক ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ বিষয়ক তথ্যাদি হালনাগাদ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।	মে ২০১৬ তে সমাপ্ত
৬।	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টকে ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর এবং নতুন ভবনে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন শাখা কার্যকর ভাবে সাজানোর মাধ্যমে ওয়ারপো লাইব্রেরীকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পানি সম্পদ লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রে উন্নীত করণের কাজ চলমান রয়েছে।	চলমান
৭।	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ফর ব্রহ্মপুত্র ব্যারেজ প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান
৮।	জাতীয় পানি সম্পদ প্রকল্প (এনডব্লিউআরডি) প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান

ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন বিগত বছরের কার্যক্রমসমূহ

৫.১ ওয়ারপোর নিজস্ব স্থায়ী ভবন

ওয়ারপোর নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে কার্যকরী এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম একটি স্থায়ী অফিস ভবন দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০১-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় এ বিষয়য়টি আলোচিত হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৭২, গ্রীণ রোড চত্বরে বাপাউবো-এর আনুমানিক ২৪ কাঠা পরিমাণ জমিতে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-এর নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে ওয়ারপো ও বাপাউবো-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা অনুসারে বাপাউবো-এর ঢাকা প ও র বিভাগ-২ এর তত্ত্বাবধানে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে ওয়ারপো ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। বর্তমানে ১০ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২২০৬.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন ভবনটির চতুর্থ তলা পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে। ৪র্থ তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হওয়ায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) বর্তমানে ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫-এর নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে নিজস্ব নতুন এ ভবন থেকে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে।

৫.২ খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৬

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৫-এর খসড়ার উপর ৭টি মন্ত্রণালয়, ৪টি বিভাগীয় কমিশনার, ৩৭টি জেলা প্রশাসক, ৭টি সরকারি সংস্থা, ২টি বেসরকারি সংস্থা, ১টি আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে লিখিত মতামত পাওয়া গেছে। এছাড়া আঞ্চলিক পর্যায়ে মতামত সংগ্রহের জন্য ৬টি জেলায় মতবিনিময় কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়। লিখিত মতামত ও কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ/মতামত সমূহPanel of Expert (PoE)-এর বিগত ১২ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের সভায় উপস্থাপন করা হয়। PoE বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে যে সকল সুপারিশ করেছেন তার আলোকে খসড়াটি বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৬ নামে পুনর্গঠন করা হয়েছে।পুনর্গঠিত খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধিমালা-২০১৬ এর উপর চুড়ান্ত মতামত সংগ্রহের জন্য বিগত ২৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়েয় পক্ষ হতে ১২৫টি প্রতিষ্ঠানে ৪ঠা আগষ্ট ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে এ খসড়ার উপর চুড়ান্ত মতামত প্রেরণের নিমিত্ত ১৬ জুলাই ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.৩ কম্পিউটার ও তথ্য শাখা, ওয়ারপো

ওয়ারপোর কম্পিউটার ও তথ্য শাখা প্রধানত সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার এবং লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত। তন্মধ্যে, নিম্নোক্ত কার্যাবলী অন্যতম ঃ

১. জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ও সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)-এর উপাত্তসমূহ মেটাডাটাসহ সংরক্ষণ;

২. বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করণ;

৩. চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবহারকারীর নিকট জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডারও সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার এর উপাত্ত সরবরাহ করা;

৪. বিভিন্ন সংস্থার সাথে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক চুক্তি সম্পাদন করা;

৫. ওয়ারপো-কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা;

৬. ওয়েবসাইট হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা (ওয়েব-মেইল সহ);

৭. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার,সফটওয়্যার সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করা;

৮. সার্ভারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

৯. ডাটা ব্যাকআপ, আর্কাইভ কার্যক্রম গ্রহণ;

১০. ওয়ারপোর লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা সকল প্রকার ডিজিটাল ও হার্ডকপি (যেমন: রিপোর্ট, প্রেজেন্টেশন, সেমিনার পেপারস) রক্ষণাবেক্ষণ, অনলাইন লাইব্রেরী ক্যাটালগ হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ, রিপোর্ট স্ক্যানিং ও অন্যান্য কার্যসমূহ সম্পাদন করা;

১১. ই-গভর্নেন্স (আইসিটি পলিসি বাস্তবায়ন, ই-সেবা ইত্যাদি) ও ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

১২. ওয়ারপোর বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে প্রয়োজনীয় আইটি সার্পোট প্রদান করা।

২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসরে কম্পিউটার ও তথ্য শাখা কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

৬.১জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্প

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে ১৯৯৮-২০০১ সালে ওয়ারপোতে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে, "সমন্বিত উপকুলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ২০০৫ সালেসমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি) স্থাপিত হয়েছে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউআরডি-তে ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থ-সামাজিক, আবহাওয়া/জলবায়ু ও পরিবেশ এবং আইসিআরডি প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ, মানুষ ও সামাজিক অবস্থা, পরিকাঠামো ও সার্ভিসেস, অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স, প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে (www.warpo.gov.bd) এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি-র উপাত্ত ক্যাটালগে পোস্ট করা আছে । প্রতিটি উপাত্ত স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য, উপাত্ত নমুনা এবং মেটাডাটা ক্যাটালগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এই ওয়েবভিত্তিক উপাত্ত ভান্ডারসমূহ ওরাকল ১১ম এবং ASP.Net কাঠামো ব্যবহার করে আপগ্রেড করা হয়েছে । উভয় উপাত্তভান্ডার বাংলাদেশে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে ।

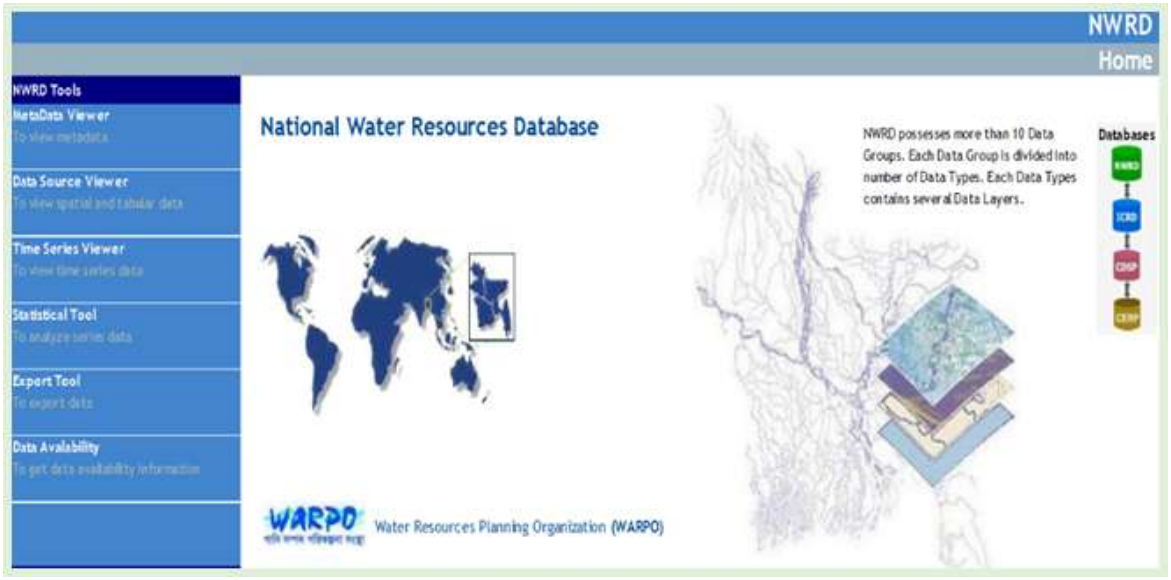

চিত্রঃ ওয়েব-এনাবলড্ এনডব্লিউআরডি

সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ভ্যালু-এ্যাড ও গুণগতমান যাচাইপূর্বক উপাত্তভান্ডারে এনডব্লিউআরডি ফরম্যাটে' আর্কাইভ করা হয়েছে। এ যাবৎ, এনডব্লিউআরডি তে ৫৪৩ টি এবং আইসিআরডিতে ৫৫৯ টি জিআইএস, টাইম-সিরিজ ও টেব্যুলার উপাত্ত স্তরের ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি উপাত্তস্তরের জন্য মেটাডাটা ও বান্ডিল তথ্য প্রস্তুত করা হয়েছে । উপাত্ত ছাড়াও উভয় উপাত্তভান্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মেটা-ডাটাবেজ, টুলস ও বিশ্লেষিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা আছে । এছাড়া, দেশের পানি খাত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প-উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ব্যবহারের উদ্যোগ হিসাবে Coastal Embankment Rehabilitation Project (CERP) এবং Char Development and Settlement Project (CDSP)-এর উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউআরডিতে উপ-অংশ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে। ওয়ারপো জুন ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এনডব্লিউআরডি হালনাগাদ এবং উন্নতকরণের জন্য বিশ্বব্যাংকের কারিগরী সহায়তায় পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের (ওয়ামিপ) অধীনে উপাত্তসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়াবলী হালনাগাদ করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (MoU), ওয়েব-বেজড এনডব্লিউআরডি এবং আইসিআরডি টুলসসমূহ উন্নতকরণ, এনডব্লিউএমপি প্রোগ্রাম সমূহের বাস্তবায়ন কাজের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ওয়েব-বেজড ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি সফটওয়্যার তৈরী, উন্নত উপাত্ত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক, সারাদেশের Ground Control Point (GCP) ডাটাব্যাংক প্রস্তুত, ওয়ারপোর উপাত্ত সরবরাহ নীতিমালা (Data

Dissemination Policy of WARPO) এবং উপাত্ত সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, ওয়ারপোর কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কার্যসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ সময়কালে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে:

ক) উপাত্ত মান নির্দেশিকা প্রণয়ন

পানি সম্পদ সম্পর্কিত টাইম-সিরিজ ও জিআইএস উপাত্তের গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বিত পদ্ধতি নিশ্চিতকরণে ওয়ারপো "Time Series Data Quality Control Guideline (For Hydro-meteorological Data)" এবং "Guidelines on NWRD Spatial Data Quality" শীর্ষক দুটি নির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে (www.warpo.gov.bd) । নির্দেশিকা দুটি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার ব্যবহারের জন্য ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে সংযোজন ও ৩২ (বত্রিশ) টি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে ।

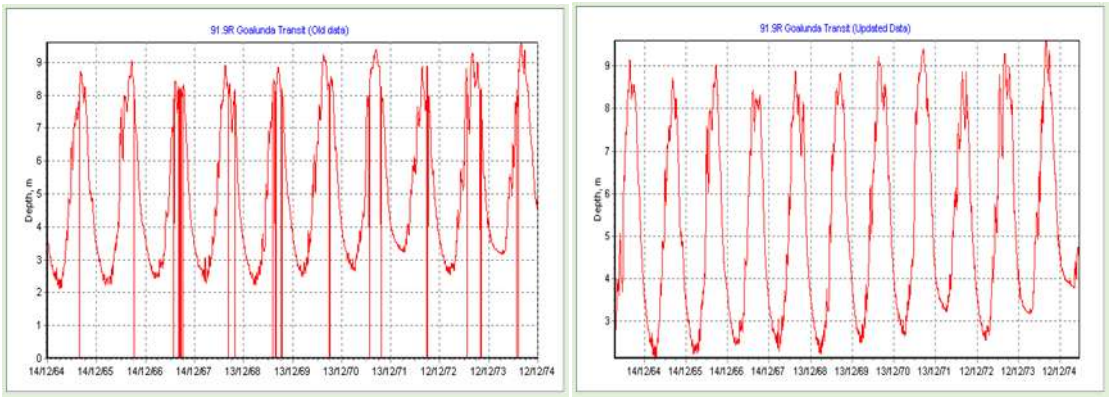

চিত্র: উপাত্ত মান নির্দেশিকা অনুযায়ী গুণগতমান যাচাই

খ) বিভিন্ন সংস্থার উপাত্ত তালিকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

সারাদেশের বিভিন্ন সংস্থায় রক্ষিত উপাত্ত ও উপাত্তভান্ডারের তালিকা, উপাত্ত সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা, উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ (need assessment), ব্যবহৃত সফটওয়্যার ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থায় প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রেরণ করে এবং ৩৯ (উনচল্লিশ) টি সংস্থার তথ্য সম্বলিত 'Data Inventory and Data Need Assessment Report for NWRD & ICRD' চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে ।

গ) বিভিন্ন সংস্থায় রিমোট সেন্সিং ইমেজের তালিকা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

ওয়ারপো, জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন সংস্থার রিমোট সেন্সিং ইমেজের তালিকা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিনিময় ব্যবস্থাপনা, ব্যবহৃত সফটওয়্যার, ভবিষ্যৎ চাহিদা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে ।

ঘ) উন্নত উপাত্ত ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক

ওয়ারপো দেশের পানি সম্পদের উন্নত উপাত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতার নেটওয়ার্কিং বিষয়ক একটি নির্দেশিকা "Establishment of Co-operative Inter-agency Networking for Improved Data Management" প্রস্তুত করেছে। উল্লেখিত নির্দেশিকা এবং প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার ব্যবহারের জন্য ওয়ারপোর ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে।

ঙ) ওয়ারপো কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে ওয়ারপোর কর্মকর্তাবৃন্দকে "Time Series Data Quality Guideline" অনুসরণে উপাত্তের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে Data Validation, Consistency Checking, Data Infilling, Correlation Analysis, Trend Detection & Analysis, Frequency Analysis বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল ।

সংস্থার ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

ক) ওয়েব-বেজড ডিজিটাল আর্কাইভ সফটওয়্যার প্রস্তুত করণ

ওয়ারপোর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক ডকুমেন্টের ডিজিটাল কপি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনমতো সহজে ও দ্রুততার সাথে অনুসন্ধান ও ব্যবহারের লক্ষ্যে ওয়ারপোর একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কর্তৃক ওয়েব-বেজড ডিজিটাল আর্কাইভ সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।

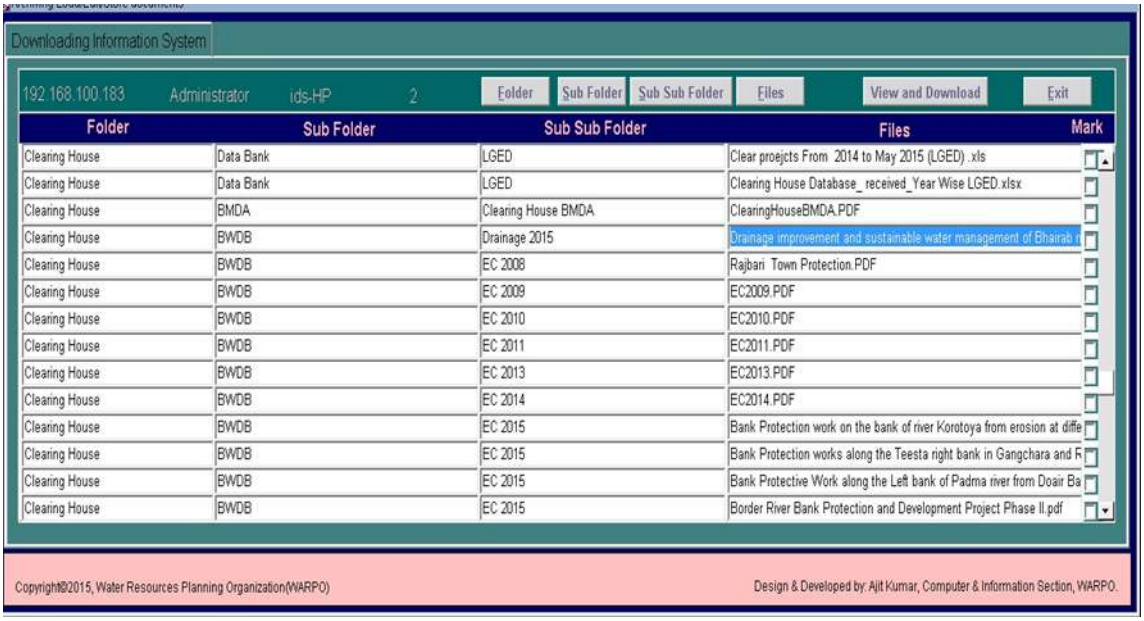

চিত্রঃ ওয়ারপোর ওয়েব-বেজড ডিজিটাল আর্কাইভ সফট্ওয়্যার

খ) ওয়ারপোর উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

২০১৫-২০১৬ সময়কালে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার প্রস্তাবিত বিষয়ে ওয়েব-বেজড টুলস, নলেজবেজ ইত্যাদি সহযোগে ওয়ারপোর ডায়নামিক ওয়েবসাইট গঠন, অনলাইনের মাধ্যমে জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (NWRD) এর উপাত্ত সংগ্রহ ও বিতরণ করা, ডাটা প্রাপ্যতা (Data Availability) ও অন্যান্য টুলসমূহ ইন্টারনেটে স্থাপন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন, ওয়ারপোর লাইব্রেরী ডকুমেন্টসমূহ স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর করা এবং ওয়ারপো লাইব্রেরীর ডিজিটাল ডকুমেন্ট বিতরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা, ওয়ারপোর লাইব্রেরীতে পানি সম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট News Clipping এর ডিজিটাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা, জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ওয়েব পোর্টালে (http://eprocure.gov.bd) সংযুক্ত হওয়া, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ সম্পর্কে স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে জেলা, উপজেলা/ পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রেরণ, দেশের পানি খাতের উপাত্ত সংগ্রাহক ও সংরক্ষক বিভিন্ন সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'Co-operative Inter-agency Networking for Improved Data Management' শীর্ষক কমিটি গঠন, ওয়ারপোর বিভিন্ন প্রকল্প, কার্যাবলী ও সেবায় উদ্ভাবন প্রক্রিয়া বিষয়ে মতামত/ আইডিয়া গ্রহণের জন্য ই-মেইল ব্যবহার এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যম যেমন-ফেইসবুক পেজ খোলা ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৬.৩ 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার(এনডব্লিউআরডি)' এর উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ ধারা ৭(ছ), জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ (ধারা ৫.ঘ.৪) অনুযায়ী ও জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে চাহিদামাফিক উপাত্ত সরবরাহ করা ওয়ারপোর অন্যতম একটি প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তাবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে দেশী বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর উপাত্ত সমূহ ব্যবহার করছেন।

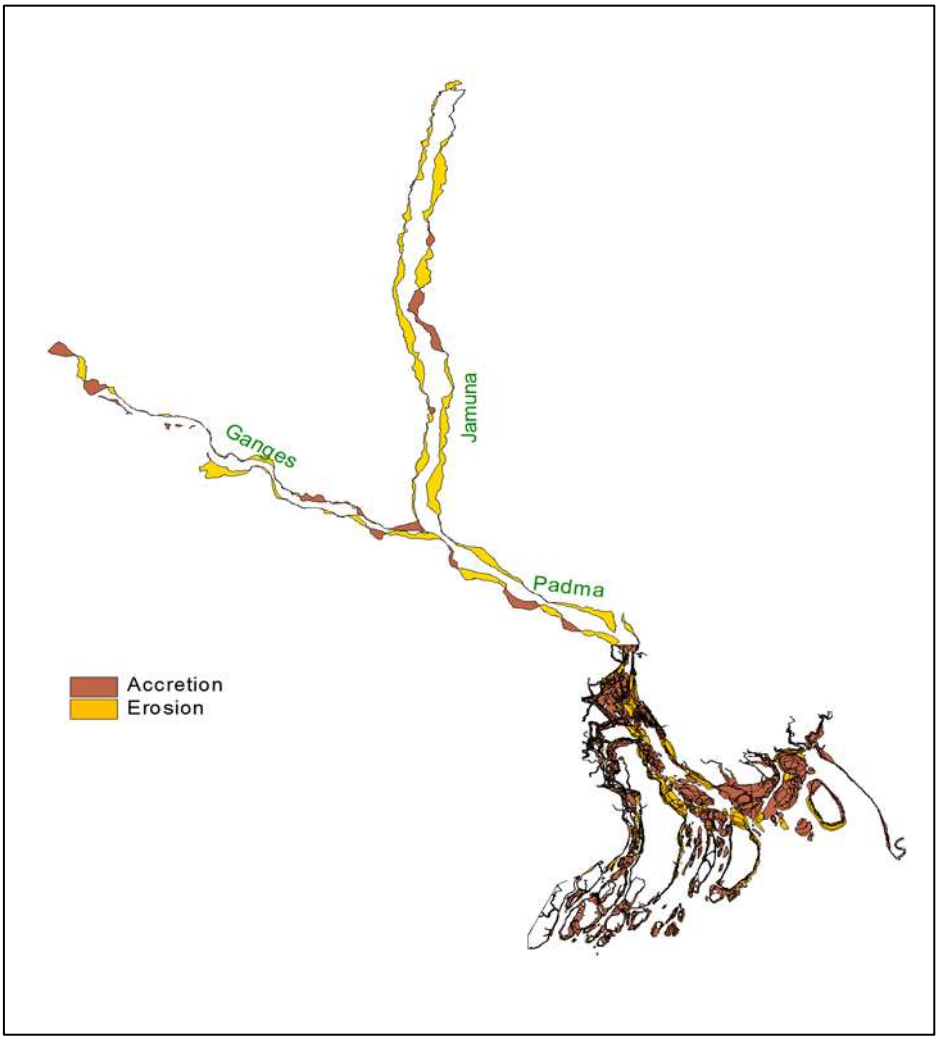

চিত্রঃ এনডব্লিউআরডিতে বিদ্যমান **Erosion and Accretion (১৯৭৩-২০১৪) in Main Rivers**

২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লুইজিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় ইউএসএ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বন অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি অধিদপ্তর, এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, ক্রিড এনার্জি অ্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর, মট ম্যাকডনাল্ড কন্সালট্যান্ট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, প্রভৃতিসহ মোট ২৩ (তেইশ) টি দেশী ও বিদেশী সংস্থাকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

নিজস্ব স্থায়ী ভবনে কার্যকর ও সহায়ক তথ্য সেবা নিয়ে ওয়ারপোর "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"

নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়েওয়ারপো দ্রুততমসময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে।এর"ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" হার্ড কপি, ডিজিটাল কপি, তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ, সহায়ক রিডিং স্পেস, জার্নাল, ফটোকপি, হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশন সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নাল-এর তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে ওয়ারপো"র " ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বইয়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ডিজিটাল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সব চেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তরের মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১১৩ টি নতুন বই ওয়ারপো-র এ লাইব্রেরীতে সংযোজিত হয়েছে এবং BUET, IWM, BWDB (Rajshahi office), Delta Plan, RRI এর প্রতিনিধিবৃন্দ সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ারপোর লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

ক্লিয়ারিং হাউস হিসাবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরী বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি-কে সহায়তা করে। এছাড়াও জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। এছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ও আনয়নে সচেষ্ট থাকে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসি-এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করে।

২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (মে ২০১৬ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)-এর মোট ১৮৪ (একশত চুরাশি) টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। তম্মধ্যে চলতি বছর এ পর্যন্ত(জানুয়ারী ২০১৬ হতে মে ২০১৬ পর্যন্ত) ৩০ (ত্রিশ) টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০১৫-১৬, জুলাই ২০১৫ হতে মে ২০১৬ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪৭ (সাত চল্লিশ)টি এবং বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর ২ (দুই) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে।এছাড়া ওয়ারপো ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৩ (তিন) টি, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২ (দুই) টি এবং বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২ (দুই) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমুহের কারিগরী দিক পর্যালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি পরিহারেরজন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অতীব প্রয়োজন। ওয়ারপো তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ওয়াপোতে বিদ্যমান "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ওয়ারপো পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ) এর আওতায় অতিরিক্ত কর্মসূচি হিসেবে ওয়ারপোর এই পরীক্ষামূলক প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি প্রয়োজনীয় টুলস ও তথ্যভান্ডার স্থাপনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরো বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংস্থার লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেয়া বর্তমান সময়ের দাবি।

বিগত বছরে গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

৯.১ Scenario Development in Integrated Water Resources Management: Coping with future challenges in Bangladesh প্রকল্প ঃ

"Scenario development in Integrated Water Resources Management:Coping with future challenges"শীর্ষক প্রকল্পটি নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক অনুকূলে (NICHE-এর অর্থায়নে এবং NUFFICএর তত্ত্বাবধানে) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাসহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিইজিআইএস এবং নেদারল্যান্ডের UNESCO-IHE, Wageningen URওDeltares সম্পৃক্ত রয়েছে। চার বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৩ হতে শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারী ২০১৭-এ সমাপ্ত হবে। বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মত কঠিন সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ পরিস্থিতিকে সামাল দিতে হবে। এ প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হল সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ নির্ণয়পূর্বক তা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করা। প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে এই লক্ষ্যে গবেষণা, জ্ঞান চর্চা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলায় Scenario analysis এর মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার কৌশল বিষয়ে নীতি নির্ধারণী সংক্রান্ত কর্মকান্ডে অবদান রাখার সক্ষমতা অর্জন করা। প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত www.warpo.gov.bd তে বর্ণিত আছে।

বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম সমূহ

১০.১ স্থানীয় : প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার

ওয়ারপো সৃষ্টির পর থেকেই প্রয়োজনীয় পেশাজীবীদের নিয়োগ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে শূন্য পদে জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াও ওয়ারপোর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ দেশে ও বিদেশে কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা
১	২০১৫-২০১৬	৯	৩১

১০.২ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৫-২০১৬	৮	১৫

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ওয়ারপোর প্রস্তাবিত প্রকল্প কার্যক্রমসমূহ

১১.১ Feasibility Study and Detailed Engineering Design of Brahmaputra Barrage:

ব্রহ্মপুত্র একটি প্রধান আন্তঃসীমান্ত নদী এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুষ্ক মৌসুমে মোট প্রবাহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এ নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এ প্রেক্ষাপটে উত্তর-পশিমাঞ্চলের পাশাপাশি উত্তর-মধ্যম অঞ্চলের পানি প্রবাহের বিষয়টি ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে। এ ব্যারাজ নির্মাণ করা হলে সামগ্রিকভাবে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূ-পরিস্থ পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে। এ অঞ্চলের নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে নৌ-চলাচলের উপযোগিতা আনয়ন, পানি দূষণ হ্রাস করা, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও বহুবিদ উপকারসহ গ্রামীণ জনগণের আয় ও

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (এনডব্লিউএমপি) ওয়ারপোকে ব্রক্ষপত্র ব্যারাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনা করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে। এমতাবস্থায়, বাহাদুরাবাদ বা এর আশেপাশে উপযুক্ত স্থানে অথবা মূল ব্রক্ষপুত্র নদীর সাথে পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদীর সংযোগস্থলের ৫ কি.মি ভাটিতে প্রস্তাবিত ব্রক্ষপুত্র ব্যারাজ নির্মাণের জন্য উচ্চ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরামর্শক ও দক্ষ জনবল স্থানীয় (জাতীয় অভিজ্ঞ) পরামর্শক এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শক সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইনের কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার জন্য আলোচ্য প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করা হয়েছে। ওয়ারপোর প্রস্তাবিত উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল চার বছর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২.৭২৫ কোটি টাকা।

১১.২ জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি):

ওয়ারপো পানি সম্পদ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামষ্টিক কাঠামোগত নির্দেশনা সম্বলিত প্রতিপালন প্রণয়ন করা সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ। গত ২০০১ সালে সর্বশেষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রণীত হয় এবং প্রতি ৫ বৎসর অন্তর এই পরিকল্পনা হালনাগাদ হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) অনুমোদনের পর নতুন নতুন বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গৃহীতব্য বিভিন্ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া এনডব্লিউএমপি প্রস্তুতিতে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণসহ পার্শ্ববর্তী দেশসমুহের সাথে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক নীতি ও কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও কৌশলগত পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নতুন আঙ্গিকে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। তাই এনডব্লিউএমপি কে ভিত্তি ধরে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি আইন,২০১৩-এর অনুচ্ছেদ ১৫ এ বর্ণিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নতুন দৃষ্টিকোণের আলোকে জাতীয় পানি সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ, বন্টন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জসমুহ অন্তর্ভূক্ত করে এনডব্লিউআরপি প্রস্তুত করা। এনডব্লিউআরপি প্রস্তুতিতে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রোগ্রামগুলোকে পরিমার্জিত করে পরিকল্পনার চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলকে বিবেচনা করা হবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রকল্পটির পিইসি সভা গত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং তা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল তিন বছর এবং প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পের প্রক্কলিক ব্যয় ৪৮.৬৩ কোটি টাকা।

১১.৩ Research on the Morphological process under Climate Change, Sea level Rise and Anthropogenic Intervention in the Coastal Zone (চলমান প্রকল্প)

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য সমীক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করবে। জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, বন্যা ও নদী ভরাট উপকূলীয় অঞ্চলের একটি অন্যতম সমস্যা। প্রায়োগিক গবেষণা এবং তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ এর সমাধানের উপায়। এ লক্ষ্যে ওয়ারপো "Research on the Morphological process under Climate Change, Sea level Rise and Anthropogenic Intervention in the Coastal Zone" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প প্রস্তুত করেছে। এ গবেষণা জলাবদ্ধতা বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা হ্রাস করবে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উপকূলীয় অঞ্চল তথা গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্র ডেল্টা সিস্টেমের জলবায়ুজনিত পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং মনুষ্যজনিত হস্তক্ষেপের ফলে কি ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয় তা বোঝা এবং তার প্রেক্ষিতে প্রভাব ও ফলাফল নির্ধারণ করা। উক্ত গবেষণা প্রকল্পটির বিষয়ে ওয়ারপো এবং পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (IWFM), বুয়েট এর মধ্যে ০১ জুন ২০১৬ খ্রি: তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদকাল ২ বছর। উক্ত গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক গুলো গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১১.৪ পানি সম্পদের হালনাগাদ অবস্থা বিশ্লেষণ

জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা (এনডব্লিউআরপি) প্রণয়ন ও বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পানি সম্পদের অবস্থা নির্ধারণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ামিপ প্রকল্পের

কম্পোনেন্ট-৩ বি-এস৩ এর আওতায় "Assessment of the State of Water Resources" শীর্ষক একটি সমীক্ষা কার্যক্রম জানুয়ারী ২০১৪ সালে শুরু হয় এবং মে ২০১৬ তে শেষ হয়। উক্ত সমীক্ষায় পানি সম্পদের উপাত্ত ও বিশ্লেষণসহ গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ বিষয়ে একটি তথ্য-ভান্ডার প্রণীত হয়েছে এবং এ সমীক্ষায় "Single Cell Thana Model (SCTM) ওRecharge Model" (ওয়ারপো মডেল) এর দ্বারা সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে পানির প্রাপ্যতা নির্ণীত হয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানির চাহিদা পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ বিশেষ বিশেষ এলাকাতেও নির্ণীত হয়েছে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে পানির দূস্প্রাপ্যতা এখনই বোঝা সম্ভব নয় যা ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়াতে বোঝা সম্ভব, তবে এখানে কতিপয় ঝুকিপূর্ণ অঞ্চল নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, আমদের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলগুলো বিগত কয়েক বছর যাবৎ মারাত্মক পানি সঙ্কট মোকাবেলা করছে কারণ ঐ অঞ্চলগুলোতে অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে এর স্তর যথেষ্ট নিচে নেমে গেছে। এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলগুলোতে লবণাক্ততার কারণে কৃষিক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এর কারণ হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়গুলো বলাই বাহুল্য। বিষয়গুলো বিবেচনা করে জরুরী ভিত্তিতে এনডব্লিউআরপি প্রণয়নকরা এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন ও সরকারের উচ্চপর্যায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর মাধ্যমে ওয়ারপো বিগত অর্থবছরে যে সকল কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের কার্যকর মানোন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করেছে সেগুলো হলোঃ সমন্বিতভাবে সামষ্টিক পানি সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহে NWRD এবং ICRD-এর উপাত্ত সমূহ সরবরাহ করা; দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন; দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন; তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন; আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ইত্যাদি। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিয়মিত ভাবে প্রতি ৩ মাস অন্তর (২০১৫- ২০১৬ অর্থবছরে মোট ৪ টি) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।



নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট

ফরিদপুর

www.rri.gov.bd

চতুর্থ অধ্যায়

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই),ফরিদপুর

পরিচিতি

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। এটি একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। পদ্মা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা এ দেশের অন্যতম প্রধান ৩টি নদী। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাসসহ ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ অঞ্চলের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ (বার) একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার স্থাপন করে এবং এটিকে সেচ পরিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করে।

পরবর্তী কালে ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের জন্য পানি সম্পদ কৌশলের বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) এ রূপান্তর করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটউট-এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ (পাচঁ) কিলোমিটার দূরে ঢাকা- বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ (ছিয়াশি) একর জমি অধিগ্রহণ করে ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটউট-এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে নগইকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ হতে আলাদা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরাসরি ন্যস্ত করে।

নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

- নদী শাসন, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;
- নদী শাসন, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;
- উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;
- নগইর কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং
- উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর

ন্যাস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক, নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং **ইনস্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা**।

নগই পরিচালনা বোর্ড

বর্তমান পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি	চেয়ারম্যান
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর	-	সদস্য (শূন্য)
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	মোঃ আবদুর রহমান, ফরিদপুর-১	সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ডঃ জাফর আহমেদ খান	সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	অশোক মাধব রায়	সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ড. সাইফুল ইসলাম	সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর	সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা প্রফেসর, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী	প্রকৌশলী মোঃ সেলিম ভূঞা অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ওয়ারপো	সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	ডঃ প্রকৌঃ মোঃ লুৎফর রহমান	সদস্য-সচিব

নগই'র কর্মকান্ড ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্টাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে ১ (এক) জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষা শেষে প্রত্যাবর্তন করে নগইতে যোগদান করেছেন। প্রতি বছর নগইর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশে-বিদেশে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১জন কর্মকর্তা জাপানে প্রজেক্ট রিসার্চ সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জন এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল ১৯৮ জন। নগইর কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

২. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

৩. প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

নগই'র পরিদপ্তরভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে।

(১) রিভার এন্ড কোস্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ এ বিভাগের মাধ্যমে নদী শাসন, নদী ভাঙ্গণরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ভৌত মডেলে নদীর বিভিন্নProcessসমূহ বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় এবং বিভিন্নHydraulic Structureএর কার্যকারিতা নির্ণয় করা যায়।

(২) হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ এ বিভাগের মাধ্যমে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বিভিন্ন কাঠামো যেমন ঃ ব্রীজ, ব্যারেজ, স্লুইস, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান নির্ধারণসহ নকশা কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

(৩) ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ এ বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত মডেল স্টাডি

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
১	মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগাধীন মনু নদীর উপর রাজাপুর ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে কুলাউরা-পৃথিমপাশা-হাজিপুর-শরীফপুর রোডের হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি	মৌলভীবাজার রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর।	কাজটি সম্পাদন পূর্বক ক্লায়েন্ট বরাবর ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে।

রাজাপুর ম্যাথ মডেল স্টাডিরComputational grids, water depths, velocity fieldsইত্যাদি নিম্নবর্ণিত ছবিসমূহে দেখানো হলো ঃ

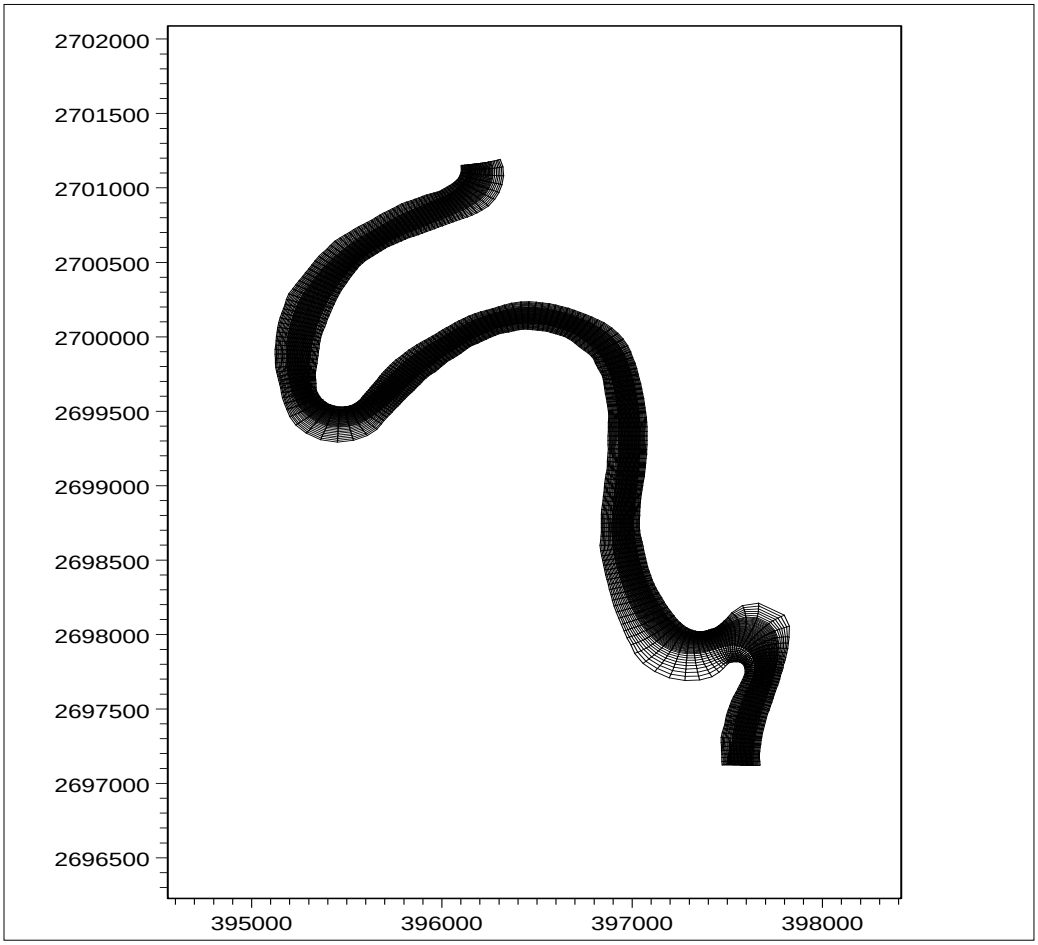

Computational grid for model calibration and short and medium-term simulations

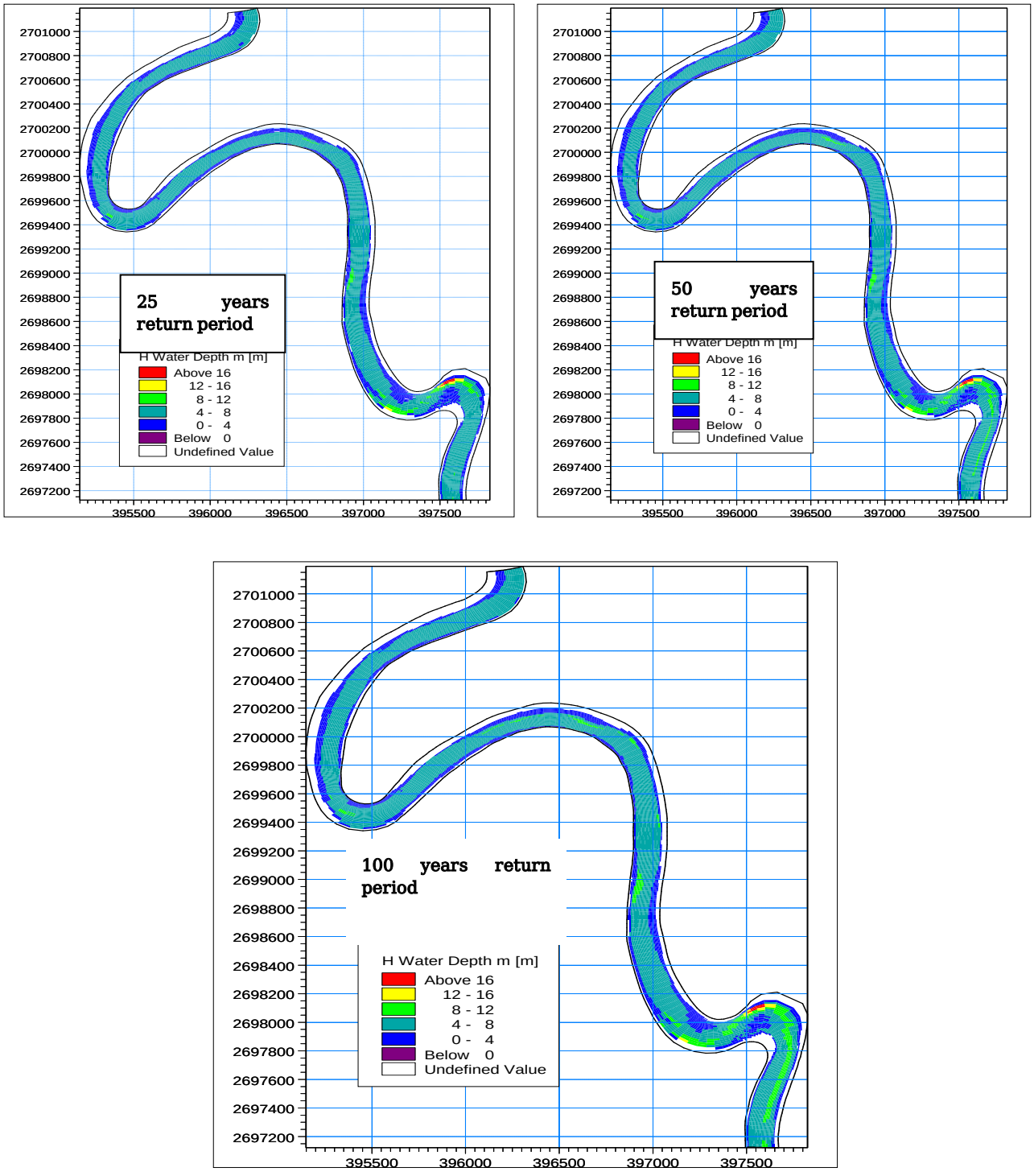

Water depths at upstream and downstream of the proposed bridge location for different return period discharges

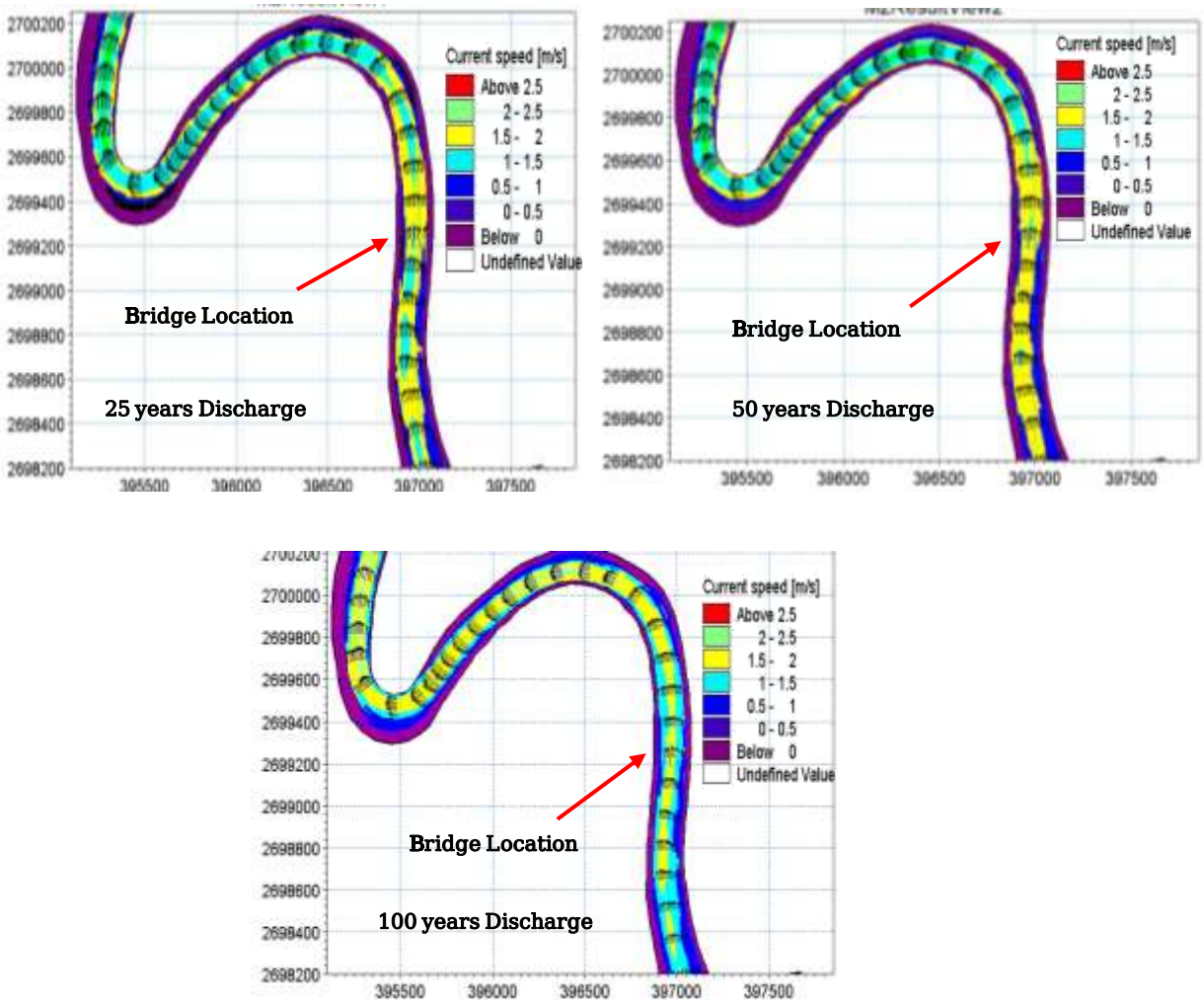

Velocity fields at and around the bridge for different return period discharges

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কাজ

নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে সাশ্রয়ী ও টেকসই সমাধান খুঁজে বের করার নিমিত্ত দুই বছর মেয়াদী (জুলাই/২০১৪ খ্রিঃ হতে জুন/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত)"Investigation on launching characteristics of different materials to find out the cost-effective and sustainable solution of river bank protection"শীর্ষক গবেষণা কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলlaunching material-এ বিভিন্ন ধরণের উপাদান যেমন ঃ স্টোন, সিসি ব্লক ও জিও-ব্যাগ এর কার্যকারীতা নির্ণয় করা।গবেষণাহতে প্রতীয়মান হয় যে, জিওব্যাগ ও সিসি ব্লকের তৈরী কম্বাইন্ড লাউঞ্চিং এ্যাপ্রোন, শুধুমাত্র জিওব্যাগ বা শুধুমাত্র সিসি ব্লক দিয়ে তৈরী লাউঞ্চিং এ্যাপ্রোনের চেয়ে ভাল কাজ করছে। উক্ত গবেষণা বিষয়ের উপর নগইতে গত ২০/০৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত গবেষণা কাজের কতিপয়Test Run,পরিদর্শন ও সেমিনারের ফটোগ্রাফ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

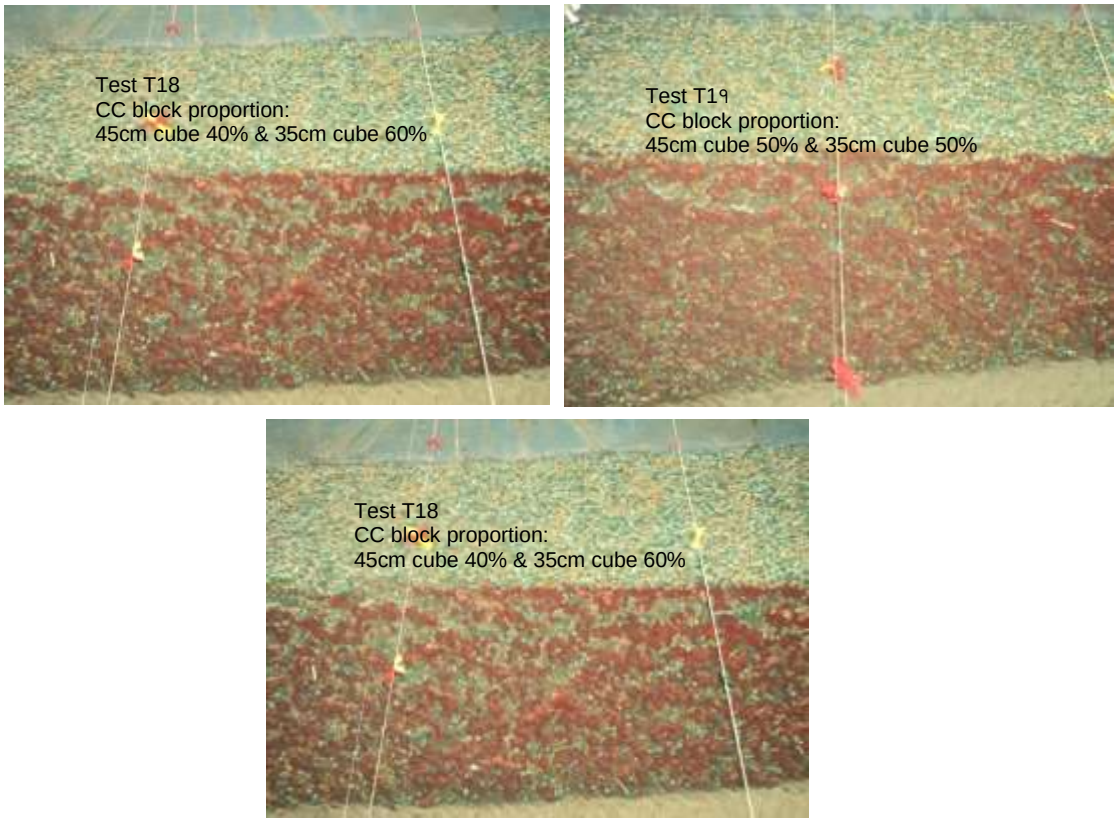

Figure 5: Launching behavior of composite materials for different CC block proportion.



Ms. Sayeeda Nazneen, Chief Engineer (Design), BWDB and Mr. Md. Motaher Hossain, SE, Design Circle-6, BWDB observing the research model at RRI on 20.06.2016.



Seminar on "Investigation on launching characteristics of different material to find out the cost-effective and sustainable solution of river bank protection" held at RRI

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চলমান মডেল স্টাডি

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
১	সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন প্রস্তাবিত সাচনা-গোলকপুর রোড নির্মাণের লক্ষ্যে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং এর মাধ্যমে হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি করা।	সুনামগঞ্জ রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর।	মে ২০১৬ খ্রিঃ মাসে চুক্তি হয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। গত ১৫/০৬/২০১৬ ইং তারিখেInception Report Clientবরাবর দাখিল করা হয়েছে।
২	নদী তীর ভাঙ্গন রোধে কংক্রীট ব্লক ম্যাট এবং ফিল্টারসহ ডাম্প কংক্রীট ব্লকের কার্যকারিতা নিরূপণে স্ট্যাডি করা।	বাপাউবো	বিগত ০৬/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাপাউবো এবং নগইর মধ্যে উক্ত কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।বর্তমানে Inception Reportপ্রণয়ন এবং স্টাডির কাজ চলছে।
৩	কুড়িগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন প্রস্তাবিত ভুড়ুঙ্গামারি-সোনাহাট-মাদারগঞ্জ-বিতরবান্ধ-নাগেশ্বরী রোডের ৫ম কিলোমিটারে দুধ কুমার নদীর উপর সোনাহাট ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি করা।	কুড়িগ্রাম রোড ডিভিশন,সওজ অধিদপ্তর।	বিগত ১৪/০৬/২০১৬খ্রিঃ তারিখে নগই এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে কাজটি চলমান রয়েছে।

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চলমান গবেষণা কাজ

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার শেষ প্রান্তে মহানন্দা ও পদ্মা নদীর সংযোগস্থলে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতার কারণ অনুসন্ধান ও তা নিরসনের জন্য"Hydro-morphological study of the Mahananda River in Bangladesh with focus on problems and probable solutions of dry season flow scarcity" শীর্ষক গবেষণা চলছে।

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজসমূহ

ক্রমিক নং	মডেলের নাম	ক্লায়েন্টের নাম	কাজের অবস্থা
১	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্নিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর রক্ষার্থে ভৌত মডেল স্টাডির কাজ।	বাপাউবো	মডেল স্টাডি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তিপত্রের খসড়া নগই কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল বরাবর দাখিল করা হয়েছে এবং শীঘ্রই চুক্তি সম্পাদিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
২	দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন প্রস্তাবিত বীরগঞ্জ-কাহারুল রোডের ১১তম কিলোমিটারে পুনর্ভবা নদীর উপর কাহারুল ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি।	দিনাজপুর রোড ডিভিশন, সওজ অধিদপ্তর	শীঘ্রই ক্লায়েন্ট বরাবর আর্থিক প্রস্তাব পাঠানো হবে।
৩	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ এর অধীনে গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিকলি-সোহারমুল-করিমগঞ্জ রোড এবং গুনোদ্ধর জিসি-মজলিসপুর জিসি রোড উন্নয়নের লক্ষ্যে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্ট্যাডি।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ	শীঘ্রই ক্লায়েন্ট বরাবর আর্থিক প্রস্তাব পাঠানো হবে।
৪	(ক) ব্যাম্বো বান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলা এবং শেরপুর জেলার নদী তীর সংরক্ষণ পাইলট প্রকল্প। (খ) জামালপুর জেলার সদর, মেলানদহ ও ইসলামপুর উপ-জেলার নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ পাইলট প্রকল্প।	বাপাউবো	(ক) উক্ত বান্ডেলিং প্রকল্প প্ল্যানিং কমিশনের সবুজ পাতায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন করে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) উক্ত প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে।

১. সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ এ বিভাগের মাধ্যমে মাটির প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

২. ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ এ বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩. সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুশান বিভাগঃ এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশ্লেণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্ত সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য এ দপ্তর হতে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান প্রেষণে প্রেরণ করা হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

১. সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ৪৫৩৭টি মৃত্তিকা নমুনার প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

২. ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত ১৫৩টি নমুনা কংক্রীট ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়

৩. সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ৩৬০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।



Triaxial Shear Test Apparatus used for determining Shearing strength of soil



CBR Test Apparatus used for determining bearing capacity of soil



Atomic Absorption Spectrometer used for determining heavy metals of soil and water sample



Universal testing machine used for testing of MS rod, flat bar, concrete cylinder, block etc.

বর্তমানে জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য গবেষণাসমূহ

নগই কর্তৃক ২০১৪-২০১৬ দুই বছর মেয়াদী “Assessment of river pollution around Dhaka and find out the ways to alleviate pollution”শিরোনামে একটি গবেষণা কাজ অত্র অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে । নদী দূষণের মাত্রা ও প্রতিকার নির্ণয়ের লক্ষ্যে ঢাকার চার পাশের বুড়িগঙ্গা, বংশী, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বালী ও কর্নতলী নদী সমূহকে গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, নদী দূষণের মাত্রা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরেরStandard মানের চেয়ে বেশী রয়েছে। তবে বর্ষা মৌসুমে দূষণের মাত্রা অনেকটা কম হলেও কিছু Toxic metal এর আধিক্য থাকে। বংশী নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারলে ঢাকার আশেপাশের নদীগুলোর পানির দূষণের মাত্রা হ্রাস পাবে। Toxic metalযেহেতু পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার পরও পাওয়া যাচ্ছে সেহেতু শিল্প-কারখানার বর্জ্যসহ অন্যান্য বর্জ্য নদীতে ফেলার আগে ETPএর মাধ্যমে পরিশোধন করে ফেললে দূষণের মাত্রা কমে যাবে। গত ২৯/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে গণ্যমান্য ও বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে এই গবেষণা কাজের উপর একটি সেমিনার নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়েছে।



Water Sample preparation for laboratory test in connection of titled research



Seminar on “Assessment of river pollution around Dhaka and find out the ways to alleviatepollution”

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটে“Hydro-Morphological and Environmental Study of the Karnaphuli River” শীর্ষক একটি গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। পানি নমুনার In-situ test (dissolve oxygen, total dissolved solid, EC, salinity, resistivity) সম্পন্ন করা হয়েছে। Hydrological data (Cross section, velocity) সংগ্রহ করা হয়েছে। পানি ও মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে Heavy/Toxic metal (HM) detection I Hydrological data analysis-এর কাজ চলছে।

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে ছয়টি শাখা রয়েছে। যথাঃ লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, ভান্ডার, সংস্থাপন এবং নিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট-এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়)

প্রাপ্তি		ব্যয়	
বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
সরকারি অনুদান	১০৭১.৩২	সংস্থাপনঃ ➢ কর্মকর্তাদের বেতন ১৮৯.০৭ ➢ কর্মচারীদের বেতন ২৯৪.৬৫ ➢ ভাতাদি ৩৫৩.৩৭ ➢ সরবরাহ ও সেবা ১৭১.৪৭ ➢ মেরামত ও সংরক্ষণ ৩৭.৯৪ ➢ মূলধন ব্যয় ২৪.৮২ ➢ নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় ১৮.৩৪	১০৮৯.৬৬
মডেল স্ট্যাডি বাবদ	১০.৫৬	মডেল স্টাডি বাবদ	৯.৫৫
মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফি	৬০.৭৭	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষা বাবদ	৩০.৫৩
অন্যান্য	২২.১১	অব্যয়িত টাকা ফেরৎ	-
	১১৬৪.৭৬	উদ্বৃত্ত (+)	৩৫.০২
			১১৬৪.৭৬

বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংস্থাসমূহের কর্মধারা আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া অধীনস্থ সংস্থাসমূহের সাথেও পাসম এর এপিএ স্বাক্ষরিত হয়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে নগই এর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নগই এর কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে ছক আকারে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	কর্মকান্ডের বিবরণ	পাসম এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি	মন্তব্য
১	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা	৬০০০	৫৮০০	
২	গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা	০৬	০৪	
৩	ভৌত মডেলের মাধ্যমে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা	০৫	০২	
৪	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্যদের পরামর্শ প্রদান	০৯	০২	
৫	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা	০৪	০২	
৬	রিপোর্ট, জার্নাল এবং সাময়িকী প্রকাশ	৮৫	৮০	
৭	গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	০৪	০৩	

নগই'র সুবিধাদি

(১) **উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ** নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার x ৪০ মিটার এবং বাকি ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার x ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওর্য়াকের সাথে সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওর্য়াকে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

(২) **ইনডোর মডেল এলাকাঃ** দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার x ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম রয়েছে।

(৩) **ল্যাবরেটরিঃ** জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্রো এন্ড জিও-কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি আধুনিক ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticatedল্যাবরেটরীও রয়েছে।

(৪) **রেস্ট হাউজঃ** নগইতে উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দুটি VIP ও ৮টি AC-যুক্ত কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধুনিক রেস্টহাউজ রয়েছে।

(৫) **অডিটরিয়াম/কনফারেন্স রুমঃ** নগইতে ৩০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটরিয়াম আছে। এ ছাড়া ৬০ জন ও ৩০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি কনফারেন্স রুমও আছে।

(৬) **জেনারেটরঃ** নগই REBএরপাওয়ারসাপ্লাই-এর সাথে সংযুক্ত। এর অতিরিক্ত নগইতে দুটি পাওয়ার জেনারেটর আছে। নগইতে REBএরপাওয়ারসাপ্লাই না থাকলে এগুলো নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

নগই'র প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটিবিজ্ঞান গবেষণা পেপার।এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর হচ্ছেঃISSN 1606-9277 এ ছাড়া নগই'র কার্যক্রমের উপর প্রতি বছর Annual Report এবং মাঝে মাঝে News Letter প্রকাশিত হয়।

যৌথ নদী কমিশন

বাংলাদেশ

www.jrcb.gov.bd



পঞ্চম অধ্যায়

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদী অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে যৌথ নদী কমিশন-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপক্ষ কাঠামো বিদ্যমান আছে। এ লক্ষ্যে সরকার ৪৮ জনবল বিশিষ্ট যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ গঠন করেছে। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৬ অনুযায়ী)

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
৩য় (নিজ বেতনক্রমে)	১	১	০
৪র্থ	১	১	০
৫ম	৩	২	১
৬ষ্ঠ	৬	৪	২
৯ম	৩	১	২
১০ম	২	১	১
১১তম	৩	১	২
১২তম	২	১	১
১৩তম	৩	২	১
১৫তম	৩	-	৩
১৬তম	১০	৫	৫
২০তম	১১	৬	৫
মোট	৪৮	২৫	২৩

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো

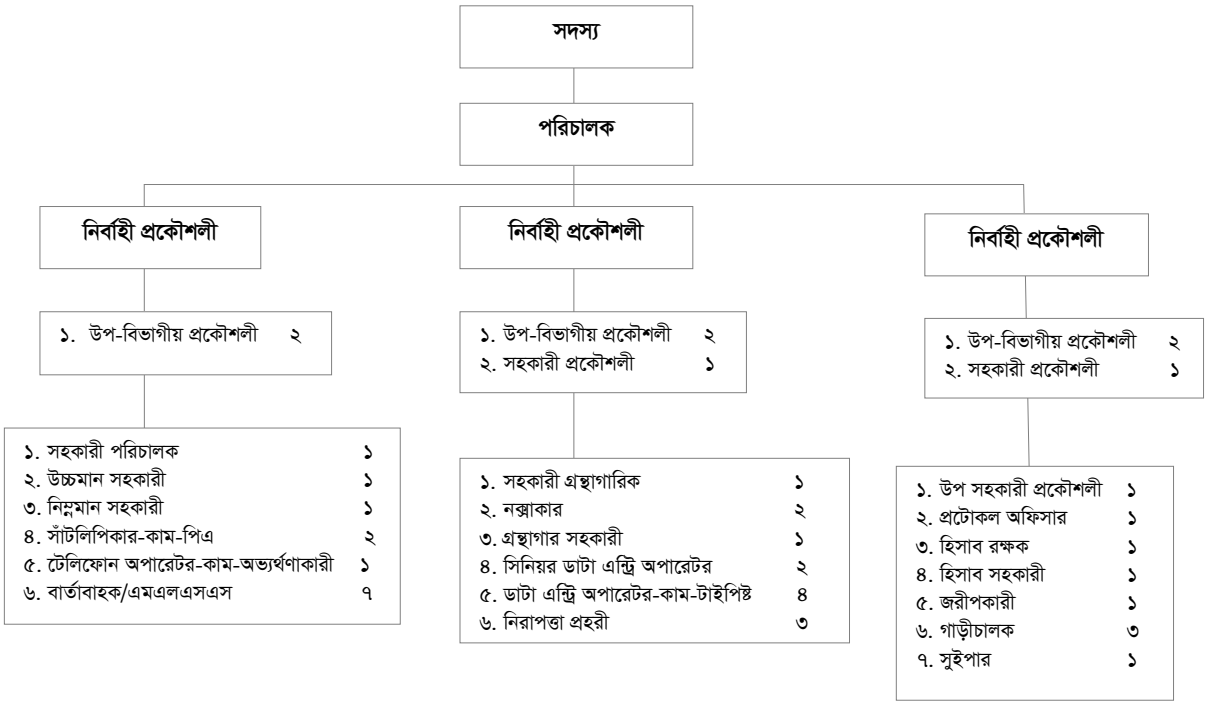

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস, আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকায় ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৭তম) সভা বিগত মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে :

- আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM)-এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট ও
- পানি সম্পদ সম্পর্কিত ওআইসি (OIC)-এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ সাল হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে। ২০১৬ সালের শুকনো মৌসুমেও (১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন করা হয়েছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৬ সালের শুকনো মৌসুমে হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৬২তম সভা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাসে ঢাকায় এবং ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৬৩তম সভা এপ্রিল, ২০১৬ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ২০১৫ সালের শুকনো মৌসুমের পানি বণ্টন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গত সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসে অনুষ্ঠিত কমিটির ৬১তম সভায় চূড়ান্ত করা হয়। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে।



বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে ভারতের চন্ডিগড়ে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৬১তম সভায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।



বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৬২তম বৈঠক শেষে বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী বিনিময়।



বিগত ১২ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির প্রতিনিধিদল কর্তৃক ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের ভাটিতে গঙ্গা নদীর প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন।

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯-এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যেই তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ঋৎধসবড়িৎশ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তা অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদী পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর দু'দেশের সদস্য, যৌথ নদী কমিশনকে পরবর্তী কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উভয় দেশের প্রস্তাব আলোচনাপূর্বক সচিব পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গত জানুয়ারি, ২০১২ মাসে ঢাকায় ও ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় প্যারামিটারের বিষয়ে আলোচনা হয়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ মাসে কোলকাতায়, মার্চ, ২০১৪ মাসে ঢাকায় এবং জানুয়ারি, ২০১৫ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকসমূহে উপরোক্ত নদীগুলোর পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রণয়নে সহযোগিতা করার জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরী পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা অব্যাহত আছে মর্মে দুই প্রধানমন্ত্রী অবগত হন এবং দ্রুত এ সকল নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে-১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে প্রেরণ করে। এছাড়া ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত বন্যা পূর্বাভাসের সময় বৃদ্ধিকল্পে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানে অবস্থিত স্টেশনসমূহের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত আছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এ ছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে বাংলাদেশেরএকটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনঃ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জলবিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনঃআশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃআশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাব গ্রুপের আওতায় সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অদ্যাবধি Mathematical Modelling ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো তথ্য উপাত্ত প্রাপ্ত হলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে বলেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এখন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পড়ে মর্মে অবহিত করেছেন।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ ৩০ টি সংযোগের মধ্যে ১৪ টি হিমালয়ান নদী ও ১৬ টি পেনিনসুলার নদীর সংযোগ অন্তর্ভূক্ত আছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

গত মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যার তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের নিমিত্ত সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মাসে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকটি জুন, ২০১৪ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ সংক্রান্ত

Implementation Plan গত মার্চ, ২০১৫ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের সচিব/ভাইস-মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে চীন সরবরাহ করেছে।

এছাড়া, সদস্য যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর নেতৃত্বে গত ০৫-০৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ চীনা প্রতিনিধিদলের সাথে পানি সম্পদ সহযোগিতা সম্পর্কিত একটি বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।



০৫-০৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে ঢাকায় পানি সম্পদ সহযোগিতা বিষয়ে চীনা প্রতিনিধিদলের সাথে একটি বৈঠক

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভূক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের একটি রূঢ় বাস্তবতা। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টির যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreementএর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা ক্ষতিয়ে দেখবে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনসহ সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইস্যুসমূহ নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়ন বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাদের Water Resources Management, International Water Law, Water Diplomacy, Transboundary River Management ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এর সহযোগিতায় বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উচ্চতর শিক্ষা, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতাসহ অন্যান্য কর্মসূচীর আওতায় যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কর্মকর্তাগণ বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা, কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন যার তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৫-২০১৬	৫	৯

এছাড়া, কমিশনের কর্মকর্তাগণ গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্থানীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৫-২০১৬	৯	১২

অন্যান্য কার্যক্রম

এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিশন International Commission on Irrigation & Drainage (ICID)-এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির এবং Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management (INWRDAM)ও Organisation of Islamic Cooperation (OIC)এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গত ২২ মার্চ, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ICID এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এবং BWDB, BUET, IWM, CEGISওBWP-এর সহযোগিতায়বাংলাদেশে বিশ্ব পানি দিবস, ২০১৬ উদযাপন করা হয়। বিশ্ব পানি দিবস ২০১৬ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "পানি ও কর্মসংস্থান"।



BANCIDকর্তৃক বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিতকর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম পি (মাঝে)

গত ১৭-১৯ মে, ২০১৬ খ্রিঃতারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে OIC ভূক্তদেশসমূহের পানি সম্পদ মন্ত্রীদের তৃতীয় সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এমপি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। সভায় মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় পানি সম্পদ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।



তুরস্কের ইস্তাম্বুলে OIC ভূক্ত দেশসমূহের পানি সম্পদ মন্ত্রীদের তৃতীয় সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম পি (মাঝে)

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ (আয়)	জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৫৯১.৫০ লক্ষ টাকা	৫১৯.১৫ লক্ষ টাকা	বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে মহার্ঘভাতা খাতে প্রয়োজন না থাকায় **৫.০০**লক্ষ টাকা অবমুক্তকরা হয় নাই। এছাড়া অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য খরচ কম হওয়ায় অব্যয়িত ৬৭.৩৫লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

www.dbhwd.gov.bd



ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রারম্ভিক কথা

হাওর ও জলাভূমি জীববৈচিত্রের উৎস। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য ছোটবড় জলাভূমি তথা বিল, ঝিল, হাওর, বাঁওড়, খাল, নদীনালা ইত্যাদি রয়েছে। জলাভূমি সমূহ ফসলের সেচের পানির আধাঁর, জলজ প্রাণী যেমনঃ বিভিন্ন ধরনের হাঁস, দেশীয় ও পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল।দেশের মোট উৎপাদিত ধান ও মাছের সিংহভাগ জলাভূমি অঞ্চল থেকে আসে। বায়ুমন্ডলের অধিক তাপকে কমিয়ে আনতে জলাভূমি সমূহ সাহায্য করে।জলাভূমি অঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, পশ্চাদপদতা তাদের নিত্যসঙ্গী। দেশের অর্থনীতিতে হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলসমূহের বিরাট ভূমিকা থাকলেও সার্বিক উন্নয়নের দিক থেকে এ অঞ্চল অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। অন্যদিকে জনসংখ্যার ক্রমশঃ চাপ ও অন্যান্য কারণে এ জলাভূমিগুলো দিনদিন ভরাট হয়ে সংকুচিত হচ্ছে। দেশের হাওর ও জলাভূমি সমূহ রক্ষায় ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে হাওর উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হলেও ১৯৮২ সালের উক্ত বোর্ডের বিলুপ্তি ঘটে। ২০০০ সালে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড পুনঃ গঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর,২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর ঘোষণার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর আলোকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড গঠন সংক্রান্ত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রিঃ তারিখে পাসম-উঃ৫/বিবিধ-১৯/২০০০/৩৮৩ নং স্মারক মূলে জারিকৃত রিজিলিউশন বাতিলক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৯ নভেম্বর ২০১৫খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৫৭.০২৮.০৩.০২.০১১.২০১০-২৮৪ নং স্মারক ও অর্থবিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৫ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ০৭.১৫৩.০২৯.০৬.০০.০১.২০১৫-০৩ নং স্মারকের সম্মতিক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৪২.০৩১.০২২.০০.০০.০২৫.২০১৫-২৭ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারী করে । প্রজ্ঞাপনটি ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ।

সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ ও উদ্বোধন

সুনামগঞ্জ জেলাস্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস চত্বরে ২,৫০,০০,০০০/- টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক অফিসের জন্য একটি তিন তলা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী,মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ভবনটি উদ্বোধন করেছেন।

কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস সংস্কার

কিশোরগঞ্জ জেলায় হাওর বোর্ডের পুরাতন অফিস জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেরামত শেষে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত অফিসে একজন অফিস সহকারী, একজন এম এল এস ও একজন গার্ড কর্মরত আছেন।

নেত্রকোনা আঞ্চলিক অফিস ভবন স্থাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নেত্রকোনা অফিস চত্বরে ২৪০ বর্গমিটার আয়তনের একটি জায়গা বাপাউবো-র কাছ থেকে পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত স্থানের Sub-soilinvestigation এর ফলাফলের ভিত্তিতে নকশা প্রণীত ও অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ভবন নির্মাণের প্রাক্কলন প্রণয়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৫ মে ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদের ১ম সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চামেলী হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কে কতিপয় সুনিদিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাওর ও জলাভূমি সমূহের উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ নিবিড় ভাবে মনিটরিং করার জন্য বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর পূর্ণ উদ্যোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো, সরঞ্জামাদি (টি ও এন্ড ই) ও নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী), ২০১৫ প্রণয়ন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য অস্থায়ী রাজস্বখাতে ৩১টি পদ এবং ২৪টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য সরকারের অনুমোদন রয়েছে। অনুমোদিত পদগুলো প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্র অধিদপ্তরের পূর্বের ৫৫ জনবল হতে ৮টি পদ বিলুপ্ত করে নতুন ৭১টি পদ সৃজনের জন্য সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও পরিচালক (জলাভূমি) হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের দুজন যুগ্ম-সচিব, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ও বিসিএস (ইকোনোমিক) ক্যাডার হতে দুজন কর্মকর্তা, উপপরিচালক পদে প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া অস্থায়ীভাবে নিয়োগের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ৩০ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

অধিদপ্তরের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
২০১৫-২০১৬	১৫৬.১	১৩৫.০০	১৩৭.০৭৫	১২৬.৬৬	

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

- Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরণ,জলজ FaunaওFlora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্তকরণ প্রদান কাজ। প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৫-জুন,২০১৬। প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতি ৪৫%।
- Model Validation on Hydro-Morphological process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির মডেল যাচাই করা হবে। এর ফলে ঐ অঞ্চলে বন্যার ঝুকি হ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৫- জুন, ২০১৭। প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতি ৩০%।
- Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona, and Kishorganj Districts-এ ৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরুপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক পানির আধার যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১৫-জুন ২০১৮। প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতি ০৫%।
- Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solutionঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে যে সব অবকাঠামো তৈরী করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর তাদের প্রভাব নিরূপণ করা হবে এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশ করা হবে। । প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালঃ ২০১৫-২০১৭। প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতি ০৫%।

- Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Frameworkঃএ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালঃ ২০১৫-২০১৭। প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতি ০২%।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

- Central Western Wetland Management and Livelihood Improvement Projectঃদেশের কেন্দ্রীয় পশ্চিমাঞ্চলের ০৬ টি (শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, যশোর, নড়াইল) জেলায় এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। বাস্তবায়নকালঃ ২০১৬-২০২৩। প্রকল্প প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পভূক্ত এলাকা সমূহের জলাভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষায় এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **বর্ণি বাঁওড় উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)ঃ** 'বর্ণি বাঁওড়' দেশের দক্ষিণাঞ্চলের গোপালগঞ্জ জেলার সদর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত। এটি মধুমতি নদীর একটি পরিত্যাক্ত/মৃত বাহু যার দৈর্ঘ্য ৯.০৫ কিঃমিঃ। উক্ত বাঁওড়ের গভীরতা আরও বৃদ্ধি এবং চারিপার্শ্বের রাস্তা উন্নয়ন এবং একে একটি দর্শনীয় ও চিত্ত বিনোদনের উপযোগী স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রকল্পটির ২য় পর্যায় প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প প্রস্তাবটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যাচাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তবায়নকালঃ ২০১৬-২০২০।
- Development of Water Retention Area at Digun Mouja, Mirpur, Dhaka, Bangladeshঃ ঢাকার মিরপুরস্থ দ্বিগুণ মৌজায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি বৃহৎ পতিত জলাধার উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নপূর্ব কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ও Norinco International, China-এর মধ্যে গত ৯ নভেম্বর, ২০১৫খ্রিঃ তারিখে একটি Non - binding MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির অর্থ সংগ্রহের জন্য PDPPপানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- নদী খনন ও বসতি উন্নয়ন প্রকল্পটিরবাস্তবায়নকাল ২০১৬-২০২০ঃPreliminary DPPপ্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এ প্রকল্পটিতে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য পিডিপিপি-টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- Introduction of Sustainable Water Supply and Sanitation System in Haor Areaপ্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৬- জুন-২০১৮ । ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- Acquisition of Spatial Data of Wetlands for Coastal Zone Management in Bangladeshঃবাস্তবায়নকালঃ দুই বছর। জাইকার নির্ধারিত ছকে ইআরডির মাধ্যমে জাইকায় প্রেরণ করা হয়েছে।

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

"হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা" বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা-এ ৭টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। এ অঞ্চলের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সমভাবে সমন্বিত টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭টি উন্নয়ন ক্ষেত্রে ১৫৪টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারী এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবায়নকালঃ২০১২-২০৩১, ২০ বৎসর এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮০৪, ৩০৫ লক্ষ টাকা। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে ৬টি সংস্থা নিম্নোক্ত ১৫টি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক হাওর মহাপরিকল্পনাভূক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, নাম ও বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	অর্জন
১	২	৩
সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড **প্রকল্পের নাম:** হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICAঅর্থায়নে, বাপাউবো অংশ) **বাস্তবায়নকাল:** ২০১৪-২০২২ **ব্যয়:** ৯৭৭০০.০০	* কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫ টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্ন ভাবে আয়বৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। *Planning, land acquisition, Resettlement Design/Plan Preparation, Department of Environment থেকে Clearance পেতে কাজ চলছে। প্রকল্পটির Pre-Construction Phase ০২ বৎসরের মধ্যে প্রায় দেড় বৎসর অতিবাহিত হতে চলেছে।	অর্জনঃ ৫.৫০%
সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড **প্রকল্পের নাম:** হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প **বাস্তবায়নকাল:** ২০১১-২০১৬ **ব্যয়:** ৬৮৪৯৪.১০	* ৫২ টি হাওরে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করার ফলে ২,৮৯,৯১১ হে. জমির বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষা পাবে। * ৫২ টি হাওরের ডুবন্ত বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। * প্রকল্পের মেয়াদ আরো ০২ বৎসর বৃদ্ধির জন্য একনেক সভায় উপস্থাপনের প্রস্তুতি চলছে।	অর্জনঃ ১৭.৯০%
সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন **প্রকল্পের নাম:** সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প **বাস্তবায়নকাল:** ২০১৪-২০১৯ **ব্যয়:** ১৩৮০৫.০০	* ১৪৩৭৫ হে. জমি সেচের আওতায় আসবে। সেচ কাজের জন্য খাল খনন, পাম্প স্থাপন, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি কাজ করা হচ্ছে।	অর্জনঃ ২৯%(৩৩%)
সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন **প্রকল্পের নামঃ** কিশোরগঞ্জ হাওর ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন কর্মসূচী **বাস্তবায়নকালঃ** ২০১২-২০১৫ **ব্যয়ঃ** ৪৫৩.৯৫	* সেচ কাজের জন্য খাল খনন, পাম্প স্থাপন, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে।	অগ্রগতিঃ ১০০% (সমাপ্ত)
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ বিভাগ **প্রকল্পের নাম ঃ** উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প, **বাস্তবায়নকালঃ** ২০১১-২০১৬ **ব্যয়ঃ** ১৩৪২১.৮৫	* এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	অর্জনঃ ৮১.০০%
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ বিভাগ **প্রকল্পের নাম ঃ** কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, **বাস্তবায়নকালঃ** ২০১১-২০১৬ **ব্যয়ঃ** ৮৯২০.০৩	* এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মিঠামইন উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	অর্জনঃ ৭৮.০০%
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ বিভাগ **প্রকল্পের নাম ঃ** ইটনা-বড়ইবাড়ী- চামড়াঘাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-২০১৬ **ব্যয়ঃ** ১০৮৬৬.৯৭	* এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ইটনা উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	অর্জনঃ ৭১.০০%
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ বিভাগ **প্রকল্পের নামঃ** ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, **বাস্তবায়নকাল:** ২০১৫-২০১৮ **ব্যয়:** ৪৩৮৩৪.৭৪	* ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে আন্তঃ সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	অর্জনঃ ১৩.৬৯%

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, নাম ও বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	অর্জন
১	২	৩
সংস্থা : সড়ক ও জনপথ বিভাগ **প্রকল্পের নাম ঃ** মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ এবং নেত্রকোনা-মদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ **বাস্তবায়নকালঃ** ২০১৪-২০১৭ **ব্যয়:** ১০৪০১.৪৬	* মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলা দুটোর সাথে নেত্রকোনা জেলা সদরের সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।	অর্জনঃ ২৬.০০%
সংস্থা : বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন **প্রকল্পের নাম ঃ** হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন **বাস্তবায়নকালঃ** ২০১৪-২০১৮ **ব্যয়:** ৬৪.৪৩	* নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় মোট ৩টি মৎস্য অবতরণকেন্দ্র স্থাপন।	অগ্রগতিঃ ২৩% (রেলওয়ের জমি হস্তান্তর হয়নি)
সংস্থা : বাাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল **প্রকল্পেরনাম ঃ** Livelihood Improvementof Farming Community in Haor Areathrough System Approach Project, **বাস্তবায়নকালঃ** এপ্রিল ২০১০ - জুন ২০১৪ **ব্যয় ঃ** ১৬৮.৪৬	* ফসলের উন্নত ফার্মিং সিস্টেম অনুসরণে ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধি পাবে।	১০০% সমাপ্ত প্রকল্প
সংস্থা ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর**প্রকল্পের নাম ঃ** Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (HILIP), বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-২০১৯ **ব্যয়ঃ** ১০৭৬৩২.০০	* সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলার রাস্তা, ব্রীজ/কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, বিল উন্নয়ন, ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, খাল খনন ইত্যাদি।	অর্জনঃ ৪৮.৯৩%
সংস্থা ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর**প্রকল্পের নামঃ** Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part) বাস্তবায়নকালঃ ২০১৪-২০২২ **ব্যয়ঃ** ৮৮০.০০	* কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার ২৯ টি হাওর (১৫ টি পুনর্বাসন ও ১৪ টিতে নুতন কর্মসূচী) অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনায় ডুবন্ত বাঁধ মেরামত, নির্মাণ- পুনঃ নির্মাণ, খাল খনন-পুনঃখনন, রেগুলেটর গেইট স্থাপন ও পুনঃস্থাপন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যক্রম গ্রহণ।	অর্জনঃ৯.৫০ %
সংস্থা ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় **প্রকল্পের নাম ঃ** জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় জলাভূমির বন পুনরুদ্ধার ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ। **বাস্তবায়নকালঃ** ২০১২-২০১৫ **ব্যয়:** ৫০৩.৬১	* জলাভূমির বন পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।	অর্জনঃ ১০০%
সংস্থা ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় **প্রকল্পের নাম ঃ** Development of Facilities for Biodiversity Conservation and Ecotourism in Hakaluki Haor. **বাস্তবায়নকালঃ** ২০১৪-২০১৬ **ব্যয়ঃ** ৩৯২.২২৫	* হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা গড়ে তোলা।	অর্জনঃ ৯০.০০%

হাওর মহাপরিকল্পনাভূক্ত প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি

হাওর মহাপরিকল্পনাভূক্ত নিম্নোক্ত ১১টি প্রকল্প ৪টি সংস্থার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, নাম ও বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা/অর্জন
১	২	৩
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন **প্রকল্পের নামঃ** ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প **বাস্তবায়নকালঃ** ২০১৪-২০১৯ **ব্যয়ঃ** ১১৯৪৪.৭৫	এ প্রকল্পের আওতায় ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ কাজ করা হবে।	প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অননুমোদিত কর্মসূচী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত
সংস্থা ঃকৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর **প্রকল্পের নাম ঃ** Extension of Jute Cultivation in Haor Area Project, **বাস্তবায়নকালঃ**২০১৪-২০১৯ **ব্যয়ঃ** ৭০০.০০	হাওর এলাকায় উন্নত জাতের পাটের আবাদ বৃদ্ধি পাবে	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
সংস্থা :কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর **প্রকল্পের নামঃ** Extension of Integrated Pest Management Training Project, বাস্তবায়নকালঃ ২০১৪-২০১৯ **ব্যয়ঃ** ৭০০.০০	হাওর এলাকার বোরো ফসল ও শাকসব্জীতে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা	ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) **প্রকল্পের নাম ঃ** Establishment of Tea Processing Industry **ব্যয়ঃ** ১০,০০০.০০	চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা।	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) **প্রকল্পের নাম ঃ** Establishment of Gas Cylinder Industry **ব্যয়ঃ** ৩০,০০০.০০	হাওর এলাকায় স্থানীয়ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার শিল্প গড়ে তোলা।	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) **প্রকল্পের নাম ঃ** Establishment of Swamp Water Processing Industry **ব্যয়ঃ** ১০,০০০.০০	জলাশয়ের পানি বিশুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) **প্রকল্পের নাম ঃ** Small and Cottage Industry Development Programme for Destitute Women in Haor **ব্যয় ঃ** ১৫০০.০০	হাওর অঞ্চলের অসহায় মহিলাদের আয় বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) **প্রকল্পের নাম :** Establishment of Charcoal Industry **ব্যয়ঃ** ২০০.০০	জ্বালানী সমস্যা সমাধানে স্থানীয় পদ্ধতিতে জ্বালানী কারখানা গড়ে তোলা।	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে

প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা, নাম ও বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা/অর্জন
১	২	৩
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) **প্রকল্পের নাম ঃ** Establishment of Boat Manufacturing Industry **ব্যয়ঃ** ১৭.০০	স্বল্প খরচে বিভিন্ন প্রকার নৌকা তৈরী কারখানা স্থাপন।	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন **প্রকল্পের নাম ঃ** Development of Tourist/Picnic Spot in Haor Area **ব্যয়ঃ** ৬০.০০	হাওর অঞ্চলে পর্যটক আকর্ষণ করতে বিভিন্ন হাওরেTourist/Picnic Spot উন্নয়ন।	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে
সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন **প্রকল্পের নাম :** Hakaluki Haor Sight Seeing Tour Programme **ব্যয়ঃ** ৫৪০.০০	হাওর অঞ্চলে পর্যটক আকর্ষণ করতে বিভিন্ন হাওরেTourist/Picnic Spot উন্নয়ন।	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ করা হচ্ছে

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৫-২০১৬ বৎসরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ১৫ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত হয়। সে অনুয়ায়ী অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের (www.dbhwd.gov.bd) মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যক্রম, হিউম্যান চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা জনগণের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের DynamicWebsite-এর মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান, প্রশ্ন গ্রহণ ও উত্তর প্রদান, আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস প্রদান ইত্যাদি ই-সেবা হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলের জনগণসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগণকে প্রদান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদির ভান্ডার স্থাপন ও হালনাগাদ করণ

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং হাওর ও জলাভূমির জন্য ডাটাবেজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের জলাভূমি সমূহের তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হবে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর আড়ম্বরে গত ২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার

জলাভূমি সুরক্ষা ও সহনীয় ব্যবহার বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওর ও জলাভূমি বিষয়ক ডকুমেন্টারী ও আলোকচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলো প্রচার ও বিতরণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কর্মকান্ডের কিছু ছবি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ



চিত্রঃ ০১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদের ১ম সভা



চিত্রঃ ০২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক হাওর মহাপরিকল্পনা প্রদান



চিত্রঃ ০৩ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন



চিত্রঃ ০৪ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে হাওরবাসীদের মত বিনিময়



চিত্রঃ ০৫ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক হাওর অঞ্চল পরিদর্শন



চিত্রঃ ০৬ হাওর অঞ্চলের প্লাবিত কৃষিপণ্য আহরণ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

INSTITUTE OF WATER MODELLING

IWM

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

www.iwmbd.org



সপ্তম অধ্যায়

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে একটি UNDP কারিগরি সহায়তাপ্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP)। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকার একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ২০০২ সালের ১ আগস্ট থেকে এ প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে গাণিতিক মডেলের সার্বজনীন ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এ্যাক্ট এর আওতায় ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি পানি সম্পদ সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ট্রাস্টিগণের মধ্যে রয়েছেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; যুগ্ম সচিব (ব্যাংকিং পলিসি), অর্থ মন্ত্রণালয়; যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; বিভাগীয় প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ডেনমার্ক; প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ; বিভাগীয় প্রধান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট (ট্রেজারার); একটি খ্যাতনামা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী; একটি খ্যাতনামা এনজিও প্রধান এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক।

Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্যসমূহ

১. SWSMP এর তিনটি ফেজ এর সময়ে অর্জিত আইডব্লিউএম এর সমস্ত হস্তান্তর ও অহস্তান্তরযোগ্য সম্পদ, দায় এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ওয়াটার মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে একটি উৎকর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইডব্লিউএম গঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করাও এর বর্তমান কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ট্রাস্টির সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া;

২. চলমান কর্মসূচী এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা;

৩. আইডব্লিউএম-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচী সমূহের তুরায়ণ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, অক্ষুন্ন রাখা, অর্থায়নে সহযোগিতা, এবং ওয়াটার মডেলিং প্রোগ্রামসমূহের জন্য সহায়তা প্রদান ও উল্লিখিত বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা;

৪. পানিবিজ্ঞান ও ওয়াটার মডেলিং কার্যক্রমের সঙ্গে সংশিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৫. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য ওয়াটার মডেলিং বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

৬. উক্ত ট্রাস্টের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে উচ্চতর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা;

৭. সম্ভাব্য উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ট্রাস্টের কার্যক্রম ও সেবা দেশের বাইরে সম্প্রসারণ করা;

৮. আইডব্লিউএম এর মূল কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে কার্যক্রম এবং প্রকল্প গ্রহণ করা।

অধিক্ষেত্র

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত গাণিতিক মডেলিং সেবাদানকারী বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং, জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা, নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানির গুণগত মান ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, ফ্লুভিয়াল হাইড্রলিক্স এবং নদী, নদী প্রকৌশল, বন্যা ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় হাইড্রলিক্স এবং মরফোলোজি, বন্দর এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, এশচুয়ারি এবং মেরিন সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, সফটওয়ার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তিগত সমাধান, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং, হাইড্রজিওলজিক্যাল অনুসন্ধান, টপোগ্রাফিক এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরীপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইডব্লিউএম-এর কর্মকান্ড বিস্তৃত। আইডব্লিউএম-এর সমীক্ষা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। মালয়েশিয়া, নেপাল, তাজিকিস্তান, ভারত ইত্যাদি দেশেও আইডব্লিউএম সাফল্যের সাথে সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

আইডব্লিউএম এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনবল প্রায় ৩৪০ জন যার মধ্যে ৬৫%-ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

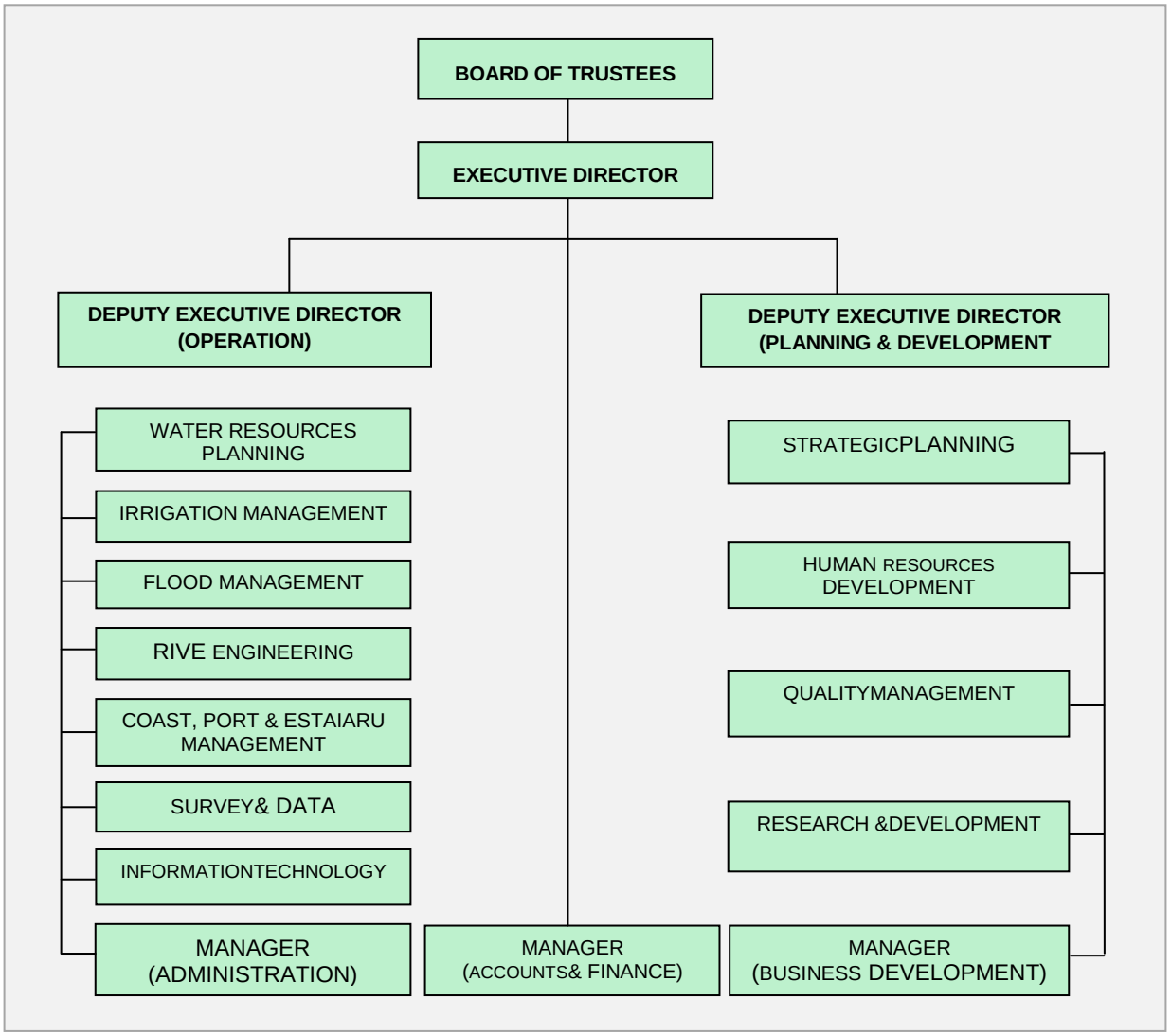

আইডব্লিউএম এর জনবল কাঠামো

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	২১০
সাধারণ কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফ	৭৫
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৫৫
মোট	৩৪০

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS / জরীপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা; • রিভার মরফোলোজি; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব; • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা; • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন; • নগর পানি ব্যবস্থাপনা; • সেচ ব্যবস্থাপনা; • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা; • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা; • বন্যা ব্যবস্থাপনা; • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা; • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা।	• GISভিত্তিক DSS; • GIS ভিত্তিক IIS; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ; • সার্ভে, RSইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে; • পানি প্রবাহ পরিমাপ; • পলি ও পানির গুণগত মান; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান।

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
১	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য গড়াই নদীর রক্ষণাবেক্ষণ খনন বাস্তবায়ন কল্পে গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা (ফেজ-২)	সমাপ্ত
২	বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর জন্য নদী শাসন নিরাপত্তায় যমুনা নদীর হাইড্রলিক এবং মরফোলোজিক্যল অবস্থা পর্যবেক্ষণ	সমাপ্ত
৩	ক্যান্টনমেন্ট স্থাপনের জন্য মিঠামইন এলাকায় ঘোড়াউতরা নদীর হাইড্রলিক এবং প্রাকৃতিক (মরফোলোজিক্যাল) সমীক্ষা	সমাপ্ত
৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে কাজ পূর্ববর্তী ও কাজ পরবর্তী খননমাত্রা নিরূপণ কল্পে বেথিমেট্রিক জরীপ পরিচালনা	সমাপ্ত
৫	বুন্ধের বাজার সেতু রক্ষায় গাণিতিক মডেলিং এবং হাইড্রলিক ডিজাইন	সমাপ্ত
৬	প্যাকেজ-৩: উপকূলীয় এলাকায় অবজারভেশন ওয়েল নেস্ট, মডেল বাউন্ডারি নির্ধারণ, পাম্পিং টেস্ট তদারকি, স্লাগ টেস্ট, বিভিন্ন হাইড্রোলজিক্যাল প্যারামিটার মূল্যায়ণ, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরিচালনা ও সংগ্রহ বিষয়ে হাইড্রোলজিক্যাল ও গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	সমাপ্ত

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
৭	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে গাণিতিক মডেল দ্বারা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা জরীপ ও ইনভেস্টিগেশন	সমাপ্ত
৮	মহুরী সেচ প্রকল্পের জরীপ	সমাপ্ত
৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদী থেকে গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে সেচ এর জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণসহ সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা	সমাপ্ত
১০	বন্যা পূর্বাভাস মডেল উন্নতিসাধনে বিদ্যমান ফ্লাড মডেলে ম্যানুয়েল কি-বোর্ডের পরিবর্তে মোবাইল এসএমএস থেকে ইনপুট গ্রহণ	সমাপ্ত
১১	ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ (বহুমুখী) প্রকল্পে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষায় বাংলাদেশ অংশের গাণিতিক মডেলিং সমীক্ষা	স্থগিত
১২	গাণিতিক মডেল ও লাগসই জরীপ কৌশল এর মাধ্যমে সুরমা বাউলাই নদীর বর্তমান বাঁধ ও নিষ্কাশন খালের খনন ব্যবস্থার উন্নয়ন	চলমান
১৩	তেঁতুলঝড়া-ভাকুর্তায় নলকূপ নকশা পর্যালোচনা ও সুপারভিশন	চলমান
১৪	পানি শোধনাগার ফেজ-৩ সমীক্ষা	সমাপ্ত
১৫	ঢাকা শহরের নিয়মিত জলাবদ্ধতা ম্যাপিং ও বৃষ্টিপাত পরিবেক্ষণ	সমাপ্ত
১৬	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় ফ্লাডপ্লেইন জলাভূমি সমীক্ষা	সমাপ্ত
১৭	**CWSISP-**এর অধীনে চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সংযোগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং অপটিমাইজেশন সমীক্ষা, নকশা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার নির্মাণ তদারকি	চলমান
১৮	**BRWSSP-**এর আওতায় আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, কারিগরি জরীপ এবং ইনভেস্টিগেশন, বিশদ প্রকৌশল নকশা, নির্মাণ তদারকি এবং কমিউনিটি মবিলাইজেশন পল্লী অঞ্চলে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কীম	চলমান
১৯	পানি সম্পদ সমীক্ষা: ভূ-গর্ভস্থ হাইড্রোলোজি এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহ	সমাপ্ত
২০	আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে একুইফার রিচার্জ সমীক্ষা	চলমান
২১	একুইফার সিস্টেমের জন্য ঢাকা শহরে ভূ-গর্ভস্থ পানির মনিটরিং ব্যবস্থা এবং ঢাকা ওয়াসা উৎপাদক নলকূপ	চলমান
২২	রাজশাহী পানি শোধন কেন্দ্রের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সমাপ্ত
২৩	চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্য ড্রেনেজ ও সেনিটেশন মহাপরিকল্পনা সমীক্ষা	চলমান
২৪	ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রস্তুতকরণ	চলমান
২৫	উপকূলীয় বাধ উন্নয়ন প্রকল্প-১ সমীক্ষা	চলমান
২৬	প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভালনারেবিলিটি সমীক্ষা	চলমান
২৭	২৯ নং পোল্ডারে নদী তীর ভাঙ্গন ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা	চলমান
২৮	পশুর নদীতে মংলা বন্দর থেকে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	চলমান
২৯	কপোতাক্ষ নদীতে পলি, লবনাক্ততা, জোয়ার এবং বন্যার অবস্থা মনিটংরিং সমীক্ষা	চলমান
৩০	পাগলা এসটিপি-এর জন্য (সেকেন্ডারি মেইনস) সম্ভাব্যতা ও পরিবেশগত সমীক্ষা শোধনাগারের জন্য	চলমান
৩১	গোড়ান চটবাড়ি ও কল্যাণপুর ক্যাচমেন্টের জন্যে নিষ্কাশন সমীক্ষা	চলমান
৩২	সিলেট শহরের ড্রেনেজ সমীক্ষা	চলমান

ক্রম	সমীক্ষার নাম	সমীক্ষার বর্তমান অবস্থা
৩৩	ঢাকা ইস্টার্ণ বাইপাস সমীক্ষা	চলমান
৩৪	বৃষ্টির পানি আহরণের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচাজ-এর জন্য	চলমান
৩৫	Community water management for improved food security and livelihoods in the coastal polders	
৩৬	জাইকার হাওড় বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য গাণিতিক মডেলিং ও টপোগ্রাফিক জরীপ	চলমান
৩৭	কপোতাক্ষ নদীতে পলি, লবণাক্ততা, জোয়ার ও বন্যা এবং টিআরএম বেসিন সমীক্ষা	চলমান
৩৮	বিআইডব্লিউটিএ: ১২টি নৌপথের মরফোলোজিক্যাল সমীক্ষা, ডিজাইন এবং তদারকী ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা	চলমান
৩৯	সমুন্নত খাদ্য নিরাপত্তা এবং উপকূলীয় পোল্ডার এলাকায় জীবিকার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা	চলমান

গবেষণা ও উন্নয়ন

বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও এজেন্সির সঙ্গে একযোগে আইডব্লিউএম উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। আইডব্লিউএম-এর গবেষণা ইউনিট অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক টুলস উন্নয়নে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এ গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের সমস্যা সমাধানে বিশ্লেষণধর্মী সহায়তা প্রদান;
- নতুন প্রযুক্তি কিংবা টুলস্ প্রয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন;
- পেশাগত সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন/ অংশগ্রহণ;
- এমএসসি ও পিএইচডি গবেষণায় কার্যকর সহায়তা প্রদান;
- পেশাগত জার্নাল ও প্রসিডিংস-এর প্রকাশনা;
- দেশ ও বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষ কর্মী বিনিময়।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য সদ্য সমাপ্ত ও চলমান গবেষণা সমীক্ষা

১. সাধারণ আঞ্চলিক মডেলিং এর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও হালনাগাদকরণ;
২. তির্যক প্রবাহ, চর স্থানান্তর এবং নদী তীর সুরক্ষা;
৩. খুলনা অঞ্চলের নির্ধারিত উপজেলাসমুহে একুইফার ভালনারাবিলিটি নিরূপণ;
৪. উপকূলীয় এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বিষয়ক যৌথ উদ্যোগে গবেষণা (Joint Action Research);
৫. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রোজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা (দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম: ফেজ-২);
৬. উপকূলীয় অঞ্চলে উপজেলা ভিত্তিক ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির লেভেল পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা সমীক্ষা।

আইডব্লিউএম এর নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ শুরু

উত্তরা ফেজ ৩ (১৫ নং সেক্টর)-এ ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয় ০২ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং আইডব্লিউএম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারপারসন ড. জাফর আহমেদ খান উক্ত নির্মাণকাজের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্মাণকাজের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইডব্লিউএম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ এবং আইডব্লিউএম-এর ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন আইডব্লিউএম-এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন। নির্মাণকাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ভলিউম জিরো এবং ন্যাশনাল- ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স (এনডিই) এর প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আইডব্লিউএম ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।



আইডব্লিউএম-এর নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান। পাশে আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম মনোয়ারহোসেন



আইডব্লিউএম-এর নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজের উদ্বোধন উপলক্ষে দোয়া কামনায় অংশ নেন আইডব্লিউএম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্যবৃন্দ ও আইডব্লিউএম এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ



রাজধানীর উত্তরাস্থ রাজউক প্রকল্পের ৩ নং ফেজে প্রস্তাবিত ৭-তলা আইডব্লিউএম-এর নিজস্ব ভবনের নকশা

আইডব্লিউএম গ্রাহক-সেবা সম্মেলন-২০১৫ (ইউজারস কনফারেন্স) অনুষ্ঠিত

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে অর্ধ-দিবস সেবা-গ্রাহক সম্মেলন ২০১৫ (ইউজারস কনফারেন্স) অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেবা-গ্রাহকদের সঙ্গে মত বিনিময় এবং সেবার মান উন্নয়নের জন্য তাদের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ এ অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। এ অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবা গ্রাহকদের আইডব্লিউএম-এর কর্মকান্ড ও পানি সম্পদ খাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত করা। বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০-কে সামনে রেখে আইডব্লিউএম-এর ভূমিকা উক্ত সম্মেলনে তুলে ধরা হয়।



আইডব্লিউএম ইউজারস কনফারেন্স ২০১৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিশেষ অতিথি পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), সর্বডানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান এবং সর্ববায়ে আইডব্লিউএম-এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন

আইডব্লিউএম-এর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন সম্মেলনের প্রতিপাদ্য "বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ঃ আইডব্লিউএম এর ভূমিকা" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। দেশ-বিদেশে পানি সম্পদ সংক্রান্ত জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানে গাণিতিক মডেলিং পদ্ধতি কীভাবে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, নির্বাহী পরিচালক তার উপস্থাপনায় সেটি তুলে ধরেন। বহু সংখ্যক পানি সম্পদ প্রকল্পে গাণিতিক মডেলিং পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে আশাতীত সুফল অর্জিত হয়েছে। স্টেট-অব-দ্যা-আর্ট টেকনোলোজির সহায়তায় গাণিতিক মডেলিং এবং জরিপ খাতে বিভিন্ন জাতীয় সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার, দাতা সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং প্রাইভেট সেক্টরে সেবা প্রদানের মাধ্যমে আইডব্লিউএম টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।



আইডব্লিউএম ইউজারস কনফারেন্স ২০১৫ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের একাংশ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি. বলেন, 'পানি সম্পদ ব্যবস্থানায় ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে ভুক্তভোগী না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা শত বছর কিংবা হাজার বছর পরের কথা বলছি। আমরা টেকসই উন্নয়নের কথা বলছি।' মাননীয় মন্ত্রী তার বক্তব্যে গাণিতিক মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছানো যায় সে বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, এমপি। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও আইডব্লিউএম এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. জাফর আহমেদ খান।

অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংক, ডিএইচআই-ডেনমার্ক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা ওয়াসা, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বুয়েট, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ নির্ধারিত আলোচনায় অংশ নেন। সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ আইডব্লিউএম-এর সেবা সংক্রান্ত তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, সরকারের নীতিনির্ধারক মহল, দেশী-বিদেশী এন.জি.ও.-সহ বহুসংখ্যক দাতাসংস্থার এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল আইডব্লিউএম-এর এ অনুষ্ঠান।

আইডব্লিউএম-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) জনাব আবু সালেহ খান অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের স্বাগত জানান এবং আইডব্লিউএম-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ড. এ. এফ. এম. আফজাল হোসেন সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সবশেষে সভাপতি অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখযোগ্য কর্মশালা



বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে "পানি এবং কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার



"গবেষণা ও উন্নয়না" শীর্ষক কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর

০১৫-১৬ সালে আইডব্লিউএম এককভাবে এবং সহযোগী হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করে। নিম্নে কতিপয় কর্মশালার তালিকা উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রম	কর্মশালার নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান
১	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ আঞ্চলিক নৌ-পরিবহন প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষার উপর জাতীয় কর্মশালা	৩০ মার্চ ২০১৬
২	ন্যাশনাল কনসালটেশন ওয়ার্কশপ	২২ জুন ২০১৬
৩	ঢাকা-চট্টগ্রাম অভ্যন্তরীন নৌপরিবহন করিডোর প্রকল্পেরসামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবের	১৪ অক্টোবর ২০১৫
৪	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইড্রোজিওলজিক্যাল প্যারামিটার নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা	০১ অক্টোবর ২০১৫
৫	সূচক-ভিত্তিক বন্যা বীমায় রিমোট সেন্সিং এবং বন্যা দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও ম্যাপের ব্যবহার	৪ নভেম্বর ২০১৫
৬	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিত করণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা	২৪ জানুয়ারি ২০১৬
৭	বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে পানি এবং কর্মসংস্থান শীর্ষক সেমিনার	২২ মার্চ ২০১৬

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

উত্তরোত্তর মানব উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কিত সংস্থা ও প্রজেক্টের কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়াসে আইডব্লিউএম সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত। এ বিষয়ে আইডব্লিউএম এর সেবামূলক পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে এ উদ্যোগ একটি অন্যতম প্রয়াস। যে সমস্ত প্রশিক্ষণ এ সংস্থা হতে প্রদান করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

- পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের নিমিত্তে কর্মশালার উদ্যোগ;
- সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে অবহিত করণ ও তথ্য প্রদানের জন্য সেমিনার আয়োজন করা;
- আইডব্লিউএম-এর নিজস্ব স্টাফদের উন্নয়নে মডেলিং ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশীয় প্রশিক্ষণ;
- সহযোগী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত উদ্যোগে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ;
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী কলেজ সমূহের শেষ বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের Industrial training প্রদান;
- আইডব্লিউএম-এর নিজস্ব স্টাফদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ডিগ্রী ও গবেষণা সাপোর্ট প্রদান;
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের মাস্টার্স, পি এইচ ডি পর্যায়ের ডিগ্রী লাভে গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রায় ৪০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয় এবং তাতে প্রায় দুই শতাধিক প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আইডব্লিউএম-এর নিজস্ব প্রশিক্ষক ছাড়াও বুয়েট, এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলোজি, থাইল্যান্ড, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট,ভারত উক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজনকরে।



নিজস্ব স্টাফদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জিআইএস প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন আইডব্লিএম এর প্রশিক্ষক

মানব সম্পদ উন্নয়নে কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণের তালিকা

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার ওয়ার্কস-ইসেনশিয়াল-এর জন্য পাম্প টেকনোলজি এবং পাম্পের প্রয়োগ	১
২	নগর অভিযোজন পরিকল্পনা ও ডিজাইন	১
৩	পরিবর্তিত জলবায়ুতে স্যাটেলাইট ডাটা মডেলিং ফ্রেমওয়ার্ক এর মাধ্যমে উপকূলীয় নাজুকতায় অভিযোজন উন্নয়ন এবং বন্যা পূর্বাভাস দক্ষতা বৃদ্ধি	৫
৪	দ্রুত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট	৫
৫	জুনিয়র প্রকৌশলীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৮
৬	বন্যা দুর্যোগ নিরূপণ এবং ব্যবস্থাপনা	৩
৭	রাজশাহী ওয়াসার কর্মকর্তাদের জন্য জিআইএস এপ্লিকেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক মডেলিং টুলস	৫
৮	বেথিমেট্রিক জরীপ	১১
৯	বেসিক আর্ক-জিআইএস	১২
১০	সিটিসিএন-এর ওপর প্রশিক্ষণ ও জাতীয় পরামর্শ কর্মশালা	২
১১	স্পারসো-তে রিমোট সেন্সিং প্রশিক্ষণ	৫

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১২	মাইক-শি ও ফিফলো ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির মডেলিং	৮
১৩	সমুদ্র-বিজ্ঞান : মূলনীতি এবং প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১
১৪	জুনিয়র প্রকৌশলীদের জন্য প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	১৪
১৫	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত নগর বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে জাতীয় কর্মশালা	২
১৬	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে জিওস্পেশাল তথ্য প্রযুক্তি শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১

নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ছাড়াও আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের জন্য কতিপয় প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক সেমিনার / কর্মশালায় অংশগ্রহণ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/ Modelling-এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, ইতালি, শ্রীলঙ্কা থাইল্যান্ড, নেপাল, মালয়েশিয়া, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, ভারত, ফ্রান্স, সুইডেন, ইত্যাদি।

CEGIS

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

www.cegisbd.com



অষ্টম অধ্যায়

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপী পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)" হাতে নেয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা দুটি থেকে লব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ সাল হতে প্রকল্পটিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য প্রচলিত ইজিআইএস প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

পাবলিকট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট"- কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২ এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং এর ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও। এছাড়া, সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বোপরি, সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রকৌশলী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা (টিআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, রিসেটেলমেন্ট কর্মপরিকল্পনা, ইত্যাদি সম্পাদন করে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত, জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদের পরিবীক্ষণ, খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ, নদীর প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত

করার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ, ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এ সংস্থাটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমনঃ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি), মেটা ডাটাবেস, ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্ত ভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • প্রাক- সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা সম্পাদন • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সেবা প্রদান • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/সমীক্ষা সম্পাদন • জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ • জলবায়ু টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু সমীক্ষা সম্পাদন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • জিআইএস ও আরএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেস প্রস্তুতি করণ • ডাটা রিপোজিটরি প্রস্তুত করণ • আইটি সমাধান, সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরি ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেস ও আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস কর্তৃক পরিচালিত এরূপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত তিনটি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ২১৪ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ১৮৫ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা রয়েছেন। সিইজিআইএস-এর রয়েছে মৎস্য, অর্থনীতি, কৃষি, সমাজতত্ত্ব, পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল, জীববিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি ও প্ল্যানফর্ম, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি, পানি সম্পদ কৌশল, পানির গুণগতমান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেস, প্রোগ্রামিং, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফট ওয়্যার এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর জনবলের বিবরণ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	১৮৫ জন
সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ	২৯ জন
মোট	**২১৪ জন**

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিকনং	প্রকল্পের নাম
১	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রকল্প কার্যালয়ে (BanDuDeltaAs) কারিগরি ও পেশাগত সেবা প্রদান
২	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন সম্পর্কিত ডেল্টা এ্যাটেলিয়ারস সেবা, ক্লাইমেট এটলাস ও জিওপোর্টাল কর্মশালার আয়োজন
৩	বদ্বীপ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শক সেবা প্রদান-২
৪	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভ্যালু চেইনের উপর জলবায়ু পরিবর্তন জণিত ঝুঁকি ও অভিযোজন ক্ষমতা নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৫	ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ হাইড্রো-ইলেকট্রিক (বহুমুখী) প্রকল্পের জন্য ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সমীক্ষা দলেরযৌথ সমীক্ষায় বাংলাদেশ অংশের প্রভাব নিরূপণে সহায়তা প্রদান
৬	ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী প্রাঙ্গন স্থাপনায় পরিবেশগত সমীক্ষা, ওয়াটার মডেলিং এবং সম্ভাব্য সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ চিহ্নিতকরণ
৭	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে ধারণাপত্র প্রণয়ন
৮	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রকল্প কার্যালয়ে (BanDuDeltaAs) ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান
৯	ল্যান (LAN) সহ ইন্টারেক্টিভ লাইব্রেরি ইনফরমেশন সিস্টেম প্রস্তুত করণ
১০	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন সম্পর্কিত নলেজ পোর্টাল, মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ এবং ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রস্তুত করণ
১১	দেশে টেকসই ধান উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, বিপন্নতা এবং অভিযোজন নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
১২	ইউএনসিসিডি-র ১০ বছরের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ঘঅচ) পরিমার্জন ওসংশোধন করণ
১৩	নর্থটাউন আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও পরিবহণ ব্যবস্থার উপর প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং সম্পাদন
১৪	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের মুন্সীগঞ্জের এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) শিল্পপার্ক স্থাপনে টপোগ্রাফিক সার্ভে ও অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান
১৫	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের জন্য জিআইএস ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করণ
১৬	ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতাধীন দুটিপোল্ডারের জন্য ডিজিটালএলিভেশন মডেল (DEM) প্রস্তুতকরণও হাইড্রোলজিক্যাল ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ
১৭	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের জন্য জিআইএস ভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করণ

১৮	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বসতি প্রক্রিয়ায় জিআইএস ভিত্তিক সহায়তা প্রদান
১৯	জনবহুল বদ্বীপের জনগণের স্বাস্থ্য, জীবিকা, ইকোসিস্টেম সার্ভিস ও দারিদ্রতা হ্রাসে সমীক্ষা
২০	চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ৬৬০ মেগাওয়াটের দুটি কয়লা ভিত্তিক থারমাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
২১	ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪র্থ ইউনিটের রি- পাওয়ারিং প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
২২	মহেশখালীর কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
২৩	কক্সবাজারের পেকুয়ায় দুটি ৬০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
২৪	সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩য় ইউনিটের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
২৫	টাঙ্গুয়ার হাওরে পাহাড়ী ঢলের পানির উচ্চতা মাপার সেন্সের যন্ত্র স্থাপনে পরামর্শক সেবা প্রদান
২৬	ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় উপগ্রহ চিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র প্রণয়ন
২৭	নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের পুনর্বসতি পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan) প্রণয়নের নিমিত্তে জরিপ কাজ সম্পাদন
২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রস্তাবিত আখাউড়া লাকসাম রুটে ডাবল লাইন নির্মাণ এবং দোহাজারী - রামু - কক্সবাজার এবং মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন রুটে নতুন লাইন স্থাপনে সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় পরিকল্পনা প্রণয়ন
২৯	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী বাংলাদেশ এর আওতায় প্রস্তাবিত ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৩০	ভেড়ামারা হতে ঈশ্বরদী পর্যন্ত প্রস্তাবিত ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইনের রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৩১	প্রস্তাবিত ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪০০ কেভি এবং ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ত্রিপুরা-কুমিল্লা গ্রীড আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় দুটি বে- বর্ধিত করণের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা এবং পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৩২	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী বাংলাদেশ এর আওতায় প্রস্তাবিত ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৩	নদীতীর উন্নয়ন প্রোগ্রামের জন্য পরামর্শক সেবা প্রদান
৩৪	গ্রামীণ ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ও সংস্কার প্রকল্পের জন্য পুনর্বসতি পরিকল্পনাসহ রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৫	মংলা - খুলনা ২৩০ কেভি সঞ্চালন রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৩৬	মংলা-মাওয়া আমিন বাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং আমিন বাজার ৪০০/২৩০ কেভি সাব-স্টেশন প্রকল্পের পুনর্বসতি পরিকল্পনাসহ রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৭	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আওতায় খনন কৃত আবর্জনা ফেলার স্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত সমীক্ষা
৩৮	বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপ-এর জন্য পোল্ডার ভূক্ত এলাকার তরুণ ও নারীদের উপর কর্মশালা
৩৯	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে প্রাথমিক ধারণা পত্র প্রণয়নে সহায়তা প্রদান
৪০	এ্যালেঙ্গা থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন, মানিকগঞ্জ থেকে ধামরাই পর্যন্ত গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন এবং এসব নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ও সংশ্লিষ্ট মিটার সমূহের প্রাথমিক পরিবেশগতদিক যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনে সমীক্ষাসহ পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রণয়ন

৪১	পায়রা থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবংসাব-স্টেশন প্রকল্পেরসম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন
৪২	ডেসকো এলাকার জন্য প্রস্তাবিত সুপারভাইজারি কন্ট্রোল ও ডাটা একুইজিশন সিস্টেম (স্কাডা) সরবরাহ ও স্থাপনা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাইসহ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপনে সমীক্ষা প্রণয়ন
৪৩	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৪৪	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-তে বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা প্রদান
৪৫	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ব্লু - গ্লোল্ড প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৪৬	বসুন্ধরা রিভার ভিউ, বসুন্ধরা গ্রীন সিটি ও বসুন্ধরা সিটি ভিউ আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব, পরিবহণ ব্যবস্থার উপর প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং প্রস্তুতকরণ
৪৭	মায়াকানন লেক সিটি আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং প্রস্তুতকরণ
৪৮	ইস্টটাউন আবাসিক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব, পরিবহণ ব্যবস্থার উপর প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং সম্পাদন

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	টেকসই মাইক্রো সেচ দক্ষতা এবং বাগানে পানি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়ন
২	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বন্যা ঝুঁকি, শহুরে প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয়তার প্রেক্ষাপটে সহিষ্ণু অভিযোজন সমীক্ষা প্রণয়ন
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সংক্রান্ত অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন
৪	সীমান্তবর্তী অঘোষিত এবং অচিহ্নিত নদীসমূহ সনাক্তকরণ এবং যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জন্য এ সকল নদী পজিশন পেপার প্রস্তুতকরণ
৫	বিশ্বের ব-দ্বীপ সমূহের নগরায়নকে শক্তিশালী করার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন
৬	ঢাকার পূর্বাঞ্চলের বন্যা সংক্রান্ত হাইড্রোলজি নিরীক্ষণের গাণিতিক সমীক্ষা
৭	ইউএনএফসিসিসি-র ''থার্ড ন্যাশালাল কমিউনিকেশন" এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিভিন্ন তথ্য, বাঁধা, বৈসাদৃশ্য ও সামর্থ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা " শীর্ষক প্রতিবেদন প্রণয়ন
৮	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন সম্পর্কিত ডেল্টা এ্যাটেলিয়ারস সেবা, ক্লাইমেট এটলাস ও জিও পোর্টাল প্রস্তুতকরণ
৯	সুন্দরবন ইকোসিস্টেমের পরিবেশগত প্রবাহ (e-flow) নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবনে যৌথ পাইলট গবেষণা কার্যক্রম
১০	মেঘনাঘাটে ৭৫০ মেগাওয়াট এলএনজি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে স্বাদু পানির টেকসই উৎস ও প্রাপ্যতা নিরুপণে সমীক্ষা
১১	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির জন্য মাইক্রোফিন্যান্স ইনফরমেশন ও ড্যাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুতকরণ
১২	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকী করণে পরামর্শক সেবা প্রদান
১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের MIS ও নেটওয়ার্কঅবকাঠামো বর্ধিতকরণে সহায়তা প্রদান করা
১৪	দক্ষিণ এশিয়ায় রানঅফ্ সিনারিও তৈরি ও পানিভিত্তিক অভিযোজন কৌশল বিষয়ক সমীক্ষা প্রণয়ন
১৫	বন অধিদপ্তরের জন্য ওয়েবভিত্তিক বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধের তথ্যভান্ডার এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ
১৬	বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ ব্যবস্থাপনায় আইসিটির প্রভাব নিরুপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
১৭	বাংলাদেশের SADMS- এর মূল্যায়ন এবং SADMS- এরসাথে DRAS মডেলের সামঞ্জস্যতা নিরুপণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১৮	বাংলাদেশে পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্ভাব্য এলাকাসমূহ সনাক্তকরণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন
১৯	বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মূল্যায়ন
২০	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর গ্যাস পাইপলাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনে জিআইএসভিত্তিক ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন
২১	ব্লু গোল্ড কর্মসূচির আওতাধীন পটুয়াখালী ও খুলনা অঞ্চলের সাতটিপোল্ডারের ডিজিটালএলিভেশন মডেল (DEM) প্রস্তুতকরণ ও হাইড্রোলজিক্যাল ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ
২২	ঢাকা ও এর পার্শবর্তী এলাকায় বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভূক্ত জমিসমূহের জিআইএস ভিত্তিক ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রণয়ন
২৩	বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫৩টি চলমান এবং তিনটি সমাপ্তকৃত প্রকল্পের স্মার্ট মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (SPMMIS) প্রস্তুত করণ
২৪	বাংলাদেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সিনারিও প্রস্তুতকরণ
২৫	দেশের ২৪টি নৌ-পথের মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা, গাণিতিক মডেল প্রণয়ন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
২৬	M-G নৌপথের মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রণয়ন
২৭	ভারতের বিহারে অবস্থিত কোশী নদীর অববাহিকায় কোশী নদীর আচরণ (Behavior) বিশ্লেষণ
২৮	**২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, তেঁতুলিয়া, কীর্তনখোলা ও মধুমতি নদী সমূহে সাশ্রয়ী খনন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও খননযোগ্য মাটির পরিমাপ নির্ণয়**
২৯	**লোয়ার কুমার নদীর নৌ-পথ খননের পরিকল্পনা প্রণয়ন, খননকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও তা পরিমাপ করা**
৩০	গঙ্গা,যমুনা, পদ্মা ও মেঘনা নদীর তীর ভাঙ্গনের পূর্বাভাস নিরুপণ এবং পূর্বাভাস প্রদান
৩১	**বন্যা ও নদী ভাঙ্গন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পরামর্শ প্রদান**
৩২	এফ আর ই আর এম আই পি প্রকল্পের জন্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পরামর্শ ও সেবা প্রদান
৩৩	নিরূপিত নদী ভাঙ্গন পূর্বাভাস স্থানীয় সকল সম্প্রদায় ও ভূক্তভোগীদের নিকট প্রচার করণ
৩৪	শাহ্‌জিবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স পরিবীক্ষণ
৩৫	১৩২০ মেগাওয়াট খুলনা কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশগত পরিবীক্ষণ
৩৬	পটুয়াখালী, বরিশাল ও চট্রগ্রামে প্রস্তাবিত (২৬০০মেগাওয়াট) তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৩৭	গজারিয়ায় ৩৫০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে সমীক্ষা প্রণয়ন
৩৮	রামপাল ২x৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে কয়লা পরিবহন নিমিত্তে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৩৯	প্রস্তাবিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঘোড়াশাল রি- পাওয়ারিং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই ও পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৪০	মোল্লাহাট ২০০ (১০০+১০০) মেগাওয়াট সৌর-ফটোভল্টেক বিদ্যুৎ এবং মৎস প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণে সমীক্ষা
৪১	ব-দ্বীপ সমূহের বিপন্নতা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি, অভিবাসন ও অভিযোজন নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রণয়ন
৪২	রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক সমীক্ষাভূক্ত এলাকার কৃষি জমির সীমানা নির্ধারণ

৪৩	আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম গ্যাস পাইপলাইনের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ এবং পুনর্বসতি পরিকল্পনায় সমীক্ষা প্রণয়ন
৪৪	গোপালগঞ্জ সঞ্চালন লাইন ও সাবস্টেশনের রুট জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণে সমীক্ষা
৪৫	G2G- এরঅর্থায়নে প্রস্তাবিত পাওয়ার গ্রীড নেটওয়ার্ক সুদৃঢ় করণ প্রকল্পের রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিকাল সার্ভে, প্রথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ এবং পুনর্বসতি পরিকল্পনায় সমীক্ষা প্রণয়ন
৪৬	উপকূলীয় বদ্বীপ ও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ভাবে প্রভাবিত এলাকায় পানি ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর চলবায়ু পরিবতনের প্রভাব নিরুপণে সমীক্ষ প্রণয়ন
৪৭	গুলশান-১-এ ডেসকো কর্তৃক প্রস্তাবিত বহুতল ভবনসহ ১৩২/১৩৩/১১ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে র ভূ-গর্ভস্থ প্রকল্পের ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক জরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণে সমীক্ষা প্রণয়ন
৪৮	বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের বর্ধিত অংশ (P ও Q) ব্লপক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা, পরিবহণ ব্যবস্থার উপর প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা ও ওয়াটার মডেলিং প্রস্তুতকরণ
৪৯	উপকূলীয় বাঁধ প্রতিরক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ১৩টি পোল্ডারের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা
৫০	উত্তরা নিউ মডেল টাউনের প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ, পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব নিরুপণ ও ওয়াটার মডেলিং প্রস্তুত করণ
৫১	গ্যাঞ্জেস ব্যারেজ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রতিবেদনের বেজলাইন এবং ইএমপি খরচ হালনাগাদকরণ

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ১১টি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা/গবেষণা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. ভূ-গর্ভস্থ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক জরিপ এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ

ঢাকা শহরে জমির স্বল্পতা ও জমি অধিগ্রহণ সমস্যাকে বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা শহরের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে আরো সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যেঢাকা ইলেট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো) ও ঢাকা পাওয়ার ডিসিট্রবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি)এলাকায় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) পৃথক ২টি ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎউপকেন্দ্র নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ লক্ষ্যে জাইকার অর্থায়নে জাপানের টোকিও ইলেট্রিক পাওয়ার কোম্পানী (টেপকো) নামক একটি প্রতিষ্ঠানসম্ভাব্য সমীক্ষা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। সমীক্ষাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য টেপকোর অনুরোধের প্রেক্ষিতে সিইজিআইএস ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক জরিপ এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (ESIA) কাজটি সম্পাদনের জন্য২৪ জুন, ২০১৬ তারিখে টেপকোর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সিইজিআইএস, ২৫ জুন, ২০১৬ তারিখ থেকে ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক জরিপ এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণের কাজ শুরু করেছে যা ২০১৭ সালের ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এখনোএ ধরণের কোন ভূ-গর্ভস্থ বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি । কাজটি সম্পন্ন হলে ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ার পাশাপাশি ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রদান সংক্রান্ত সমস্যার ও সমাধান হবে।

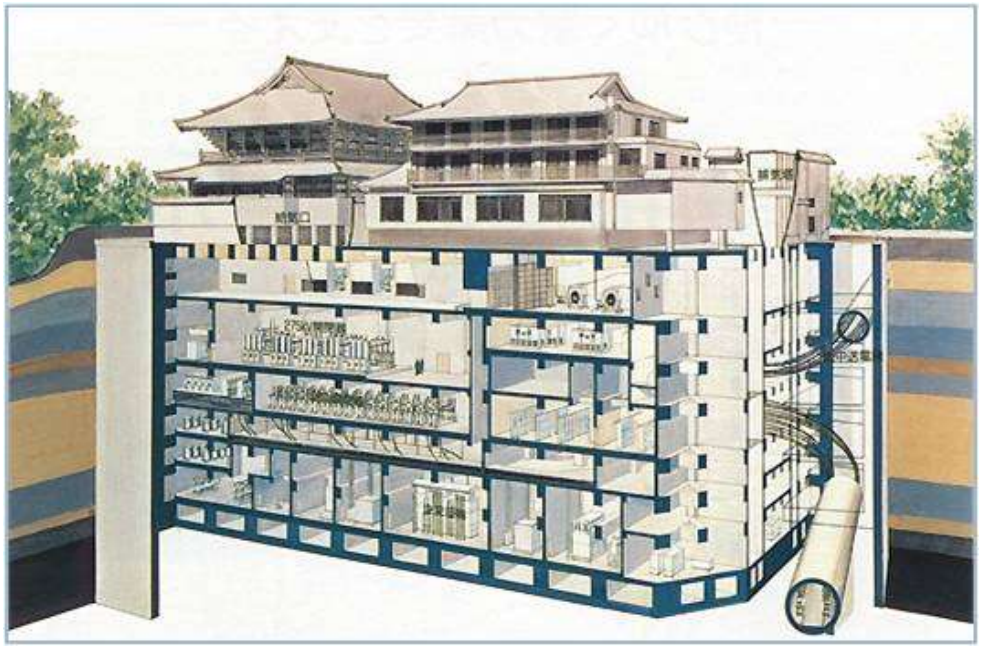

চিত্রঃ প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ সাব-স্টেশনের মডেল

২. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ঝুঁকি নিরূপণওঝুঁকি নিরসনে অভিযোজন কৌশল নির্ণয়

জলবায়ু পরিবর্তন আজ এক স্বীকৃত সত্য, বাস্তব ঘটনা। জলবায়ুর পরিবর্তন ও তার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বিবেচনা করে জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জিআইজেড একটি বৈশ্বিক প্রকল্প হাতে নেয়। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের খুলনা জেলাস্থ ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূতব্য ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ ও তা নিরসনে সম্ভাব্য অভিযোজন কৌশল নির্ণয়ের লক্ষ্যে একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। গবেষণা কার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে জিআইজেড সিইজিআইএস এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। সিইজিআইএস, এ চুক্তির আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খুলনা জেলায় উদ্ভূত প্রভাব এবং ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ করে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের তিনটি সেক্টরে(এগ্রো প্রসেসিং, শিপ বিল্ডিং ও ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এবং লাইট ইন্জিনিয়ারিং) অন্তর্ভূক্ত ছয়টি সাব সেক্টরের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণা পরিচালনায় প্রতিটি শিল্পের ভ্যালু চেইনে কি ধরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাও নিরূপণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিটি শিল্পের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য অভিযোজন কৌশল নির্ণয় করা হয় এবং তিনটি সেক্টরেই সেসব উপস্থাপন করা হয়। এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও তা মোকাবেলায়করণীয় বিষয়সমূহ নির্ণয়ের নতুন দ্বার উন্মোচিতহয়েছে।





চিত্র ঃ ঝুঁকি নিরুপণও নিরসনে অভিযোজন কৌশল ব্যবহারে মতামত গ্রহণএবং ডকইয়ার্ডের অভিযোজিত চিত্র

৩. জাতীয় ভূমি আচ্ছাদন (Land cover) মানচিত্র ২০১৫ প্রণয়নে কারিগরী সহায়তা প্রদান

NPI, DECCMAও UN-REEDপ্রকল্পের আওতায় FD-RIM বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও সিইজিআইএস তাদের অভিজ্ঞতা ও সুবিধাধি ব্যবহার করে যৌথভাবে জাতীয় ভূমি আচ্ছাদন (Land cover) মানচিত্র ২০১৫ তৈরিতে নিয়েজিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ৩টির সমন্বিত প্রচেষ্টায় ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্রেরগুণগত মান নিশ্চিতসহএসব তৈরিতে সময় ও আর্থিক সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

সিইজিআইএস, এ প্রকল্পে ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র তৈরিতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। সিইজিআইএস কর্তৃক প্রদত্ত কারিগরী সহায়তা গুলোর মধ্যে থাকবেঃ ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র প্রস্তুতের কৌশল সংক্রান্ত দলিল চুড়ান্ত করণ, মানচিত্রে ব্যবহারের নিমিত্তে প্রতীক চুড়ান্ত করণ, বাংলাদেশ বন বিভাগের RIMS ইউনিটকে সহায়তা প্রদান এবং ভূমি আচ্ছাদন মানচিত্র তৈরির উপর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত বরণ।

৪. নদীভাঙ্গন পূর্বাভাস২০১৬

বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী, যথা- গঙ্গা,যমুনা,পদ্মা ও লোয়ার মেঘনা অত্যন্ত পরিবর্তনশীল ও জটিল প্রকৃতির এ সকল নদীতে প্রতিবছর কিঃ মিঃ-র পর কিঃমিঃ নদীভাঙ্গনের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যার পরিণতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত ও ভূমিহীন হচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নব্বই দশকের শুরু থেকে নদীভাঙ্গন রক্ষায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও গুরুত্বপূর্ণ ভাঙ্গন প্রতিরোধ বাঁধ এবং অবকাঠামো তৈরি করে আসছে।সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) ২০০৬ সাল থেকেই উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করে নদীভাঙ্গন পূর্বাভাস ও নজরদারী কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ পূর্বাভাস প্রমাণিত একটি পদ্ধতি, যা একই সাথে স্বল্পব্যয়ী, দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভাব্য নদীভাঙ্গনের হিসাব প্রদান সহ ভাঙ্গনপ্রবণ অবস্থানসমূহ চিহ্নিত করা এবং বাস্তুচ্যুত লোকসংখ্যা ও পরিমাপসহ কত সংখ্যক বসতি, শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান, হাট বাজার , কার্যালয়, রাস্তা ধ্বংস হবে তার পরিসংখ্যান বের করা যায়।

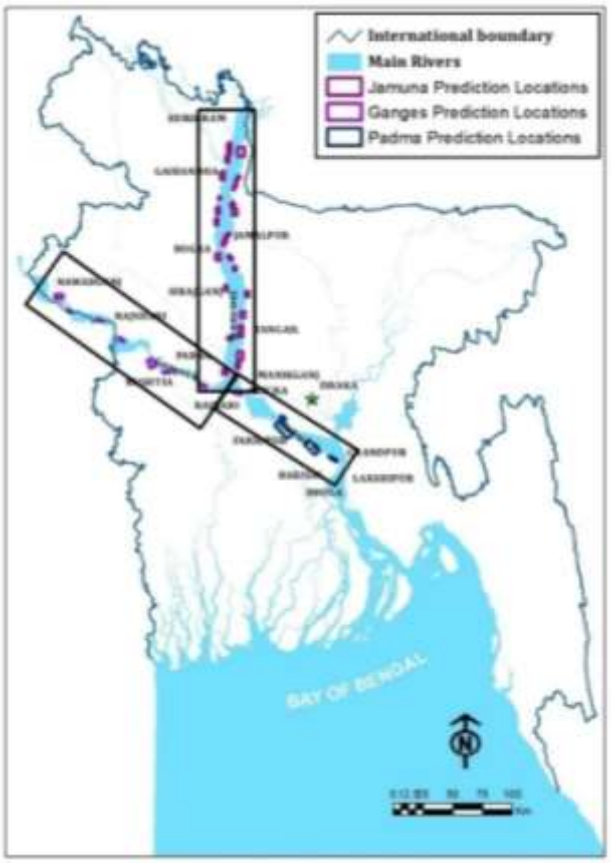

চিত্রঃ নদীভাঙ্গনের স্থানসমূহ, ২০১৬

অন্যান্য বছরের মত ২০১৬ সালের জন্য ও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে সিইজিআইএসদেশের প্রধান নদীগুলোরসর্বমোট ৩৮টি স্থানে ভাঙ্গন প্রবণতার পূর্বাভাস দিয়েছে যার মধ্যে যমুনা নদীতে ২৬টি,গঙ্গায় ৮টি এবং পদ্মায় ৪টি এ বছর প্রায় ৩৩৫০ হেঃ জমি, ৩৫ হেঃ বসতভিটা, ৫০০ কিঃমিঃ জেলা সড়ক,১কিঃমিঃ উপজেলা সড়ক ও প্রায় ৪.৫ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক ভাঙ্গনের কবলে পড়তে পারে। যমুনা নদীর তীর বরাবর বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৮কিঃমিঃ বন্যা - বাঁধ ভেঙ্গে পড়তে পারে। এছাড়া ৩৯টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ৬টি হাট-বাজার,২টি সরকারী কার্যালয়, ৩টি স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র এবং ৩০টি মসজিদও ভাঙ্গনের কবলে পড়তে পারে। কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পাবনা, মানিকগঞ্জ, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ এবছর ভাঙ্গনের ঝুঁকির মুখে থাকবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

সিইজিআইএস কর্তৃক প্রণীত স্বল্পব্যয়ী ও ত্বরিত পূর্বাভাস ও নজরদারির এ পূর্বাভাস বিভিন্ন সংস্থা যেমনঃ বাপাউবো, এলজিইডি,ডিআরআর,ডিএমবি, বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ব্যবহার করতে পারে। ফলে জাতীয় পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক হ্রাস পাবে। এ পদ্ধতিকে আরো টেকসই ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সিইজিআইএসএ বছর এ পদ্ধতির আরও উন্নত সম্প্রসারণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ফ্লাড এন্ড রিভার ব্যাংক ইরশোন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম, বাপাউবো'র সহযোগিতায় ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক এর অর্থায়নে চলতি বছর সিইজিআইএস ভাঙ্গন পূর্বাভাসের এ পদ্ধতিতে আরো নতুন মাত্রা যোগ করার পরিকল্পনা শুরু করেছে, যা ভবিষ্যতে একটি অতীব নির্ভরযোগ্য এবং ফলপ্রসূ হিসেবে প্রমাণিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫. উপকূলীয় বাঁধ প্রতিরক্ষা উন্নয়ন (CEIP) প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন পোল্ডারের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ

ষাটের দশকে নির্মিত উপকূলীয় পোল্ডারসমূহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যা পুনর্বাসন ও উন্নত করার জন্যে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার প্রেক্ষিতে উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি সর্বমোট তিনটি প্যাকেজে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের মূল্য উদ্দেশ্য বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধিরমাধ্যমে শক্তিশালী করে জোয়ার সংক্রান্ত বন্যা থেকে পোল্ডারসমূহ রক্ষা করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পোল্ডারসমূহে বসবাসকারী মানুষ ও জীব-জন্তুরজীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ এবং উন্নত ড্রেনেজ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করবে। সিইজিআইএস-কে এ প্রকল্পের অধীনে ফেজ-১-এ ৪ (চার) টি পোল্ডারের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণের দায়িত্ব প্রদান করা হলে সিইজিআইএস অত্যন্ত সফলতার সাথে তা সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের ফেজ-২-এ অন্তর্ভূক্ত আরো ১৩টি পোল্ডারের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ১৩টি পোল্ডারের এর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণের কাজ ও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং শীঘ্রই এসব পোল্ডারের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পোল্ডারসমূহে বসবাসরত সমগ্র উপকূলীয় জনগণ ঘুর্ণিঝড়, জোয়ার সংক্রান্ত বন্যাসহঅন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে পোল্ডার এলাকার লোকজনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আরো উন্নতি হবে।



চিত্রঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় পোল্ডারসমূহের মানচিত্র

৬. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ব্লু - গ্লোল্ড প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে সমীক্ষা

ষাটের দশকে নির্মিত উপকূলীয় পোল্ডারসমূহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যা পুনর্বাসন ও আরো টেকসই করার জন্যে বাংলাদেশ সরকার ব্লু - গ্লোল্ড শীর্ষক একটিপ্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি নেদার‌্যলান্ডস সরকারের সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে,অর্থাৎ পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন করা হবে। প্রকল্পের মূল্য উদ্দেশ্য পুনর্বাসন করে জোয়ার-বন্যা থেকে পোল্ডারসমূহ রক্ষা করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল ও প্রাণি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধসহ উন্নত ড্রেনেজ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উক্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। সিইজিআইএস-কে এ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন পোল্ডারের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সিইজিআইএস ইতিমধ্যে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে। উক্ত সমীক্ষা হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উপকূলীয় জনগণের জানমাল, ঘুর্নিঝড়, জোয়ার সংক্রান্ত বন্যার পাশাপাশি অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে পোল্ডার এলাকার লোকজনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উনতি হবে।

৭. বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব, পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব ও ওয়াটার মডেলিং সমীক্ষা

ঢাকা শহর ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৪০% ঢাকায় বসবাস করে। বর্তমানে ঢাকায় প্রায় ১.৬ কোটি মানুষ বসবাস করে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ঢাকা শহর আরও প্রসারিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রাজউকের ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান অনুসারে প্রকল্প এলাকায় বন্যার পানি প্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ হয়ে যাতে এখানে বসবাসরত মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত না হয়, ড্রেনেজ সিস্টেম যাতেবিঘ্নিত না হয়, কৃষি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব না পড়ে, ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে সিইজিআইএস (CEGIS)-কে বিগত কয়েক বছর যাবৎ ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নেয়া আবাসন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব, পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব ও ওয়াটার মডেলিং সংক্রান্ত সমীক্ষাসমূহ সম্পাদন করার দায়িত্ব পালন করছে। এরইধারাবাহিকতায় সিইজিআইএস বর্তমান অর্থ বছরেও নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নিম্নবর্ণিত আবাসন প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত প্রভাব, পরিবহণ ব্যবস্থার উপর প্রভাব ও ওয়াটার মডেলিং সমীক্ষা কাজ করছেঃ

১. বসুন্ধরা গ্রুপের বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের P and Q-র বর্ধিতাংশ;
২. যমুনা বিল্ডার্স লিমিটেড-এর নিউ উত্তরা মডেল টাউন প্রকল্প।

এসব সমীক্ষার প্রতিবেদন শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।



চিত্রঃ প্রস্তাবিত বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্প P and Q- এর বর্ধিত এলাকা



চিত্রঃ প্রস্তাবিত নিউ উত্তরা মডেল টাউন প্রকল্প এলাকা

৮. চলমান ৫৩টি সহ সমাপ্তকৃত তিনটি প্রকল্পের স্মার্ট প্রজেক্ট মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (SPMMIS) প্রস্তুতকরণ

বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ খাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উন্নয়ন ও শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদিউন্নয়নমূলক অনেক কার্যক্রমে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে চলেছে। পানি সম্পদ খাতের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সারা দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ প্রদানের জন্য FCD/FCDIপ্রকল্প,নদীর তীর সংরক্ষণ,ড্রেজিং, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ত্বরিত গতিতে এবং তৎক্ষনিক ভাবে (real time or near real time) মনিটরিং করার জন্য বাপাউবো একটি (Smart project Monitoring and Management information System (SPMMIS) প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং উক্ত সিস্টেম প্রস্তুতের কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য CEGIS কে দায়িত্ব প্রদান করেছে।

SPMMIS-এর আওতায় জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমগ্র দেশব্যাপী বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের geographic location-সমূহ একটি common network-এর আওতায় আনার সাথে সাথে location based digital databaseপ্রস্তুত করা হবে। এই লোকেশন ডাটাবেজে অবকাঠামো-সমূহের (completed/ongoing/potential)টাইম সিরিজ চিত্র (স্থির ও ভিডিও) সন্নিবেশের ব্যবস্থা থাকবে এবং real-time ভিডিও streaming-এর ব্যবস্থা থাকবে । SPMMIS-এর মাধমে প্রকল্পসমূহের চলমান কাজ বাপাউবো-এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নীতিনির্ধারণে জড়িত ব্যাক্তিবর্গের জন্য মনিটরিং করা অত্যন্ত সহজ হবে এবং যে কোন নির্দেশনা তাৎক্ষনিক ভাবে ও ত্বরিত গতিতে প্রদান করা সহ সকল কাজসমূহ সুষ্ঠভাবে ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা সহজ হবে।

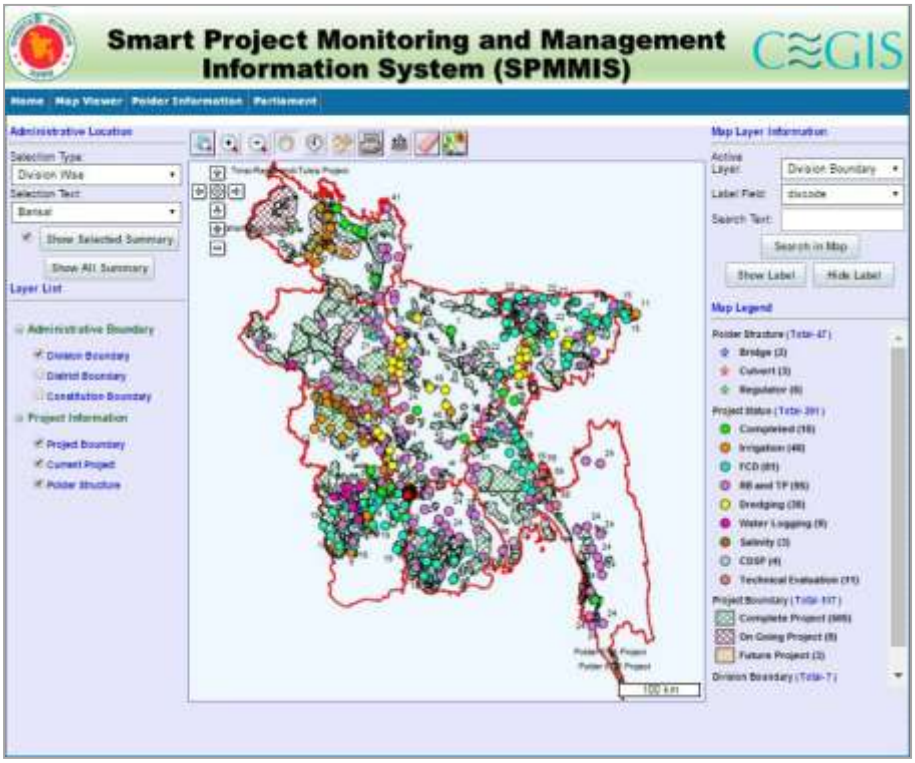

SPMMIS-এর পাইলটিং কাজ প্রাথমিকভাবে বাপাউবো'র গঙ্গা- কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প,তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প এবং তাড়াইল-পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প- এ তিনটি সমাপ্তকৃত প্রকল্পে এবং ৫৩টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভূক্ত প্রকল্প সমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।

SPMMIS-এর মাধ্যমে প্রকল্পের O&M এবং নতুন ভাবে গৃহীত যে কোন কাজ সমন্বিতভাবে পর্যবেক্ষণের করা সম্ভব হবে। সকল প্রকল্পের জিআইএস ম্যাপ, অবকাঠামোসমূহপরিবীক্ষণ কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের তথ্য একটি রিলেশনাল ডাটাবেজ

অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং এই তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট জিআইএস ম্যাপের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে । এই সিস্টেমটি প্রস্তুত করার জন্য ওয়েব জিআইএস (Web GIS) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এই সিস্টেম ব্যবহার করে,বাপাউবো'র সাইট অফিস থেকে অনুমোদিত পরিকল্পনা, কাজের অবস্থান সম্বলিত মানচিত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ীয কোন সময় কাজের অগ্রগতি সিস্টেমে হালনাগাদ করা যাবে। সকল হালনাগাদকৃত তথ্য সাইট অফিসের কম্পিউটারে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যলয়স্থ কেন্দ্রীয় ডাটাবেজেসংরক্ষণ করা হবে যা সকল উপ-বিভাগীয়,বিভাগীয়,সার্কেল এবং জোনাল অফিস থেকে ব্যবহার করা যাবে।

৯. ঢাকাস্থ বন্যার ঝুঁকি প্রশমণে পরিবেশ বান্ধব কৌশলে (Eco-engineering) নব্যরীতির সংযোজন (Innovations in Eco-engineering for Flood Risk Mitigation in Dhaka)

বৃহত্তর ঢাকা প্রায় প্রতিনিয়তই অতিবৃষ্টি এবং নদীসমূহের পানির উচ্চতা (Level) বেড়ে যায়, ফলে প্রায়শ বন্যা কবলিত হয়। এতে ঢাকায় বসবাসরত মানুষের বসতবাড়ি ডুবে যাওয়াসহ জানমালের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। ষাটের দশক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি জনবহুল ঢাকা শহরের বন্যা নিয়ন্ত্রণে অবকাঠামোগত ও কৌশলগত নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ এখনও ঢাকা শহর ও এর আশেপাশের এলাকাসমূহ বন্যার প্রকোপ থেকে নিয়ন্ত্রণেআনা সম্ভব হয়নি। আর তা না হওয়ায়সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরণের সমস্যা।এর মধ্যে রয়েছে, অতি বৃষ্টির ফলে শহরের ড্রেনসমূহ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা তৈরি করা, ময়লা আবর্জনা দিয়ে নালাগুলো বন্ধ হয়ে থাকা, বেআইনিভাবে খাল ও নদী দখল, খাল ও নালা এবং খাল ও নদীর মধ্যকার সংযোগ বিছিন্ন হওয়া ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে, তথা বৃহত্তর ঢাকা শহরের (ঢাকা- নারায়নগঞ্জ ডেমরা এলাকা সহ) বন্যা নিয়ন্ত্রণে (বন্যার ঝুঁকি প্রশমণে)পরিবেশ বান্ধব কৌশলে নব্যরীতি সংযোজন করার বাউন্ডাবনের উদ্দেশ্যে World Bank এর অর্থায়নেCEGISওDeltares Netherlandsযৌথ ভাবে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ সমীক্ষার আওতায়,CEGIS ঢাকার পূর্ব-পশ্চিম, ডিএনডি অঞ্চল এবং মূল ঢাকার বাইরের অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ বান্ধব কৌশল উদ্ভাবন করেছে। CEGISকর্তৃক উদ্ভাবিত এ নব্যরীতিঅনতিবিলম্বে ঢাকার উল্লেখিত অঞ্চলসমূহে বন্যা নিয়ন্ত্রণে (বন্যার ঝুঁকি প্রশমণে)পরামর্শ প্রদানে ব্যবহার করা হবে।

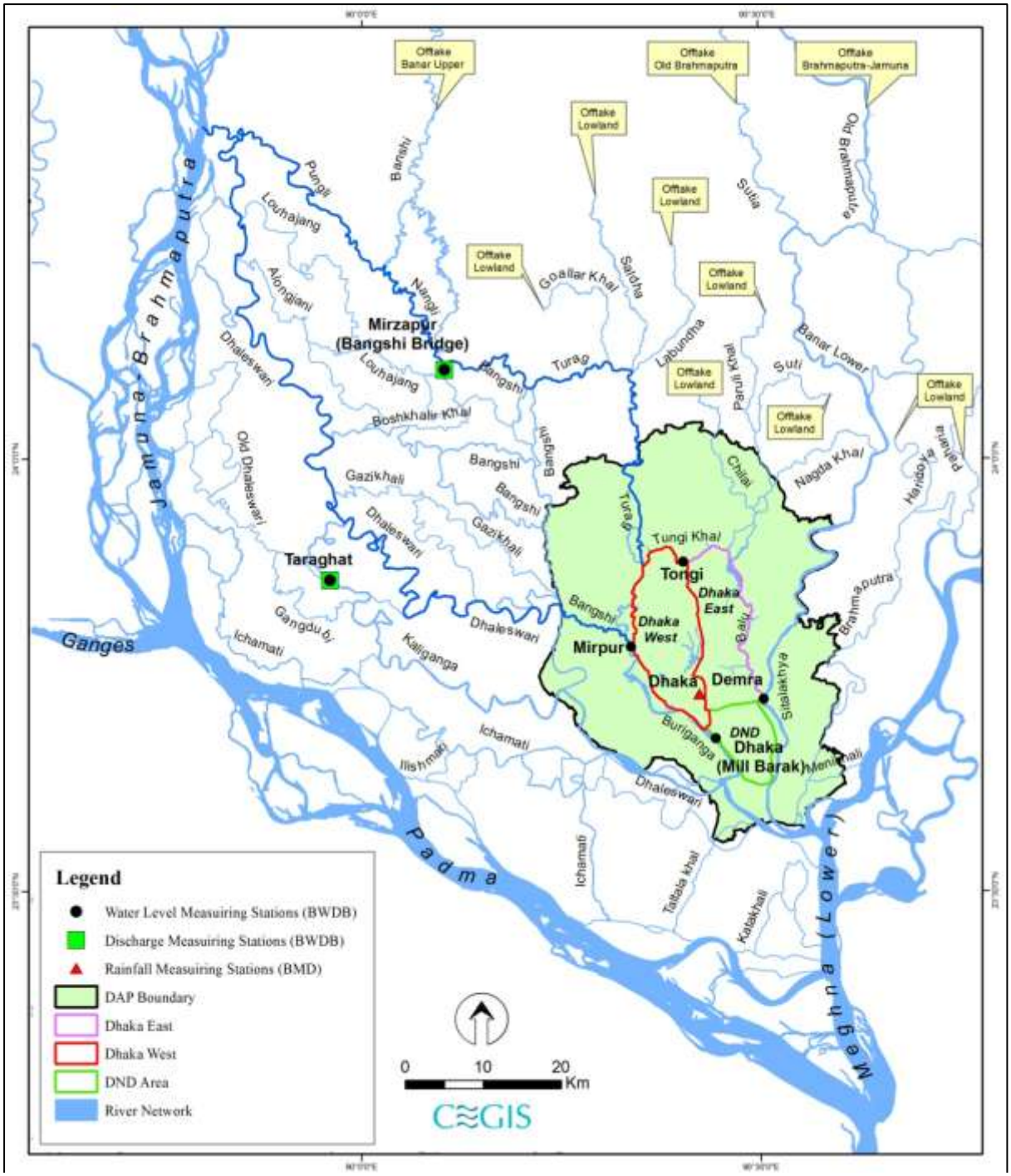

১০. মরুকরণ, খরা ও ভূমির ক্ষয় রোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাকশন প্রোগ্রাম (NAP) প্রণয়ন

বাংলাদেশ United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। UNCCD-এর প্রতিটি সদস্য দেশেরই দায়িত্ব মরুকরণ, খরা ও ভূমির ক্ষয় রোধের লক্ষ্যে তার নিজ দেশের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রণয়ন করা। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাকশন প্রোগ্রাম (NAP) প্রণয়নে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং সিইজিআইএস-কে NAPপণনয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে প্রথম NAPতৈরি করেছিল । ইতোমধ্যে UNCCD সেক্রেটারিয়েট ২০০৮-২০১৮ সালের জন্য তাদের ১০ বছরব্যাপী কৌশলগত পরিকল্পনা এবং কাঠামো তৈরি করেছে। বাংলদেশের বর্তমান NAPপ্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই হল ২০০৫ সালের NAP-কে হালনাগাদ করা এবং মরুকরণ, খরা ও ভূমির ক্ষয়ের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত

করা এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে করনীয় সমূহ নির্ধারণ করাযা UNCCD-এর ১০ বছরব্যাপী কৌশলগত পরিকল্পনা এবং কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূণ হর্য়। সিইজিআইএস ইতোমধ্যে NAPপ্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং চুড়ান্ত প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেরণ করেছে। এ কর্মপরিকল্পনাটির আওতায় ১৮ টি কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে যা ২০১৫-২০২৪ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে । চিহ্নিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬০,৭৫০ মিলিয়ন টাকা।

১১. পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার নিমিত্তে সম্ভাবনাময় এলাকা চিহ্নিত করণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের অমিত সম্ভাবনার একটি দেশ। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বে ও দেশের পর্যটন খাতে এ পর্যন্ত আশানুরূপ উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয় নাই। পর্যাপ্ত মান সম্পন্ন সুযোগ সুবিধা না থাকা এবং পর্যটন আকর্ষনীয় স্থানসমূহের যথাযথ প্রচার না থাকা এর অন্যতম প্রধান কারণ। এ খাতের অভাবনীয় সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সরকার ২০১৬ সালকে জাতীয় পর্যটন বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো এ খাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান এবং বিদেশে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাপক ইতিমধ্যে দেশের পর্যটন খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কিন্তু প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পূর্বে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করা অতীব জরুরী। সেই নিরিখে বাপক সিইজিআইএসকে তাদের প্রস্তাবিত ১২টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজে নিয়োগ প্রদান করেছে। এসব প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৭টি প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত। এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল প্রকল্পসমূহ কারিগরীভাবে সম্ভব কিনা, পরিবেশগতভাবে টেকসই কিনা, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কিনা তা নিরূপণ করা। সিইজিআইএস প্রতিটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পৃথক পৃথক ভাবে সম্পাদন করবে ও প্রতিটির জন্য আলাদাভাবে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যথাযখ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেবে ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)-এর নিয়মিত কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী এবং সিইজিআইএস এর পেশাজীবিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহৃত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ মডেল, জিআইএস, আরএস ও ডাটাবেসসহ অন্যান্য সমসাময়িক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের উপর সম্যক ধারণা প্রদান করাসহ অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) কর্মকর্তাদের জন্য বিদ্যুৎসেবা পরিকল্পনা ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী ক্ষেত্রে জিআইএস প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	পরিবেশ অধিদপ্তর ও বনবিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য ভৌগলিক তথ্য পদ্ধতি (GIS) এবং দূরঅনুধাবন (RS) বিষয়ে মৌলিক এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ	২৫ - ২৯ অক্টোবর, ২০১৫	১৪
২	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য Arc- GIS-এর পরিচিতি এবং ব্যবহার উপযোগী ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮ - ১২ নভেম্বর, ২০১৫	৫
৩	বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পরিবেশগত পর্যবেক্ষণে তথ্যপদ্ধতি এবং দূরঅনুধাবন (RS) প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ - ১০ মার্চ, ২০১৬ এবং ১৯ - ২৪ মার্চ, ২০১৬	২৫
৪	Training of the Trainers on Concept and Practice	২০ - ২৪ মার্চ, ২০১৬	১৯

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	of Integrated Water Resources Management		
৫	বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য চিটাগং ডিভিশনের শিল্প- কারখানার ডেটাবেস এবং ওয়েব ভিত্তিক GISApplication Software প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৮ - ২৯ মার্চ, ২০১৬	১৫
৬	Geo Spatial tool to target surface water Irrigation for crop intensification in southern Bangladesh	৫ - ৬ জুন, ২০১৬	৩০
৭	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো)-এর কর্মকর্তাদের জন্য বিদ্যুৎ সেবা পরিকল্পনা ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে জিআইএস প্রয়োগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১ মে - ৪ জুন, ২০১৬	১০
৮	ভারতের কোশি নদীর কাঠামোগত আচরণ ও পরিবর্তনের অগ্রবার্তা (Prediction) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮ - ১১ মার্চ, ২০১৬	৬

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিইজিআইএস এর কর্মকর্তাদিগকে নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে জার্মানী, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে সিইজিআইএস এ কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্মকর্তাগণ পুনরায় সিইজিআইএস - এ যোগদান করেন এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কাজগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণসমূহে প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ/উচ্চতর শিক্ষার বিষয়	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	Building Capacity of the young Professionals of CEGIS to Implement IWRM	থাইল্যান্ড	৫ দিন	১৪
২	Application of University of British Columbia (UBC) Watershed Model for Hyhrological Studies	পাকিস্তান	৪ দিন	৩
৩	Regional Training on SERVIR Science Application	নেপাল	৫ দিন	১

কর্মশালা

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত কর্মশালাসমূহ আয়োজন করেছে

ক্রমিক নং	কর্মশালার বিষয়	সময়
১	Workshop on **Challenges of Drinking Water Security in Selected Coastal Areas with Special emphasis on Polders and Participation of Youth and Women** funded by BWP	১৩ অক্টোবর ও ১৫ অক্টোবর, ২০১৫
২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং তাদের ভেল্যু চেইন-এর ঝুঁকি নিরূপণ এবং তাদের অভিযোজন ক্ষমতা নির্ণয় সংক্রান্ত কর্মশালা	১০ জুলাই, ২০১৫
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ঝুঁকি নিরসনের জন্য উপযুক্ত অভিযোজন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্ণয় সংক্রান্ত কর্মশালা	০৫ অক্টোবর,২০১৫
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় কর্পোরেট (corporate) অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা	০৮ মার্চ, ২০১৬

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সিইজিআইএস নিম্নবর্ণিত মতবিনিময় সভা সমূহের আয়োজন করেছে

ক্রমিক নং	মতবিনিময় সভার বিষয়	মতবিনিময় সভার সংখ্যা	সময়
১	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং এদের ভেল্যু চেইন-এর ঝুঁকি নিরূপণ ও অভিযোজন ক্ষমতা নির্ণয়ের উপর মতবিনিময় সভা	২	জুলাই, ২০১৫
২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ঝুঁকি নিরসনের জন্য উপযুক্ত অভিযোজন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্ণয়ের উপর মতবিনিময় সভা	২	অক্টোবর, ২০১৫
৩	পিজিসিবি-এর অধীনে ৪০০৫ কভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনএবং উপকেন্দ্রের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই-এর উপর মতবিনিময় সভা	২	ফেব্রুয়ারী, ২০১৬৬
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় কর্পোরেট (corporate) অভিযোজন কৌশল নির্ধারণের উপর মতবিনিময় সভা	২	ফেব্রুয়ারী, ২০১৬
৫	জি২জি- অধীনস্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করণ প্রকল্পের রুট জরিপ,ভূমি অধিগ্রহণ সমীক্ষা, প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার উপর মতবিনিময় সভা	১৪	মার্চ ,২০১৬
৬	গোপালগঞ্জ সঞ্চালন লাইন ও সাবস্টেনের জন্য, রুটজরিপ, প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষার উপর মতবিনিময় সভা	৪	এপ্রিল, ২০১৬
৭	উপকূলীয় অঞ্চলে জল ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব নিরূপণের উপর মতবিনিময় সভা	৬	এপ্রিল, ২০১৬
৮	সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (৩য় ইউনিট) ইআইএ প্রতিবেদনের তথ্য প্রকাশ ও মতবিনিময় সভা	১	আগস্ট, ২০১৫

সিইজিআইএস কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র

সিইজিআইএস-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় ঢাকাস্থ সেনা মালঞ্চ কনভেনশন সেন্টারে ''সিইজিআইএস ঈদ-উল-ফিতর পুনর্মিলনী" ২০১৬ শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সিইজিআইএস পরিবারের সকল সদস্য তাদের সহধর্মী/সহধর্মিনী সহ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব ডঃ জাফর আহমেদ খান সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহন করেন। সকলের উপস্থিতিতে মনোরম নাচ, গান ও সিইজিআইএস-এর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে প্রণীত লেজার শো-এর মাধ্যমে আলোচ্য সন্ধ্যাটি আন্দময় ও উৎসবমুখর হয়ে উঠে।





সিইজিআইএস তার তরুণ পেশাজীবিদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিগত দুই বছরের মত এবছর ও আন্তজাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়শিয়া (ইউটিএস) ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার এসোসিয়েশন-এর যৌথ সহযোগিতায়"পানি, জলবায়ু ও সহশীল ('**Water, Climate and Resilience Cities**') শহর" শীর্ষক এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে বিগত ২০ থেকে ৩০ জুলাই,২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সিইজিআইএস-এর মোট ১৬ জন কর্মকর্তা এতে প্রশিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব,বেগম শামীম আরা যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সিইজিআইএস পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে প্রতিবারের মত এবারো আয়োজিত হয়ে গেলো সিইজিআইএস পিকনিক ২০১৬। গত ৮ জানুয়ারী ঢাকার অদূরে গাজীপুরের সী-গাল রিসোর্টের নয়নাভিরাম ও নিরিবিলি পরিবেশে আয়োজিত এ পিকনিকে সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন সিইজিআইএস-এর সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও আমন্ত্রিত গণ্যমান্য অতিথি বৃন্দ। পিকনিকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব ডঃ জাফর আহমেদ খান। শীতের সকালে শীতের পিঠা, ছোট ও বড়দের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্নভোজ এবং বিকালের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনষ্ঠান ও র‍্যফেল ড্র সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও র‍্যফেল ড্রতে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেওয়ার মাধ্যমে আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হয়।



সিইজিআইএস-এর তরুণকর্মকর্তাদিগকে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিইজিআইএস-এর নিজস্ব অর্থায়নে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর সহায়তায় একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। ''লিডারশীপ এন্ড **office** ম্যানেজমেন্ট ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর দ্য সিইজিআইএস মিড লেভেল প্রফেশনালস" শীর্ষক এ প্রশিক্ষণটি গত ২৪-২৬ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয়। সিইজিআইএস-এর তরুণপর্যায়ের মোট ২০ জন কর্মকর্তা-এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিন (৩) দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে তারা নেতৃত্ব এবং **office** ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মোট ১৫টি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। প্রশিক্ষণের সমাপণী অনুষ্ঠানে সিইজিআইএস-এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র তুলে দেন।



বন্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার লক্ষ্যে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপ (জিডব্লিউপি)-এর একটি উল্লেখযোগ্য ও কার্যকরী উদ্যোগ হল আঞ্চলিক পর্যায়ে ''বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা'' শীর্ষক অঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন। জিডব্লিউপি; চায়না ও জিডব্লিউপি; সুইডেনের যৌথ উদ্যোগে চীনের গুয়াংডং শহরে গত ১৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কর্মশালাটি আয়োজিত হয়। এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নত বন্যা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম (**Common platform**) তৈরি করা। এ কর্মশালায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশল ও জ্ঞান উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন । এছাড়া বাংলাদেশে, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, চায়না, ফ্রান্স, জর্জিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, কাজাগিস্তান, সুইডেনও জাপানের প্রতিনিধিগণ ও বন্যা ব্যবস্থাপনার উপর তাদের মূল প্রবন্ধসমূহ উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মশালটিতে সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক, প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ কর্মশালার দ্বিতীয় অংশে কমিউনিটি ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের উপর মূল প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন।





চায়না ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানী **POWERCHINA**-এর একদল বিশেষজ্ঞ গত ১৯ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সিইজিআইএস কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিচিতিমূলক এ সফরে সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ তাদের কাছে সিইজিআইএস-এর ভিশন, কর্মপরিধি ও দক্ষতা সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো ও তুলে ধরেন। পরিচিতি মূলক এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব ডঃ জাফর আহমেদ খান। **POWERCHINA**-কে চায়নার পাওয়ার, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নির্মাণ খাতের অগ্রণী একটি কোম্পানি আখ্যায়িত করে এর সাথে **CEGIS**-এর কর্মক্ষেত্রের সাদৃশ্য তুলে ধরা হয় এবং **CEGIS** কে **POWERCHINA**-এর সম্ভাব্য যোগ্য আঞ্চলিক অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে গঙ্গা বাঁধ নির্মাণে **POWERCHINA**-এর সহযোগিতার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়।

এ সভায় উল্লেখিত বিষয়ের উপর সফলআলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তীতে **POWERCHINA**-এর দুটি বিশেষ দল গঙ্গা বাঁধ তৈরিতে **CEGIS**-এর সাথে যৌথভাবে তাদের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আরও দুবার **CEGIS** পরিদর্শন করেন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও সিইজিআইএস প্রাঙ্গনে সিইজিআইএস পরিবারের সকলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ইফতার মাহফিল ২০১৬। গত ২৩ শে জুন, ২০১৬ খ্রিঃ তরিখে অনুষ্ঠিত এ ইফতার মাহফিল পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব ডঃ জাফর আহমেদ খান সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন ।

সিইজিআইএস এর উপ- নির্বাহী পরিচালক জনাব মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খান সুন্দরবনের প্রকৃতিক ভূ- চিত্রের উপর ১৬- ১৭ মার্চ, ২০১৬ খ্রিঃ তরিখে ব্যাংকক,থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত একটি কর্মশালায় যোগদান করেন। **International Water Association (IWA)** কর্তৃক আয়োজিত এ আর্ন্তজাতিক কর্মশালায় জনাব খান সুন্দরবনের জন্য প্রয়োজনীয় এনভায়রনমেন্টাল ফ্লো (**Environmental Flow**)-এর উপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বাংলা ১৪২২ সালকে বিদায় জানাতে ও ১৪২৩ সালকে বরণ করে নিতে সিইজিআইএস গত ১৩ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে তাদের নিজ প্রাঙ্গনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে । সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণ গান, নাচ, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। সিইজিআইএস পরিবারের সকলের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব ডঃ জাফর আহমেদ খান এবং অন্যান্য গণ্যমান্য বিশেষজ্ঞ ও অতিথিবৃন্দ।



পরিশিষ্ট-১

পরিশিষ্ট-১

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
			কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা					
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন	মোট	৯৪৪০৯.০৭	১১৬১৬.০৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৮৫.৭৭	১৪১০১.৮১
১০	ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা	স্থানীয়	৯৪৪০৯.০৭	১১৬১৬.০৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৮৫.৭৭	১৪১০১.৮১
	রিভার সিস্টেম)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩০-০৬-২০২০)	বাস্তব %		১৩.৭৪	২.৫০		৪.১০	১৭.৮৪
২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার	মোট	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২২	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০	১৩৪৪৯.১৩	৩৮৪৩৭.৩৫
৮	দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার	স্থানীয়	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২২	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০	১৩৪৪৯.১৩	৩৮৪৩৭.৩৫
	বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার	বাস্তব %		৬৩.০০	১৭.০০		১৭.০০	৮০.০০
	হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ							
	প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে							
	জুন, ২০১৭)							
৩	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	মোট	৬৩৩৭২.১৪	৫৫০০.৯৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৭.০০	৮৪৯৭.৯৩
১৭	(১ম সংশোধিত)	স্থানীয়	৬৩৩৭২.১৪	৫৫০০.৯৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৭.০০	৮৪৯৭.৯৩
	(০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১১.০০**	**৫.০০**		**৬.২০**	**১৭.২০**
৪	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	মোট	২১০৯৪.১৩	২০০০.০০	২৯৯১.০০	২৯৯১.০০	২৯৯১.০০	৪৯৯১.০০
৩১	(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	স্থানীয়	২১০৯৪.১৩	২০০০.০০	২৯৯১.০০	২৯৯১.০০	২৯৯১.০০	৪৯৯১.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১০.০০**	**১৪.২০**		**১৪.৭৫**	**২৪.৭৫**
৫	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর	মোট	২১৭৬২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫২	বাজার হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা	স্থানীয়	২১৭৬২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই,	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.০০**		**০.০০**	**০.০০**
৬	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন	মোট	৪৪৪২.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
১২৪	শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ	স্থানীয়	৪৪৪২.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
	প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৪.৫০**		**৪.৫০**	**৪.৫০**
			পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা					
৭	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট	মোট	২৮০৫২.৩৮	১৩২১৮.৮০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৯০.৮০	২৩২০৯.৬০
২	ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম	স্থানীয়	২৮০৫২.৩৮	১৩২১৮.৮০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৯৯০.৮০	২৩২০৯.৬০

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯০.০০**	**৮.০০**		**৭.৮৫**	**৯৭.৮৫**
৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর	মোট	১৯৮০২.০৪	৫৭০০.০০	৪৫৭৩.০০	৪৫৭৩.০০	৪৫৬৬.৭৫	১০২৬৬.৭৫
৩৮	উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা	স্থানীয়	১৯৮০২.০৪	৫৭০০.০০	৪৫৭৩.০০	৪৫৭৩.০০	৪৫৬৬.৭৫	১০২৬৬.৭৫
	নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০১৮)	বাস্তব %		**২৯.৭৬**	**২৭.৫৩**		**২৩.০৯**	**৫২.৮৫**
৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর	মোট	৪৯৭৪.১৮	২১২৭.২৪	১০৭৫.০০	১০৭০.২৬	১০৬৭.৫২	৩১৯৪.৭৬
১২	উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং	স্থানীয়	৪৯৭৪.১৮	২১২৭.২৪	১০৭৫.০০	১০৭০.২৬	১০৬৭.৫২	৩১৯৪.৭৬
	বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৪৭.২৩**	**২১.৫২**		**২১.৪৬**	**৬৮.৬৯**
১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার	মোট	৩৬৪৯.৩৮	০.০০	২৮০.০০	২৭৭.২৫	২৭৬.৪৪	২৭৬.৪৪
৪৩	মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে	স্থানীয়	৩৬৪৯.৩৮	০.০০	২৮০.০০	২৭৭.২৫	২৭৬.৪৪	২৭৬.৪৪
	মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৭.৬৭**		**৭.৫৭**	**৭.৫৭**
১১	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী	মোট	১৫৫৮৮.১৬	০.০০	৪২.০০	৪২.০০	৪১.০৩	৪১.০৩
৫০	(আপার) পুনঃখনন প্রকল্প	স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	০.০০	৪২.০০	৪২.০০	৪১.০৩	৪১.০৩
	(সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হইতে জুন, ২০২০)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.২৬**		**০.২৬**	**০.২৬**
১২	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে	মোট	১৬২৪.৯৯	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৪৯.৫০	৪৯.৫০
১২৬	কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন	স্থানীয়	১৬২৪.৯৯	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৪৯.৫০	৪৯.৫০
	শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হইতে জুন,	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৮)	বাস্তব %		**০.০০**	**৩.০৭**		**৩.০০**	**৩.০০**
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট								
১৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৩য়	মোট	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৫.২৫	১৩৯১০.৬১
১	সংশোধিত)	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৫.২৫	১৩৯১০.৬১
সমাপ্ত	(০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮৬.৬৩**	**৯.৬৮**		**৯.৫৮**	**৯৬.২১**
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম								
১৪	চট্রগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার	মোট	২৫১২৯.৮৬	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৪২	পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং	স্থানীয়	২৫১২৯.৮৬	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	অবকাঠামোসমূহের পূনর্বাসন প্রকল্প (১ম	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (জুলাই,২০১৫ হতে জুন,	বাস্তব %		**০.০০**	**১.০০**		**১.০০**	**১.০০**
	২০১৮)							

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৫	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার	মোট	২৫৯৭৬.০০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৯২.০০	৫৯২.০০
৪৫	সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী	স্থানীয়	২৫৯৭৬.০০	০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৯২.০০	৫৯২.০০
	প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন,	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৮)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৬.০০**		**৬.০০**	**৬.০০**
১৬	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান	মোট	৭১৭৮.৬১	২৬৪৯.২৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	৫১৪৯.২৬
৩২	উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও	স্থানীয়	৭১৭৮.৬১	২৬৪৯.২৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	৫১৪৯.২৬
	রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	বাস্তব %		**৩৬.৯০**	**৩৪.৮৩**		**৩৪.৮৩**	**৭১.৭৩**
১৭	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া	মোট	১৫০৫৬.৪৯	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
৪৬	উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয়	স্থানীয়	১৫০৫৬.৪৯	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
	তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(জুলাই,২০১৫ হতে জুন,২০১৮)	বাস্তব %		**০.০০**	**৫.৭৯**		**৫.৩১**	**৫.৩১**
১৮	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন	মোট	২৪৭৭.৩৩	০.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	২২৫.০০
১২৫	মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা	স্থানীয়	২৪৭৭.৩৩	০.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	২২৫.০০
	নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	হতে জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**১০.০০**		**৯.০৮**	**৯.০৮**
			উত্তরাঞ্চল, রংপুর					
১৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও	মোট	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৬৭৬৯.২৭
১৪	তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে	স্থানীয়	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৬৭৬৯.২৭
সমাপ্ত	রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প	উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক	বাস্তব %		**৭৬.১৩**	**২৩.৮৭**		**২৩.৮০**	**৯৯.৯৩**
	স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ							
	প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ - জুন,							
	২০১৬)							
২০	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন	মোট	৫৪৮৪.০১	২৪৫৬.৩২	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৭৫.২৩	৩০৩১.৫৫
২৭	সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর	স্থানীয়	৫৪৮৪.০১	২৪৫৬.৩২	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৭৫.২৩	৩০৩১.৫৫
	ভাংগন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত	বাস্তব %		**৫২.১২**	**১০.৯৪**		**১০.০০**	**৬২.১২**
	তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য়							
	সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২							
	হতে ৩০-০৬-২০১৬)							
২১	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর	মোট	২৫৬৯১.৭৯	৬৮৪৩.৯৮	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০	১২৪৪৩.৯৮
৩০	উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী	স্থানীয়	২৫৬৯১.৭৯	৬৮৪৩.৯৮	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০	১২৪৪৩.৯৮
	বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৮)	বাস্তব %		**৪২.৩১**	**২১.৮০**		**২১.৮০**	**৬৪.১১**

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২২	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ	মোট	৮৩৫৫.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০
৪১	উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকনি ও চারালকাটা	স্থানীয়	৮৩৫৫.০০	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০
	নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	হতে জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৫০.০০**		**৫০.০০**	**৫০.০০**
২৩	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	মোট	৪১৩৩২.৫৭	২৩০৫৮.১৯	৫২০০.০০	৫২০০.০০	৫১৭৩.০০	২৮২৩১.১৯
১১৫	(৩য় সংশোধিত)	স্থানীয়	৪১৩৩২.৫৭	২৩০৫৮.১৯	৫২০০.০০	৫২০০.০০	৫১৭৩.০০	২৮২৩১.১৯
	(০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫৫.৭৯**	**১২.৫১**		**১২.৫১**	**৬৮.৩০**
	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী							
২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায়	মোট	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	৩২০৩০.৯৬
১৩	যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম	স্থানীয়	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	৩২০৩০.৯৬
	সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	০৬-২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৬২.২৫**	**২৮.৫২**		**৩২.০৯**	**৯৪.৩৪**
২৫	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং	মোট	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৫৫৮.০০	৫৫৮.০০	৫৫২.৩০	১১১৩৭.৭৫
১৮	তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর	স্থানীয়	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৫৫৮.০০	৫৫৮.০০	৫৫২.৩০	১১১৩৭.৭৫
সমাপ্ত	বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (১ম	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প	সংশোধিত) (০১/১১/২০১০ হতে	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৩০/০৬/২০১৬)	বাস্তব %		**৯২.২০**	**৭.৮০**		**৭.০০**	**৯৯.২০**
২৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর	মোট	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	১২৭০২.০০	১২৭০১.৪৮	১২৫৮৪.৪৮	২২৫২৩.৯৩
২৪	সংরক্ষন প্রকল্প	স্থানীয়	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	১২৭০২.০০	১২৭০১.৪৮	১২৫৮৪.৪৮	২২৫২৩.৯৩
সমাপ্ত	(০১-০১-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৪৬.৩৫**	**৫৩.৬৫**		**৫২.৯৫**	**৯৯.৩০**
২৭	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন	মোট	৩০১৫২.৮৯	০.০০	২১০৬.০০	২১০৬.০০	২১০৬.০০	২১০৬.০০
৪৮	কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা	স্থানীয়	৩০১৫২.৮৯	০.০০	২১০৬.০০	২১০৬.০০	২১০৬.০০	২১০৬.০০
	নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন,	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৮)	বাস্তব %		**০.০০**	**৭.০০**		**৭.০০**	**৭.০০**
২৮	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন	মোট	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	১৫৬৯৯.০৫
১৫	স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং	স্থানীয়	২১৯০৬.৬৩	৯৬৯৯.০৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	১৫৬৯৯.০৫
	বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ভাংগন রোধ (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১	বাস্তব %		**৫০.৬২**	**২৭.৩৯**		**২৮.১৫**	**৭৮.৭৭**
	হতে জুন, ১৭)							
২৯	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার	মোট	৩৯৪১৯.৯১	৬৭৮৭.১৭	৮২০০.০০	৮২০০.০০	৮২০০.০০	১৪৯৮৭.১৭
১১৬	গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ	স্থানীয়	৩৯৪১৯.৯১	৬৭৮৭.১৭	৮২০০.০০	৮২০০.০০	৮২০০.০০	১৪৯৮৭.১৭
	সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য়	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	০৬-২০১৭)	বাস্তব %		**১৯.১৭**	**২০.৮০**		**২০.৯০**	**৪০.০৭**
৩০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	মোট	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৯৯.৫৪	৮০৫৬.৫৭
২৯		স্থানীয়	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৯৯.৫৪	৮০৫৬.৫৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১১.৫৪**	**২৪.৩৩**		**২৪.৫৬**	**৩৬.১০**
৩১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মোট	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৫৭১.০০	৫৭১.০০	৫৭০.৬২	১৫৬৯.২৩
৩৪		স্থানীয়	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৫৭১.০০	৫৭১.০০	৫৭০.৬২	১৫৬৯.২৩
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৬১.০০**	**৩৯.০০**		**৩৮.৫০**	**৯৯.৫০**
৩২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মোট	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২৬৩৭.০০	২৬৩৭.০০	২৫২২.৭৮	৭৬৯১.৪৫
২২		স্থানীয়	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২৬৩৭.০০	২৬৩৭.০০	২৫২২.৭৮	৭৬৯১.৪৫
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৬৪.৪৬**	**৩৫.৫৪**		**৩৫.০৪**	**৯৯.৫০**
৩৩	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৭৫১২.০০	৭৫১২.০০	৭৫০৮.৯৫	১১১৩৫.২৫
২৬		স্থানীয়	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৭৫১২.০০	৭৫১২.০০	৭৫০৮.৯৫	১১১৩৫.২৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১৩.২৮**	**২৭.৩৯**		**২৮.২৩**	**৪১.৫১**
৩৪	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭)	মোট	৮৬৭৯.০০	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৯.৩৫	৭৯৯.৩৫
৪৯		স্থানীয়	৮৬৭৯.০০	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৯.৩৫	৭৯৯.৩৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**৯.২২**		**১১.৫৮**	**১১.৫৮**
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর								
৩৫	তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	২৮১৪৪.৫৭	১৪৬৮৪.৫৭	৩৭০০.০০	৩৬৯০.৩৬	৩৬৯০.৩৬	১৮৩৭৪.৯৩
১১৭		স্থানীয়	২৮১৪৪.৫৭	১৪৬৮৪.৫৭	৩৭০০.০০	৩৬৯০.৩৬	৩৬৯০.৩৬	১৮৩৭৪.৯৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫৫.০০**	**১৫.০০**		**১৫.০০**	**৭০.০০**
৩৬	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	মোট	১২২১৩.৯৩	৯৯৮.১৮	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০	৫৬৭৫.৫০	৬৬৭৩.৬৮
১২২		স্থানীয়	১২২১৩.৯৩	৯৯৮.১৮	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০	৫৬৭৫.৫০	৬৬৭৩.৬৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১২.৫০**	**৫০.০০**		**৬০.৫০**	**৭৩.০০**
৩৭	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৭)	মোট	১৮৮১৫.০০	৯৫৪৭.১৮	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	১৪৮৪৭.১৮
১১৯		স্থানীয়	১৮৮১৫.০০	৯৫৪৭.১৮	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	১৪৮৪৭.১৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৫০.৭৪**	**২৮.১৭**		**৩১.৭০**	**৮২.৪৪**
৩৮	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প	মোট	৭৩৮২.৮৪	৫২৯.২৫	৩৪৯৮.০০	৩৪৯৮.০০	৩৪৯৮.০০	৪০২৭.২৫
১২১	(০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	স্থানীয়	৭৩৮২.৮৪	৫২৯.২৫	৩৪৯৮.০০	৩৪৯৮.০০	৩৪৯৮.০০	৪০২৭.২৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৭.১৭**	**৪৭.৩৮**		**৫৫.০৬**	**৬২.২৩**
৩৯	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের	মোট	১৮০৬৮.০০	০.০০	১৪৪.০০	১৪৩.৮০	১২৭.০৩	১২৭.০৩
৪৪	কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায়	স্থানীয়	১৮০৬৮.০০	০.০০	১৪৪.০০	১৪৩.৮০	১২৭.০৩	১২৭.০৩
	পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.৮০**		**০.৭০**	**০.৭০**
৪০	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন	মোট	৮৩৫২.০৪	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৭৭	২৪৯৮.৭৭
৪৭	ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর	স্থানীয়	৮৩৫২.০৪	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৭৭	২৪৯৮.৭৭
	এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষন	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**২৯.৯৩**		**৩১.১৩**	**৩১.১৩**
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল							
৪১	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	মোট	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২০২৩.৫৭
৬	(২য় সংশোধিত)	স্থানীয়	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২০২৩.৫৭
	(০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৬৬.০০**	**১৭.০০**		**১৭.০০**	**৮৩.০০**
৪২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার	মোট	২১৬৮৭.০৯	১০৪৮৬.৯৪	১৭২৭.০০	১৭২৭.০০	১৭২৭.০০	১২২১৩.৯৪
৭	বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর	স্থানীয়	২১৬৮৭.০৯	১০৪৮৬.৯৪	১৭২৭.০০	১৭২৭.০০	১৭২৭.০০	১২২১৩.৯৪
	গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য়	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	০৬-২০১৭)	বাস্তব %		**৪৯.০০**	**১২.৩০**		**১২.০০**	**৬১.০০**
৪৩	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য়	মোট	১০৬২৭.৭৫	৮৭০৪.৯৬	১৯২৩.০০	১৯২২.৭৫	১৮৮৫.২৫	১০৫৯০.২১
২৮	সংশোধিত)	স্থানীয়	১০৬২৭.৭৫	৮৭০৪.৯৬	১৯২৩.০০	১৯২২.৭৫	১৮৮৫.২৫	১০৫৯০.২১
সমাপ্ত	(নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮৬.০০**	**১৪.০০**		**১৪.০০**	**১০০.০০**
৪৪	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার	মোট	১৩৪২২.৫১	২১২১.৫০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.০০	৫৬২০.৫০
৩৩	ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	স্থানীয়	১৩৪২২.৫১	২১২১.৫০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.০০	৫৬২০.৫০
	(২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**২৩.০০**	**২৫.০০**		**২৫.০০**	**৪৮.০০**
৪৫	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন	মোট	৫৫১৪৯.৯৮	০.০০	৮৮.০০	৮৭.৯০	৮৬.০১	৮৬.০১
৫৫	উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে	স্থানীয়	৫৫১৪৯.৯৮	০.০০	৮৮.০০	৮৭.৯০	৮৬.০১	৮৬.০১
	পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী,	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.১৬**		**০.১৬**	**০.১৬**
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা								
৪৬	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মোট	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	২৭১০.০০	২৬৯৯.৫০	৬১৮৯.৫০
২৫		স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	২৭১০.০০	২৬৯৯.৫০	৬১৮৯.৫০
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৩২.০০**	**১৬.০০**		**১৩.০০**	**৪৫.০০**
৪৭	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	মোট	২৮২৮৩.১৬	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৮.০০	৯৮.০০
৫৪		স্থানীয়	২৮২৮৩.১৬	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৮.০০	৯৮.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.৩৫**		**০.৩৫**	**০.৩৫**
৪৮	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৭২৩০.০০	৭২৩০.০০	৭২১৫.৩৩	১৮০৮৮.৬৪
২১		স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৭২৩০.০০	৭২৩০.০০	৭২১৫.৩৩	১৮০৮৮.৬৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৪৯.২১**	**২২.০০**		**২২.৫০**	**৭১.৭১**
৪৯	যশোহর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মোট	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮
২৩		স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯৩.০২**	**০.০০**		**০.০০**	**৯৩.০২**
৫০	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	মোট	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৩৬৯৫.০০	৩৬৯৫.০০	৩৬৯২.৫৬	৭৭৭১.৯১
১২০		স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৩৬৯৫.০০	৩৬৯৫.০০	৩৬৯২.৫৬	৭৭৭১.৯১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১৪.৪৯**	**১৩.১৫**		**১৮.৮০**	**৩৩.২৯**
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ								
৫১	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬)	মোট	৮১৫৯৫.১১	৭২৮৮৪.৪৩	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০	৪২৯৯.২৬	৭৭১৮৩.৬৯
৩		স্থানীয়	৭০৪৬.৭০	৪৯৬১.৬০	৯০০.০০	৯০০.০০	৮৫২.৯৮	৫৮১৪.৫৮
		প্রকল্প সাঃ	৭৪৫৪৮.৪১	৬৭৯২২.৮৩	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	৩৪৪৬.২৮	৭১৩৬৯.১১
		আরপিএ	৭৪৫৪৮.৪১	৬৭৯২২.৮৩	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	৩৪৩৬.২৮	৭১৩৫৯.১১
		বাস্তব %		**৯৪.৮৫**	**৫.১৫**		**৫.০০**	**৯৯.৮৫**
৫২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	মোট	৭৫০৫০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬	২০০০০.০০	২১২৮৩.৯৪	১৫৮৬৯.০০	৫১২৬৫.৬৬
৪		স্থানীয়	১০৭.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৭৪৯৪২.৪৯	৩৫৩৯৬.৬৬	২০০০০.০০	২১২৮৩.৯৪	১৫৮৬৯.০০	৫১২৬৫.৬৬
		আরপিএ	৭৪৯২৫.১৫	৩৫৩৯৬.৬৬	২০০০০.০০	২১২৮৩.৯৪	১৫৮৬৯.০০	৫১২৬৫.৬৬
		বাস্তব %		**৫০.৩৫**	**২৬.৬৫**		**২৩.১৫**	**৭৩.৫০**
৫৩	Coastal Embankment	মোট	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৪৯৯৫.০০	১৭৩৫৫.০৫

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৬	Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৪৯৯৫.০০	১৭৩৫৫.০৫
		আরপিএ	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৪৯৯৫.০০	১৭৩৫৫.০৫
		বাস্তব %		**০.৭১**	**৪.৫৭**		**৪.৫৭**	**৫.২৮**
৫৪	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১ হতে ৩১/১২/১৬)	মোট	২৭৮৭৪.১৮	১৩২৪১.৭৩	৩৯৬১.০০	৩৯৬১.০০	৩৮৭২.৪১	১৭১১৪.১৪
১৯		স্থানীয়	৪০৬৬.৬৫	১৫৮৮.৯৪	৫৩৯.০০	৫৩৯.০০	৫১৫.৮৩	২১০৪.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	২৩৮০৭.৫৩	১১৬৫২.৭৯	৩৪২২.০০	৩৪২২.০০	৩৩৫৬.৫৮	১৫০০৯.৩৭
		আরপিএ	১২৯৫৯.৬০	৬৩১৭.১৩	১৮২২.০০	১৮২২.০০	১৭৫৬.৫৮	৮০৭৩.৭১
		বাস্তব %		**৫০.৩৭**	**১৪.২১**		**১৩.৮৯**	**৬৪.২৬**
৫৫	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	মোট	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২১০৮৩.০০	২০৯৩৭.০০	২০৭৫৬.৮৪	২২৯৩৪.৬৪
৩৯		স্থানীয়	১৮৬১৬.০০	২১০৪.৫৮	৫৯০০.০০	৫৮৯৯.০০	৫৮০৩.৯৪	৭৯০৮.৫২
		প্রকল্প সাঃ	৬৪২৪০.০০	৭৩.২২	১৫১৮৩.০০	১৫০৩৮.০০	১৪৯৫২.৯০	১৫০২৬.১২
		আরপিএ	৬২২৪৮.০০	৭৩.২২	১৫০৮৩.০০	১৪৯৩৮.০০	১৪৮৫২.৯০	১৪৯২৬.১২
		বাস্তব %		**২.৬৩**	**২৫.৪৪**		**২১.৭০**	**২৪.৩৩**
৫৬	Irrigation Management Improvement Program (IMIP)-for Muhuri Irrigation Project (MIP) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৪৫৭৩৫.৭২	৮৫৭.২৭	৫১২২.০০	৪১১১.০৯	২৭৮৭.৯০	৩৬৪৫.১৭
১২৩		স্থানীয়	৮৯৩৫.৭২	২০৭.৯৯	৯৭৫.০০	৬৭৫.০০	৫৩০.৯১	৭৩৮.৯০
		প্রকল্প সাঃ	৩৬৮০০.০০	৬৪৯.২৮	৪১৪৭.০০	৩৪৩৬.০৯	২২৫৬.৯৯	২৯০৬.২৭
		আরপিএ	২৮০০০.০০	২৮৮.৮৩	২৯৮৯.০০	২৬০০.০০	১৪২০.৯০	১৭০৯.৭৩
		বাস্তব %		**২.৫০**	**১০.০০**		**৮.৫০**	**১১.০০**
৫৭	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৮২১০.০০	০.০০	২৮০.০০	২৮০.০০	২১২.৫১	২১২.৫১
১২৭		স্থানীয়	৭৮৫৮.০০	০.০০	৫৬.০০	৫৬.০০	৩৯.৫৮	৩৯.৫৮
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	০.০০	২২৪.০০	২২৪.০০	১৭২.৯৩	১৭২.৯৩
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	০.০০	২২৪.০০	২২৪.০০	১৭২.৯৩	১৭২.৯৩
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.৫৮**		**০.১৮**	**০.১৮**
৫৮	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	মোট	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	৮২৯৯.০০	৬৩৬১.৩১	৫৭০৯.৬৫	১৪৮৫৮.৮২
৩৫		স্থানীয়	৭৪৯৯.০০	৭২৯.৮৭	৭৩৬.০০	৭২৩.৫০	৫৩০.০৫	১২৫৯.৯২
		প্রকল্প সাঃ	৪৮৮৫০.০০	৮৪১৯.৩০	৭৫৬৩.০০	৫৬৩৭.৮১	৫১৭৯.৬০	১৩৫৯৮.৯০
		আরপিএ	১৫৭৫০.০০	১৩৪০.৯৭	২৮৪৩.০০	২২৩৯.৯১	১৬০০.৭০	২৯৪১.৬৭
		বাস্তব %		**১৬.১৫**	**১৫.০৬**		**১২.১০**	**২৮.২৫**
৫৯	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৯৯৩৩৭.৭২	১৪৫৬.২৯	২৭৫৫.০০	২৭৫৫.০০	২৬৮২.৯৩	৪১৩৯.২২
৪০		স্থানীয়	৩৯৮৯১.৬২	৬০৬.৬২	৮৯৫.০০	৮৯৫.০০	৮২৪.২৮	১৪৩০.৯০
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	৮৪৯.৬৮	১৮৬০.০০	১৮৬০.০০	১৮৫৮.৬৫	২৭০৮.৩৩
		আরপিএ	৫৭৪৪৯.৩০	০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.২২	৯.২২
		বাস্তব %		**১.৫০**	**৪.০০**		**৪.০০**	**৫.৫০**
	বিশেষ প্রকল্পসমূহ							
৬০	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	৬৭৬৫৪.৬৮	৫৪৯৮২.৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২৩৯.৩০	৫৬২২১.৭৯
৫		স্থানীয়	৬৭৬৫৪.৬৮	৫৪৯৮২.৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২৩৯.৩০	৫৬২২১.৭৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	উপযোজিত আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		বাস্তব %		**৮১.৯৫**	**৫.৪৬**		**১.৮৩**	**৮৩.৭৮**
৬১	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬	৯০৭৮.০০	৯০৩৬.৮৫	৯০২৮.১৪	৯০৮২৮.৪০
৯		স্থানীয়	১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬	৯০৭৮.০০	৯০৩৬.৮৫	৯০২৮.১৪	৯০৮২৮.৪০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৮৩.৯৫**	**৭.৩৩**		**৭.৮৩**	**৯১.৭৮**
৬২	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬)	মোট	৭০৪০৭.০৬	৮৪২৯.০৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪১৭১.১৫	১২৬০০.২০
২০		স্থানীয়	৭০৪০৭.০৬	৮৪২৯.০৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪১৭১.১৫	১২৬০০.২০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**১১.৯৭**	**৬.৩৯**		**৫.৯৩**	**১৭.৯০**
৬৩	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/১০ হতে ৩১/১২/১৬)	মোট	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২১৭৬৫.০০	২১৭৬৫.০০	২১৭৪১.০০	৫৭৫২৮.০৪
১১		স্থানীয়	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২১৭৬৫.০০	২১৭৬৫.০০	২১৭৪১.০০	৫৭৫২৮.০৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**২৮.৫৫**	**১৭.৩৬**		**১৭.৩৪**	**৪৫.৮৯**
৬৪	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	মোট	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯
৩৭		স্থানীয়	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৪০.০০**	**২৮.০০**		**২৮.০০**	**৬৮.০০**
৬৫	Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	মোট	১৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫১		স্থানীয়	১৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**০.০০**	**০.২০**		**০.০০**	**০.০০**
৬৬	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মোট	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৭.৭০	২৫৯.০০	২৪৯.৬৪	২৩১.৭২	৪৫২৯.৪২
৫৩		স্থানীয়	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৭.৭০	২৫৯.০০	২৪৯.৬৪	২৩১.৭২	৪৫২৯.৪২
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		**৯৯.৫০**	**০.৫০**		**০.৫০**	**১০০.০০**

পরিশিষ্ট-২

পরিশিষ্ট-২

২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃনং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপলগঞ্জ সদও উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প		৩০/০৫/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত	৪০৮.০০	৪০৮.০০	১০০%	সমাপ্ত
২	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ		২০/০৯/২০১২	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৩	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ		২০/০৯/২০১২	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৪	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা	সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়	৩০/০৬/২০১২	৪৮,৯৪৯.৪০	৩৮,৪৩৭.৩৫	৮০.০০	চলমান
৫	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন	সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	১৪/০২/২০১০	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৬	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৭	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	-	-	১০০.০০	সমাপ্ত
৮	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	১৫,০৬১.৫৪	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৯	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৯/১০/২০১১	২,৩৭৮.০০	১,৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১০	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা	সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	০৯/০৪/২০১১	১০,৩৩৬.০০	১০,৩৩৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১১	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ	বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	১২/০৩/২০১১	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/২০১১	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৩	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	০৫/০৩/২০১১	১,৮৮১.৮৯	১,৮৮১.৮৯	১০০.০০	সমাপ্ত
১৪	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন	২২/০২/২০১১	১,০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি,বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ	চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন	২৯/১২/২০১০	১,৭৫৬.০০	১,৭৫৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃনং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
	প্রকল্প গ্রহণ করা						
১৬	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/২০১০	১,৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত
১৭	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৪,৭৬২.০০	৪,৭৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৮	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে	২৩/০৭/২০১০	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৯	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত	০৬/০৫/২০১০	৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২০	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	৮,৩৫৮.০০	৮,৩৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২১	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২২	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযর্ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৭/১১/২০১০	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	১০০.০০	সমাপ্ত
২৩	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পযর্ন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১১/১২/২০১১	১,৯৬০.৭৮	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০	সমাপ্ত
২৪	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ	নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১১/১২/২০১১	২২,৬০৪.৯১	৮০৫৬.৫৭	৩৬.১০	চলমান
২৫	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ	চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে	২৩/০৪/২০১১	২৭,৪১৮.৩৯	১১,১৩৫.২৫	৪১.৫১	চলমান
২৬	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১৭/০৪/২০১১	৭,৩৮২.৮৪	৪০২৭.২৫	৬২.২৩	চলমান
২৭	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা	নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে	২০/০৩/২০১১	৯৪,৪০৯.০০	১৪,১০১.৮১	১৭.৮৪	চলমান
২৮	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন। ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৬৮,৪৯৪.১০	১২,৬০৪.২০	১৭.৯০	চলমান

ক্রঃনং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
২৯	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন। ("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	১০/১১/২০১০	৬৮,৪৯৪.১০	১২৬০৪.২০	১৭.৯০	চলমান
৩০	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন("হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত)	সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	১০/১১/২০১০	৬৮,৪৯৪.১০	১২৬০৪.২০	১৭.৯০	চলমান
৩১	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং	সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১০/১১/২০১০	৬০,৯৮৩.৩১	৮৪৯৭.৯৩	১৭.২০	চলমান
৩২	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে	০৭/১১/২০১০	১,২০০.০০	৭৭৫.০০	৯৫.০০	ভৌত কাজ সমাপ্ত
৩৩	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	২৩/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং ২৭/১২/২০১০ তারিখে যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন	২৭/০৭/২০১০	২৮,৬১১.৫০	১৮০৮৮.৬৪	৭১.৭১	চলমান
৩৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/২০১০	১৫৫৮৮	৪১.০৩	০.২৬	চলমান
৩৫	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২০৩৮০১৮০২০০০৪০২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	০৭/০৭/২০১০	২৮২৮৩	৯৮.০০	০.৩৫	চলমান
৩৬	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরুর পযর্ন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা	ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়	৩০/০৬/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৭	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৮	সন্দ্বীপ-উড়িরুর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	১৮/০২/২০১২	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৩৯	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪০	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ	কক্সবাজার জেলায় সফরকালে	০৩/০৪/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪১	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন	ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	৩১/০৩/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪২	ভৈরব নদী পুনঃখনন	যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন	২৭/১২/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৩	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	১১/১১/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৪	তিতাস নদী খনন করা	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায়	০৭/১১/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

ক্রঃনং	প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রতিশ্রুত স্থান	প্রতিশ্রুত তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব (%)	
		অনুষ্ঠিত জনসভায়					
৪৫	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	১২/০৫/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৬	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	০৬/০৫/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৭	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	২৭/০৪/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৮	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	৩১/০৩/২০১১	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৪৯	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	০৬/০৩/২০১০	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন
৫০	যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা	বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভা তারিখ ১২/১১/২০১৫	১২/১১/২০১৫	-	-	-	প্রক্রিয়াধীন

পরিশিষ্ট-৩

পরিশিষ্ট-৩

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
১	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গানিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১০-২০১২, প্রকল্প পরিচালক : পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	১৯৮১.৮৬	৮২.৩৫	০.০০	০.০০	৮০.০০	৯৯.৯৬	২০৬১.৮৬	২০৬১.৯০	ডিসেম্বর,১৫ তে প্রকল্প সমাপ্ত।
			১০০.০০					৯৭.১৫	১০০.০০		
২	বগুড়া জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর ডান/বাম তীরে নধরি তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা ।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	ডিসেম্বর,১৫ তে প্রকল্প সমাপ্ত।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৩	টাংগাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন হাট ফতেপুর নামক স্থানে বংশাই নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ টাংগাইল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, টাংগাইল পওর বিভাগ।	১৭৫.৩২	১০০.৫০	৭৪.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০০.৫০	১০০.৫০	ডিসেম্বর,১৫ তে প্রকল্প সমাপ্ত।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলাধীন বড়িকান্দিতে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাহ্মণনাড়িয়া, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	৯০০.০০	৬৭২.০২	২২৭.৯৮	৯.০০	০.০০	০.০০	-	৬৭২.০২	৬৭২.০২	২৫/০৮/২০১৪ তারিখে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
			৯১.০০					০.০০	৯১.০০		
৫	সিলেট জেলার সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা এবং বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ	৮০০.০০	৪০২.৯৭	৩৯৭.০৩	২.০০	০.০০	১৯৮.০০	৯৯.৭৫	৬০০.৯৭	৬০১.৪৭	ভৌত কাজ এপ্রিল/১৪ সমাপ্ত হয়েছে। শেষ কিস্তির অর্থছাড়ের জন্য জুন,১৬ পর্যন্ত
			৯৮.০০					৪৯.৮৭	৯৮.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।										মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার অর্ন্তগত কাশিপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষাকল্পে নদীর (ডান) তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৭	মাদারীপুর জেলার রাজৈর ও সদর উপজেলায় ২৪ টি নিস্কাশন খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৮৮৭.৯৯	১৩৬৫.১৬	৫২২.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	-	১৩৬৫.১৬	১৩৬৫.১৬	সংশোধিত মেয়াদ ডিসেম্বর/১৬। প্রকল্পটির কাজ শেষ।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়স্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল- ১।	১১৯৭.০৫	৮৭১.৩৩	৩২৫.৭২	৩.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৭১.৩৩	৮৯৭.০০	প্রকল্পটির কাজ শেষ। জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৯৬.২০					০.০০	৯৬.২০		
৯	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১১০৩.০০	৬৬২.৫০	৪৪০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৬২.৫০	৯৩৮.২৫	সংশোধিত মেয়াদ জুন/১৬। প্রকল্পটির ভৌত কাজ শেষ। শেষ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
১০	চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ।	১৫৫৭.০০	১৩২১.০০	২৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১৩২১.০০	১৩২১.০০	সংশোধিত মেয়াদ ডিসেম্বর/১৬। প্রকল্পটির কাজ শেষ।
			১০০.০০					০.০০	১০০.০০		
১১	শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর	১২৯০.০৯	৮০০.০০	৪৯০.০৯	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮০০.০০	৯৫২.৪৫	সংশোধিত মেয়াদ জুন/১৪।
			৯৬.০০					০.০০	৯৬.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	সদর এবং নড়িয়া উপজেলাধীন নিস্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট অর্থায়নে পূনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ সেপ্টেম্বর/১১ হতে জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।										০৫/০৮/২০১৪ তারিখে সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।প্রকল্পটির ভৌত কাজ সমাপ্ত।
১২	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন চন্ডীপুর বাজার হয়ে চন্ডীপুর লঞ্চঘাট হতে ওয়াপদা লঞ্চঘাট এবং সুরেশ্বর লঞ্চঘাট এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ শরিয়তপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ মার্চ/১৩ হতে জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শরিয়তপুর পওর বিভাগ।	১১৯৯.৪৮	০.০০	১১৯৯.৪৮	০.০০	০.০০	৮৯৮.০০	৯৯.৯৮	৮৯৮.০০	৮৯৮.১৪	সংশোধিত মেয়াদ জুন/১৬। প্রকল্পটির কাজ শেষ। ৪র্থ কিস্তির অর্থছাড় হয় নি।
			১০০.০০					৭৪.৮৭	১০০.০০		
১৩	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় মধুমতি নদীর ভাংগন হতে কৃষ্ণপুর এলাকা সংরণমূলক কাজ ও খাল পুনঃখনন কাজ বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৪৯৯.৯৬	৩৫৮.৭৬	১৪১.২০	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৫৮.৭৬	৪১৭.৩১	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। প্রকল্পটির ভৌত কাজ শেষ। জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯৬.০০					০.০০	৯৬.০০		
১৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাঙ্গন হতে আলহাজ্ব এ.কে.এম.এ আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৫০.০০	২৫.০০	১০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	
			০.০০					২৫.০০	৫০.০০		
১৫	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাঙ্গু নদীর বামতীরে আমিলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	-	১৭৮.৫২	১৭৮.৫২	সংশোধিত মেয়াদ - জুন/১৬। প্রকল্পটির সম্পূর্ণ অর্থ ছাড় হয়েছে। সময় বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।
			৯০.০০					-	৯০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	বিভাগ-১।										
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুলাহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল ঢেউয়েল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কিশোরগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	১৬৯৮.৭০	১০৭৩.৯০	৬২৪.৮০	২৩.০০	১৫.০০	২৭১.৫৬	১০০.০০	১৩৪৫.৪৬	১৩৪৫.৪৬	২৬/০৬/২০১৪ তারিখে জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৭৭.০০					৪৩.৪৬	৯২.০০		
১৭	পোল্ডা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ।	৪০৬.৮৮	২৬৩.৪৩	১৪৩.৪৫	১৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৬৩.৪৩	৩০৫.১৬	সংশোধিত মেয়াদ - ডিসেম্বর/১৬। সময় বৃদ্ধি আবেদন করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৮৭.০০					০.০০	৮৭.০০		
১৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্থ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ।	১২০০.০০	৯০০.৫৯	২৯৯.৪১	১২.১৩	০.০০	০.০০	-	৯০০.৫৯	৯০০.৫৯	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৮৭.৮৭					০.০০	৮৭.৮৭		
১৯	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন/সংস্কার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেণী ও লক্ষীপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষীণ-পূর্বাঞ্চল।	২৪৯৯.৫৪	১৮০৮.৫৭	৬৯০.৯৭	১০.০০	০.০০	৩০০.০০	৯৯.৯৯	২১০৮.৫৭	২১০৮.৬১	সংশোধিত মেয়াদ-জুন/১৪। পুনরায় জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৯০.০০					৪৩.৪২	৯০.০০		
২০	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া জেলার সদর উপজেলাধীন তিতাস নদীর ডানতীরে কাউতলী হতে কাঞ্চনপুর বাজার পর্যন্ড় বন্যা নিয়ন্ত্রন ৰাঁধ নির্মান প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক	১৮৮৩.১৯	১৪১২.৩৯	৪৩১.১৬	১১.০০	৬.০০	০.০০	-	১৪১২.৩৯	১৪১২.৩৯	আন্তঃখাত সমন্বয়সহ ডিসেম্বর/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুনরায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।
			৮৯.০০					০.০০	৯৫.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	প্রকৌশলী, কুমিল্লা সার্কেল।										
২১	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩-জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ।	১৪৯৯.৭২	১১৯৭.০৬	৩০২.৬৬	২.৯১	০.০০	০.০০	-	১১৯৭.০৬	১১৯৭.০৬	২২/০৭/২০১৪ তারিখে জুন/১৫ সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯৭.০৯					০.০০	৯৭.০৯		
২২	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলাস্থ পোল্ডার নং-৭২ এর দক্ষীণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ী বাঁধ পূনঃ নির্মাণ মেরামত ও পূর্ণবাসন কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী ১৩ হতে জুন ১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২।	১৫০০.০০	৫৮৬.০০	৯১৪.০০	৩০.০০	০.০০	৩৭৫.০০	১০০.০০	৯৬১.০০	৯৬১.০০	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৭০.০০					৪১.০৩	৭০.০০		
২৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ব্রম্মপুত্র নদের বামতীরে মরিচারচর এলাকায় ৩৭৪ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ ময়মনসিংহ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১৩-২০১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৫০০.০০	১২৪.৮৫	৩৭৫.১৫	৪৫.২৭	৩৫.০০	২৫০.০০	৯৯.৬০	৩৭৪.৮৫	৩৭৫.৮৫	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৫৪.৭৩					৬৬.৬৪	৮৯.৭৩		
২৪	মগড়া নদীর ভাংগন হতে নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলাধীন চলিশাবাজার এবং মদন পৌর এলাকা সংরক্ষনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ নেত্রকোনা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।	৫০০.০০	১২৫.০০	৩৭৫.০০	৮.৫০	৬.০০	১৮৭.৮১	১০০.০০	৩১২.৮১	৩১২.৮১	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৯১.৫০					৫০.০৮	৯৭.৫০		
২৫	কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলাধীন পুরাতন ডাকাতিয়া নদী পূনঃ খননের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা,	৬০০.০০	৩০০.৭৬	২৯৯.২৪	১৪.৩৮	০.০০	৭৭.০০	৯৭.৪৭	৩৭৭.৭৬	৩৭৯.৭৬	ডিসেম্বর/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুনরায় সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৮৫.৬২					২৫.৭৩	৮৫.৬২		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল।										
২৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা বাঁকখাইন-ভান্ডারগাঁও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৬৯৯.৯৪	০.০০	৬৯৯.৯৪	৯৫.০০	০.০০	১৭৪.৯৮	১০০.০০	১৭৪.৯৮	১৭৪.৯৮	জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। পরিবেশের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।
			৫.০০					২৫.০০	৫.০০		
২৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি-পোনা নদীর মোহনা থেকে হরিণপালা রিভরভিউ ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প।	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	১০০.০০	০.০০	২৫০.০০	১০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	
			০.০০					২৫.০০	০.০০		
২৮	বাগমারা হতে (খোস্ড়কাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ড় মরা বলেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৭৬৪.০০	৮৬.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬৪.০০	৭৯৩.০০	সংশোধিত মেয়াদ জুন/১৪। জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৯৮.০০					০.০০	৯৮.০০		
২৯	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুন:খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধীক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালক : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,	৮০০.০০	৩১০.০০	৪৯০.০০	২৬.০০	০.০০	০.০০	-	৩১০.০০	৩১০.০০	সংশোধিত মেয়াদ জুন/১৪। জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭৪.০০					০.০০	৭৪.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	পটুয়াখালী পওর সার্কেল।										
৩০	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ব্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পূনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২, প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	২৩৬৭.০০	৩৭৮.৩৫	১৯৮৮.৬৫	৬০.০০	০.০০	০.০০	-	৩৭৮.৩৫	৩৭৮.৩৫	সংশোধিত মেয়াদ জুন/১৪। জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৪০.০০					০.০০	৪০.০০		
৩১	পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ কল্পে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় ফিলিপনগর আবেদেরঘাট এলাকায় অবস্থিত রায়টা-মহিষকুন্ডি বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের কিঃমিঃ ১৩.২৩০ হইতে কিঃমিঃ ১৩.৮০৫ পর্যন্ড় প্রতিরক্ষামূলক কাজ। প্রকল্প এলাকা: কুষ্টিয়া, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪, প্রকল্প পরিচালক :তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া পওর সার্কেল।	২২০০.০০	৭৪৯.৩২	১৪৫০.৬৮	৬৬.০০	০.০০	০.০০	-	৭৪৯.৩২	৭৪৯.৩২	নকশা সংশোধনসহ জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৩৪.০০					০.০০	৩৪.০০		
৩২	খুলনা জেলার বারাকপুর-দিঘলিয়া প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ মেরামত ও নদী তীর সংরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর/১২ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর পওর সার্কেল।	২৪৮৫.০০	১৮৮৮.৬০	১২৮১.৭৫	২৯.০০	১০.০০	৬০৬.০০	৯৯.৮৪	২৪৯৪.৬০	২৪৯৫.৫৫	(সিসিটিএফ = ৭৬ % ও বাপাউবো = ২৪%)নকশা পরিবর্তনসহ ২২/১০/২০১৪ তারিখে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭১.০০					৪৭.২৮	৮১.০০		
৩৩	খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার অন্তগত রামনগর-রহিমনগর এলাকায় বাঁধ পূনঃ নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর ১২-জুন ১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১৮১১.০৪	১০৪৬.০০	৭৬৫.০৪	১৯.০০	০.০০	১৭৬.০০	৯৯.৭৮	১২২২.০০	১২২২.৩৯	(সিসিটিএফ = ৭৬ % বাপাউবো = ২৪%) ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। ১০/০৬/২০১৪ তারিখে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৮১.০০					২৩.০১	৮১.০০		
৩৪	পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুনঃখনন করে মিষ্টি পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। ০৩/০৯/২০১৪ তারিখে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৩০.০০					০.০০	৩০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পটুয়াখালী পওর সার্কেল।										
৩৫	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া ইউনিয়নে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	৯৯৭.৫৮	৪২৪.০০	৫৭৩.৫৮	৪৫.৬৮	০.০০	৩০৫.৪৫	১০০.০০	৭২৯.৪৫	৭২৯.৪৫	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। ১০/০৬/২০১৪ তারিখে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৫৪.৩২					৫৩.২৫	৫৪.৩২		
৩৬	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব এর কারণে ভোলা জেলার তজুমদ্দিন এবং লালমোহন উপজেলাধীন পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ এর বেড়ী বাঁধের স্লোপ ও নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ভোলা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল।	৪০০.০০	২৪৯.৯৫	১৫০.০৫	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪৯.৯৫	২৫০.০০	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৮০.০০					০.০০	৮০.০০		
৩৭	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার ঝালকাঠী সদর ও নলছিটি উপজেলাধীন বেড়ী বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/ মেরামত প্রকল্প।প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠী, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	৪২৭.১৭	০.০০	৪২৭.১৭	৭৮.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			২২.০০				০.০০	০.০০	২২.০০		
৩৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সাতক্ষীরা জেলার ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং-৩ এর পুর্নবাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ সেপ্টেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৭০.০০	৮৩.৬০	১৮৬.৪০	৫.১০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৩.৬০	১৬০.০০	
			৯৪.৯০					০.০০	৯৪.৯০		
৩৯	খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার পোল্ডার নং ৩১ এর পরিকাঠামোর পুনর্বাসন। প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা,	৩০০.০০	১৪০.৫৯	১৫৯.৪১	৩০.০০	০.০০	১১৭.০০	৯৯.২৪	২৫৭.৫৯	২৫৮.৪৯	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭০.০০					৭৩.৪০	৭০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।										
৪০	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে অনুমোদিত গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন রাখালবুরুজ ইউনিয়নে কজলা-ধর্মপুর এলাকায় করতোয়া নদীর ভাঙ্গন হতে ডানতীর রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১।	৫০০.০০	১৫২.৩৩	৩৪৭.৬৭	৫৪.০০	০.০০	১২৫.০০	১০০.০০	২৭৭.৩৩	২৭৭.৩৩	ডিসেম্বর/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৪৬.০০					৩৫.৯৫	৪৬.০০		
৪১	দিনাজপুর জেলার খানসামা ও চিরিরবন্দর উপজেলাধীন আত্রাই নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ দিনাজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল।	৭০০.০০	৫২৭.০০	১৭৩.০০	১.০০	০.০০	০.০০	-	৫২৭.০০	৫২৭.০০	২৯/০৯/২০১৪ তারিখে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৯৯.০০					০.০০	৯৯.০০		
৪২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১ এর পূনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ২০১১- ১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	১১৪৬.৪৫	৪৫৯.৭০	৬৮৬.৭৫	২৬.০০	০.০০	০.০০	-	৪৫৯.৭০	৪৫৯.৭০	আন্তখাত সমন্বয়সহ ০৭/০৭/২০১৪ তারিখে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।
			৭৪.০০					০.০০	৭৪.০০		
৪৩	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ার বাজার নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ভাংগন রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।	২৫০.০০	৬২.৫০	১৮৭.৫০	৩০.০০	০.০০	০.০০	-	৬২.৫০	৬২.৫০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।প্রকল্পটির কোন অর্থছাড় হয় নি।ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৭০.০০					০.০০	৭০.০০		
৪৪	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার লামাকাজী, শেখপাড়া, জাংগালিয়া-	৪৯৯.৯০	১২৫.০০	৩৭৪.৯০	৪০.০০	০.০০	১২৪.০০	৯৯.২৪	২৪৯.০০	২৪৯.৯৫	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা
			৬০.০০					৩৩.০৮	৬০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	যোগিরগাঁও, ফতেহপুর ও আকিলপুর নামক স্থানসমূহে সুরমা নদীর তীর এবং বাদাঘাট নামক স্থানে সিঙ্গার নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট পওর বিভাগ।										হয়েছে। প্রকল্পটির কোন অর্থ ছাড় হয় নি।
৪৫	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার সাঙ্গু নদীর বাম তীরে চরতি ইউনিয়নের উত্তর ব্রহ্মনডাঙ্গা ও তুলাতলী নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৪০০.০০	১৩৭.৯২	২৬২.০৮	৫০.৬৭	০.০০	১৬১.০০	১০০.০০	২৯৮.৯২	২৯৮.৯২	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। কাজ চলমান আছে।
			৪৯.৩৩					৬১.৪৩	৪৯.৩৩		
৪৬	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকালোয় সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর বামতীরে ধারাগাঁও (নবীনগর-হালুয়াঘাট) নামক স্থান সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।	২৯৯.৯৫	৭৪.০০	২২৫.৯৫	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৪.০০	৭৪.৯৮	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। কাজ চলমান আছে।
			৩০.০০					০.০০	৩০.০০		
৪৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ও চান্দিনা উপজেলাধীন ঘোগরাজলা সেচ ও নিস্কাশন প্রকল্পের আওতায় ৬টি ডুবন্ত বাঁধ পুণঃনির্মান ও ৯টি খাল পুনঃখনন।	৩৫০.০০	০.০০	৩৫০.০০	১০০.০০	০.০০	৮৭.০০	৯৯.৪৩	৮৭.০০	৮৭.৫০	
			০.০০					২৪.৮৬	০.০০		
৪৮	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন করতোয়া নদীর বামতীর ভাঙ্গন হতে খান সোনতলা নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগষ্ট/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,	১০০০.০০	২৫০.০০	৭৫০.০০	৪০.০০	০.০০	২৫০.০০	১০০.০০	০.০০	৫০০.০০	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। ১১/০৬/২০১৪ তারিখের আবেদনের আলোকে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৬০.০০					৩৩.৩৩	৬০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	বগুড়া পওর সার্কেল।										
৪৯	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	১৪৮২.২৩	১০৬৩.০৪	৪১৯.১৯	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৬৩.০৪	১৩০২.৫০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছে।
			৮০.০০					০.০০	৮০.০০		
৫০	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটাহাজারী উপজেলায় হালদা নদীর ডান তীরে উত্তর মাদার্শা (আমতুয়া) এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	২৯০.০০	৭২.০০	২১৮.০০	৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭২.০০	৭২.৫০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১ম কিস্তির অর্থছাড়া হয়েছে।
			৪৫.০০					০.০০	৪৫.০০		
৫১	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যা হতে আগানগর পর্যন্ত শুভাঢ্যা খাল পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২।	১০০০.০০	৩৯৪.০৮	৬০৫.৯২	৫৩.০০	৪৭.০০	০.০০	-	৩৯৪.০৮	৩৯৪.০৮	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে। জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৪৭.০০					০.০০	৯৪.০০		
৫২	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রাঙ্গুনীবড়ী ও আগুরিয় নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প । প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	৮৯.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	
			১১.০০					০.০০	১১.০০		
৫৩	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা গুমনমর্দন এলাকা এলাকায় হালদা নদীর ডানতীরে ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সংরক্ষণ কাজ ।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	৯০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			১০.০০					০.০০	১০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	প্রকল্প এলাকাঃ টাংগাইল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৪ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী										
৫৪	কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কুমিল্লা, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ মার্চ/১৩ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, গোমতি পওর বিভাগ।	১১৯৮.৭৭	৭০২.৮১	৪৯৫.৯৬	১৯.১২	০.০০	০.০০	০.০০	৭০২.৮১	৭৭৫.৫২	কাজ সমাপ্ত।
			৮০.৮৮					০.০০	৮০.৮৮		
৫৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার মূলাদী উপজেলার গুদিঘাটা গ্রামের সর্দার বাড়ির ঘাট হতে মনসাগঞ্জ লঞ্চঘাট পর্যন্ত কিঃমিঃ ০.২৭৫ হইতে কিঃমিঃ ০.৪৯০=০.২১৫ কিঃমিঃ এলাকা আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
			০.০০					০.০০	০.০০		
৫৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে রূপসা বাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ রক্ষা প্রকল্প।	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৫৭	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও লোহাগড়া উপজেলার ডলু নদীর বিভিন্ন স্থানে তীব্র ভাঙ্গন কবলিত জনপদ রক্ষা প্রকল্প (০.৪৭৫ কিঃমিঃ)। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	৩০০.০০	৭৩.৫০	২২৬.৫০	২৪.০০	০.০০	৭৫.০০	০.০০	১৪৮.৫০	১৪৯.২২	২৬/০৬/২০১৪ তারিখের আবেদনের আলোকে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৭৬.০০					৩৩.১১	৭৬.০০		
৫৮	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলোচ্ছাসে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং ৭০ এর মহেশখালী উপজেলাধীন ধলঘাটা ইউনিয়নের সী-ডাইক রক্ষা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৫। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর সার্কেল।	১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৫৯	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার	৫৫০.০০	০.০০	৫৫০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করা
			০.০০					০.০০	০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	রাউজান উপজলোয় হালদা নদীর বাম তীরে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগষ্ট/১৪ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।										হয়েছে।
৬০	টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন বংশাই নদীর ভাঙ্গন হতে পাঠাখালী-কোনাইবিল প্রকপ্লের বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল পওর বিভাগ।	৯৯.৯০	৭৫.৭৫	২৪.১৫	০.০০	০.০০	২৪.০০	৯৮.৩৬	৯৯.৭৫	১০০.১৫	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের ভৌত কাজ শেষ।
			১০০.০০					৯৯.৩৮	১০০.০০		
৬১	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় পোল্ডার নং-৬৪/১এ এর গন্ডামারা ও সরল ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্থ উপকুলীয় বাঁধের বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা বন্ধকরন ও প্রতিরক্ষা মূলক কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	১২০০.০০	০.০০	১২০০.০০	৬১.২০	০.০০	৫৯৯.০০	৯৯.৯১	৫৯৯.০০	৫৯৯.৫১	ব্যয় বিভাজন ও অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।
			৩৮.৮০					৪৯.৯২	৩৮.৮০		
৬২	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় "কানাইঘাট উপজেলার মূলাগুল ও কান্দলা নয়াবাজার নামক স্থানে লুবা নদীর তীর সংরক্ষন" প্রকল্প।প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল।	১৯৫.৯৫	০.০০	১৯৫.৯৫	৮০.০০	০.০০	৪৮.৯৯	১০০.০০	৪৮.৯৯	৪৮.৯৯	ব্যয় বিভাজন ও অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে।
			২০.০০					২৫.০০	২০.০০		
৬৩	জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ ডিসেম্বর/১১-জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৪৯৫.০০	৩৫১.৬৫	২১৪৩.৩৫	৫৯.৬৫	০.০০	০.০০	-	৩৫১.৬৫	৩৫১.৬৫	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৪০.৩৫					০.০০	৪০.৩৫		
৬৪	বিষখালী প্রকল্পঃ পোল্ডার- ৫	১৯৮৭.০০	২৪৩.২৩	১৭৪৩.৭৭	৩৩.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	২৪৩.২৩	৫২৪.২৫	সংশোধিত

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠি, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ জুলাই/১১-জুন/১৩ , প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।		৬৬.৪৬					০.০০	৬৬.৪৬		মেয়াদ জুন/১৪। জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। আন্তখাত সমন্বয় প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
৬৫	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে বাহেরাতলা বাজার সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ মাদারীপুর, বাস্তবায়নকাল (মুল)ঃ জুলাই/১২ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১৪৫৯.৭৪	৪৮৪.৮৫	৯৭৪.৮৯	৩০.০০	০.০০	০.০০	-	৪৮৪.৮৫	৪৮৪.৮৫	(সিসিটিএফ = ৭৬ % ও বাপাউবো = ২৪%) ০১/০৬/২০১৪ তারিখের আবেদনের আলোকে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৭০.০০					০.০০	৭০.০০		
৬৬	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাগেরহাট জেলার মংলা উপ-জেলাধীন মাকড়ঢোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরশন প্রকল্প।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
			০.০০					২৫.০০	০.০০		
৬৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মাদারীপুর জেলার সদর ও রাজৈর উপজেলায় খাল পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৭০০.০০	৩৪৯.০০	৩৫১.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪৯.০০	৩৫০.০০	জুন/১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			৯৫.০০					০.০০	৯৫.০০		
৬৮	পরিবেশের বিরূপ প্রভাবের ফলে মেঘনা নদীর শাখার (জহিরাবাদ খাল) ভাঙ্গন হতে জহিরাবাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ চাঁদপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ নভেম্বর/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৪৭.৯৯	১৯৭.০০	৯৯.৮০	১৯৭.০০	১৯৭.৪০	
			০.০০					৩৯.৪০	৪৭.৯৯		
৬৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলায় খাল পূনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ মে/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী	১১৯৮.৬৪	১০৪৮.৮১	১৪৯.৮৩	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	১০৪৮.৮১	২০৯৭.৬২	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিসেম্বর/১৪ তে ভৌত কাজ শেষ হয়েছে।
			১০০.০০					০.০০	২০০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	প্রকৌশলী, মাদারীপুর পওর বিভাগ।										
৭০	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল।	১৩০০.০০	৪০০.০০	৯০০.০০	২৪.০০	০.০০	৫৬২.০০	৯৯.৯১	৯৬২.০০	৯৬২.৫০	জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে।
			৭৬.০০					৬২.৪৪	৭৬.০০		
৭১	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ পিরোজপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।	১০০০.০০	১০০.০০	৯০০.০০	৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	৫০০.০০	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			১০.০০					০.০০	১০.০০		
৭২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (বিআরই) কিঃ মিঃ ১৩৯.০০ হতে কি মিঃ ১৬২.০০ এর মধ্যে ১৭.০০ কিঃ মিঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ আগস্ট/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল।	৯৯৯.৫০	১৬৬.৯১	৮৩২.৫৯	৪৭.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬৬.৯১	৩৭৫.০৮	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৫২.৭০					০.০০	৫২.৭০		
৭৩	রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাধীন যমুনেশ্বরী নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল - ১।	৫০৮.৪৮	৩৭৯.৮৭	১২৮.৬১	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৯.৮৭	৩৮৪.২৭	ব্যয় বিভাজন প্রেরন করা হয়েছে।
			৯২.০০					০.০০	৯২.০০		
৭৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে	৯৯৯.৬৮	৪৫২.৪৪	৫৪৭.২৪	৪৩.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	৪৫২.৪৪	৫৮০.১৩	১ম কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে।
			৫৬.৪৭					০.০০	৫৬.৪৭		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার, স্কুল ও সাইক্লোন সেন্টার রক্ষা কল্পে জিও-ব্যাগ ও সি.সি. ব্লক দ্বারা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল।										
৭৫	জলবায় পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার মোলার হাট বাজার (রামারপোল ও আলিমাবাদ) এলকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ। প্রকল্প এলাকাঃ মাদারীপুর, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ০১/০৬/২০১৪ তারিখের আবেদনের আলোকে মেয়াদ জুন/১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৭৬	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মধুমতি নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলাধীন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুবশী মোলাপাড়া এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ এপ্রিল/১৩ হতে জুন/১৪, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	১০০.০০	০.০০	৭৫.০০	১০০.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	প্রকল্পটির বরাদ্দ অপ্রতুল হওয়ায় সংশোধন প্রয়োজন।
			০.০০					২৫.০০	০.০০		
৭৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলাধীন খাল সমূহ পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকাল(মুল)ঃ ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					০.০০	০.০০		
৭৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জয়ন্তী ও আড়িয়ার খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মূলাদী উপজেলার নাজিরপুর বাজার	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১০০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					২৫.০০	০.০০		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	ও পাশ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প।										
৭৯	দিনাজপুর জেলার কাহারোল ও বীরগঞ্জ উপজেলাধীন নয়াবাদ, ইটুয়া ও পাল্টাপুর মৌজায় ঢেপা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ।	৩৯৯.০০	০.০০	৩৯৯.০০	১০০.০০	৪০.০০	২৯৯.০০	৯৯.৬৮	২৯৯.০০	২৯৯.৯৭	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০					৭৪.৯৪	৪০.০০		
৮০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বংশাই নদী ভাঙ্গন হতে টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষাকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ,নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকরণের লক্ষ্যে তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প।	১৮০.০০	৪৪.৫০	১৩৫.৫০	৫৩.০০	২৩.০০	০.০০	-	৪৪.৫০	৪৪.৫০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			৪৭.০০					০.০০	৭০.০০		
৮১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং চা বাগান সংলগ্ন ডাউকী নদীর ডান তীর সংরক্ষন।	৪০০	০.০০						০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০								
৮২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হতে ভোলা সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের গাজী বাড়ি ও জাঙ্গালিয়া এলাকা রক্ষা।	৪৯৯.৯৬	০.০০						০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০								
৮৩	বগুড়া জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর ডান/বাম তীরে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা।	৩০০.০০	০.০০						০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০								
৮৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তেতুলিয়া নদী ভাঙ্গন হতে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিন দিঘলদি ইউনিয়নের কোড়ালিয়া বাজার ও সাইক্লোন সেন্টার রক্ষকল্পে জিও-ব্যাগ ও সিসি ব্লক দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ।	৯৯৯.৬৮	০.০০						০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০								
৮৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বোরহানউদ্দিন উপজেলার খায়েরহাট বাজার বাজার ও ২৫ শয্যা হাসপাতাল প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা।	৭০০	০.০০						০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০								
৮৬	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দক্ষিন সুরমা উপজেলরার পশ্চিমভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ এবং গোপালগঞ্জ উপজেলরার মীরগঞ্জ বাজার এলাকা কুশিয়ারা নদীর	৫০০	০.০০						০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০								

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের		জুন/১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)					বরাদ্দের (%)	বাস্তব (%)		
	ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প।										
৮৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলরার সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরক্ষণ।	৯৬৭.২৭	০.০০						০.০০		
			০.০০								
৮৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার দশানী গ্রাম ও বাজার সংলগ্ন এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রতিরক্ষমূলক প্রকল্প।	৫০০	০.০০						০.০০		দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
			০.০০								
৮৯	জব-বীপধাধঃরড়হ ড়ভ ফৎধরহধমব শযধষং রহ গধফধৎরঢ়ঁৎ ঝধফধৎ্ জধলড়রৎ টঢ়ধুরষধঁ হফবৎ গধফধৎরঢ়ঁৎ উরংঃৎরপঃ.	৭০০.০০	৩৫১.০০	৩৪৯.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	৩৫১.০০	৭০২.০০	
			১০০.০০					০.০০	২০০.০০		
৯০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট কপোতাক্ষ নদের বন্যা ও জলাবদ্ধতা হতে ঝিকরগাছা পৌর এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৩০০	০.০০				৭৫.০০		০.০০		
			০.০০								
৯১	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন ট্যানারী শিল্প এলাকায় ধলেশ্বরী নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকরণ প্রকল্প।	৯৪৭.০২	০.০০				২০০.০০		০.০০		
			০.০০								
৯২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মোকাবেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়ন কমপ্লেক্স,বাজার,লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৩০০	০.০০				২২৪.০০		০.০০		
			০.০০								
	বাপাউবো (সার্বিক)	**৭৮২৫২.৫০**	**৩১০৮৩.৪৭**	**৪১৪০০.৮১**			**৭৬১৭.৭৯**		**৩৭৭০২.২৬**	**৪১৭০৮.৫১**	

পরিশিষ্ট-৪

পরিশিষ্ট-৪

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের ঠিকানা

ক্রমিক সংখ্যা	সংস্থার নাম	ওয়েবসাইটের ঠিকানা
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	www.mowr.gov.bd
২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	www.bwdb.gov.bd
৩	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	www.warpo.gov.bd
৪	যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	www.jrcb.gov.bd
৫	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	www.rri.gov.bd
৬	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	www.dbhwd.gov.bd
৫	ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	www.iwmbd.org
৬	সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস	www.cegisbd.com

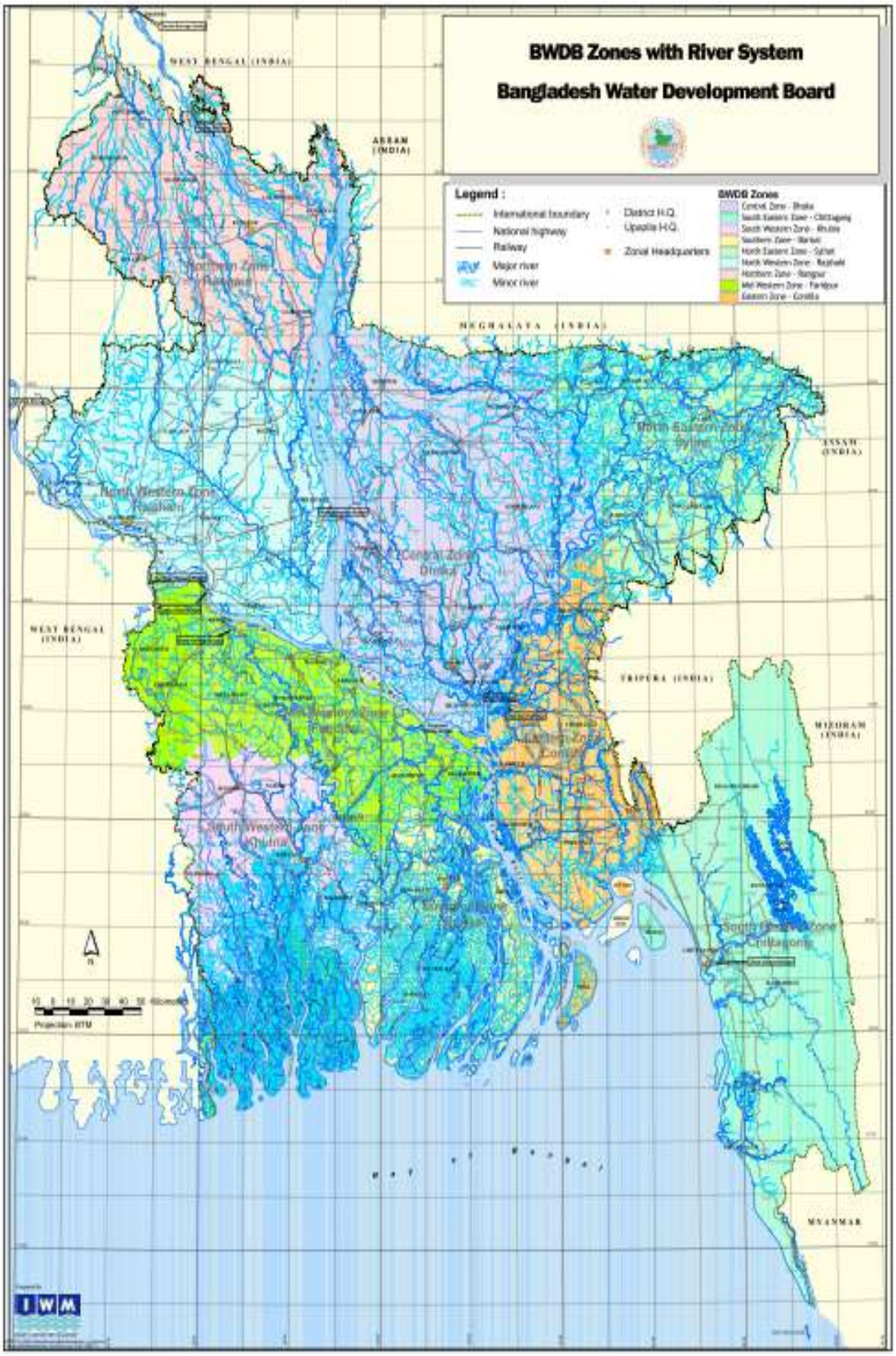
BWDB Zones with River System
Bangladesh Water Development Board
Legend :
International boundary
National highway
Railway
Major river
Minor river
District H.Q.
Upazila H.Q.
Zonal Headquarters
BWDB Zones
WEST BENGAL (INDIA)
ASSAM (INDIA)
MEGHALAYA (INDIA)
TRIPURA (INDIA)
MIZORAM (INDIA)
MYANMAR
IWM



মূছাপুর ক্লোজার, নোয়াখালী



প্রতিরক্ষা বাঁধ, পটুয়াখালি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সচিবালয়, ঢাকা